মাসিক
আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com
১৬তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০১৩

মাসিক
আত-তাহরীক

১৬তম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **দরসে কুরআন :** ০৩
♦ মুত্তাক্বীদের পরিচয়
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
✡ **প্রবন্ধ :**
♦ মানবাধিকার ও ইসলাম *(৮ম কিস্তি)* ০৯
-শামসুল আলম
♦ পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল ১৩
(শেষ কিস্তি)
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
♦ মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায় *(৩য় কিস্তি)* ১৮
-হাফেয আব্দুল মতীন
♦ মুসলিম নারীর পর্দা ও চেহারা ঢাকার অপরিহার্যতা ২২
(২য় কিস্তি)
-অনুবাদ : আব্দুর রহীম বিন আবুল কাসেম
♦ সীমালংঘন *-রফীক আহমাদ* ২৫
♦ ঈদে মীলাদুন্নবী *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩০
✡ **অর্থনীতির পাতা :** ৩২
♦ ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রগতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা
-অনুবাদ : আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
✡ **হাদীছের গল্প :** ৩৫
♦ অতিথি আপ্যায়নে ইলাহী মদদ
✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ♦ ঈমান হরণ ৩৬
✡ **চিকিৎসা জগৎ :** ♦ শীতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৩৭
✡ **ক্ষেত-খামার :** ৩৮
♦ লতিকচুর চাষ
♦ পেঁপের নতুন জাত উদ্ভাবন
✡ **কবিতা :** ৩৯
♦ হক-বাতিলের সংঘাত ♦ কর্মফল
♦ আল্লাহ্র সৈনিক ♦ ওগো মুসলিম
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪০
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৩
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

সম্পাদকীয়

বিশ্বজিৎ ও আমরা

২৩ বছরের দর্জি শ্রমিক বিশ্বজিৎ। যাচ্ছিল তার কর্মস্থলে। হঠাৎ পড়ে যায় 'অবরোধ' বিরোধীদের কোপানলে। দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী দোতলায় এক দোকানে। গুণ্ডারা ছুটল সেখানে। ধরে এনে রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সামনে লাঠিয়ে-কুপিয়ে হত্যা করল। অতঃপর বিজয় উল্লাস করতে করতে চলে গেল। বিশ্বজিৎ বারবার বলেছে 'আমি শিবির নই, আমি হিন্দু'। কারণ সে ভেবেছিল হিন্দুরা সরকারী দলের ভোটব্যাংক হেতু সে মুক্তি পাবে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। বিশ্বজিৎ চলে গেল। কিন্তু সত্যিই সে বিশ্বকে জিতে নিল। সবার অন্তরে সে স্থায়ী মমতার আসন দখল করে নিল। হত্যাকারীরা সবাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী দলের ছাত্র ক্যাডার। যে পিতারা তাদের সন্তানদের মানুষ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন। যারা দিন-রাত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্তানের জন্য ঢাকায় টাকা পাঠাতেন ছেলে মানুষ হবে বলে, পরে পত্রিকায় ও টিভিতে ছেলের হন্তারক ছবি দেখে প্রত্যেকে ঘৃণায় ছি ছি করেছেন ও তাদের কঠোর শাস্তি দাবী করেছেন। ইতিমধ্যে হত্যাকারী শাকিলের পিতা আনছার মিয়া হার্টফেল করে গত ১৫ই ডিসেম্বর শনিবার সকালে বরিশাল মেডিকেলে মারা গেছেন। বিশ্বজিৎ যদি মুসলমান নামের কেউ হ'ত, তাহলে নির্ঘাৎ তাকে 'শিবির' বানিয়ে ছাড়তো। যেমন চাক্ষুষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রলীগ নেতারা বলছে যে, হত্যাকারীরা জামাত-শিবিরের ক্যাডার। তারা ছাত্রলীগের কেউ নয়। ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর লগি-বৈঠাধারীরা ঢাকায় অনুরূপ নিরীহ এক বয়স্ক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করে তার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে নেচেছিল জামায়াত-শিবির মারার আনন্দে। সেই দল এখন ক্ষমতায়। অতএব কে এদের ঠেকায়। তবে এইসব পোষা গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য লেখক ফারূক ওয়াসিফের একটা সুন্দর পরামর্শ আছে। যেটা অনুসরণ করা যায়। গত ১২ই ডিসেম্বর 'প্রথম আলো'-তে তিনি লিখেছেন, ভেবেছিলাম বিনা কারণে বা বিনা বিচারে নিশ্চয়ই নিহত হব না। কিন্তু সপ্তাহ দু'য়েক আগে সেই বিশ্বাসও টলে যায়। রাত সাড়ে ১১-টায় মোহাম্মদপুরের আদাবরের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা চারজন। বাড়ির সামনে এক চায়ের দোকানে চা খাচ্ছি। হঠাৎ একটি সাদা গাড়ি থেকে চার-পাঁচজন ৪০-৪৫ বছর বয়সী লোক নেমেই লাথি-ঘুষি মারতে থাকল। তারা বলছিল, অ্যারা শিবির, শ্যাষ কইরা ফালা'। আমাদের তিনজন ছিলাম সাংবাদিক। সবাই পরিচয়পত্র দেখালাম, বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা উত্তেজিত। আগের দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ম.খা. আলমগীর যুবলীগের প্রতি শিবির প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আদাবর এলাকায় এই গ্রুপটি সম্ভবতঃ সেই জোশেই ... টগবগ করছিল। ক্যাডার, ছিনতাইকারী আর সরকারী বাহিনীর সাথে তর্ক করলে বিপদ বাড়ে, এই হুঁশ থাকায় উচ্চবাচ্য না করে প্রহার সইলাম। ভাবছিলাম ক্যাম্পাসে শিবির প্রতিরোধ করেছি, জীবন নাশের হুমকির মুখেও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি।

এই তার পুরস্কার! বা শিবির হলেই কি কাউকে এভাবে মারা যায়? দেশপ্রেমিক সৈনিকদের (?) ধন্যবাদ, তারা আমাদের প্রাণে মারেনি। সেদিন রাতে আমরাও বিশ্বজিৎ হয়ে যেতে পারতাম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বানের এমনই তেজস্ক্রিয়তা! আমাকে প্রহৃত হয়ে আর বিশ্বজিৎকে ছিন্নভিন্ন হয়ে সেই তেজের শিকার হ'তে হয়। তারপরও তিনি সম্পূর্ণ দায়মুক্ত'।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ১৩ই ডিসেম্বর'১২ একই পত্রিকায় 'রাজনৈতিক বর্বরতা' শিরোনামে লিখেছেন, শিবিরের উত্থান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বর তারা ছাত্রদলের আব্দুল হামীদের হাতের কবজিসহ কেটে নিয়ে কিরিচের মাথায় গেঁথে সারা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে তাদের হিংস্রতার মাত্রা জানান দেয়। জাতীয়তাবাদী শিক্ষক নেতা ডঃ এনামুল হকের ছেলে ছাত্রদল কর্মী মূসাকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। ছাত্রদলের চবি সভাপতি হেলালীকে ১০জনে মিলে টেবিলের উপর চেপে ধরে দু'জনে তার চোখ উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করে। এমন সময় প্রক্টরের হস্ত ক্ষেপে সে রক্ষা পায়। চট্টগ্রাম পলিটেকনিকের ছাত্রদল কর্মী যমীর ও জসীমকে জবাই ও গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে শিবিরকর্মীরা'।

দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র রাজনীতির নৃশংসতার খতিয়ান যদি এভাবে পেশ করা হয়, তাহলে তা সহজে শেষ হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আসিফ নজরুল ১৫ই ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 'পশু বানানোর কারখানা' শিরোনাম দিয়ে লিখেছেন, কি অসাধারণ রাষ্ট্র! কি অসাধারণ রাজনীতি! এই রাজনীতি হলে সীট পেতে ছাত্রলীগ বা ছাত্রদল করতে শেখায়। সীট অব্যাহত রাখতে জোর করে মিছিলে গিয়ে দুই নেত্রীর বন্দনা করতে শেখায়। চাকরী-ব্যবসা পেতে হলে বা বড় নেতা হতে হ'লে লুটেরা বা খুনী হতে শেখায়। এই রাজনীতি ক্লাসরুম বাদ দিয়ে রাজপথ শেখায়, বই বাদ দিয়ে দরপত্র পড়া শেখায়, ... মানুষ নয়, পশু বানানোর দীক্ষা দেয়'। ... 'আমাদের কেউ কেউ বোকার মতোই হয়ত ভাবি, এই পোড়া দেশে কখন আসবে সুদিন! এই দেশেই এসেছিল বাহান্ন, ঊনসত্তর, একাত্তর আর নব্বই! আমরা ... বলি। আছে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের ভয় আর শিবিরের তাণ্ডব। আছে জেল-যুলুমের হুমকি, গুম হওয়ার শীতল আতংক! আছে বিশ্বজিতের নির্বোধ আকুতির মুখচ্ছবি। তবু আমরা হারব না'! তাঁর এই মহতী আশা নিয়ে সবাই বেঁচে থাকে। তাইতো তিনি লিখেছেন, 'বিশ্বজিৎ হত্যাকারীদেরও একদিন সুদিন আসবে। তারা তো দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশেই রাজপথে শিবির প্রতিরোধে নেমেছিলেন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের নির্দেশে তো সিটি কর্পোরেশনের আবর্জনাবাহী গাড়ী ভাংচুর করতে যায়নি! মির্জা ফখরুল সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছেন। ৩৭টি মামলায় আসামী হয়েছেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। বিশ্বজিৎ হত্যাকারীদের অন্তত এতটা ভোগান্তি সইতে হবে না। বিরোধী দলের মহাসচিবের চেয়ে নিজ দলের খুনীদের মর্যাদা এখনো বেশী আছে এই রাষ্ট্রে। ভবিষ্যতে বিএনপি ক্ষমতায় এলে হয়ত একই রকম ঘটনা ঘটবে'।

হ্যাঁ, বিএনপি-জামায়াতের গণতন্ত্রের নমুনা আমরা দেখেছি ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারীতে। নিজেদের লালিত জঙ্গীদের বাঁচাতে গিয়ে আমাদের উপর জঙ্গী অপবাদ চাপিয়ে রাতের অন্ধকারে বাসা থেকে গ্রেফতার করেছিল। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে দেশের ৬টি যেলায় খুন, বিস্ফোরণ, ব্যাংক ডাকাতির মতো ১১টি মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠায়। যার ঘানি আমরা এখনো টানছি। তাদের কয়েকজন নেতা সম্প্রতি গ্রেফতার হয়েছেন ও কয়েকজন তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী অবরুদ্ধ আছেন। তাই তারা বলছেন, 'গণতন্ত্র অবরুদ্ধ রেখে সরকার বিজয় দিবসের চেতনাকে ধূলিসাৎ করেছে'।

তাহ'লে প্রশ্ন দাঁড়ায়, গণতন্ত্র অর্থ কী? বিজয় দিবসের চেতনা কী? সেটা তো বিশ্বজিৎ! গত ৯ই ডিসেম্বর বিজয়ের মাসে যার তরতাযা দেহটাকে মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করে রাজপথে ফেলে গেল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী সোনার ছেলেরা। বৃটিশ চলে যাওয়ার পর থেকে বিগত ৬৫ বছর ধরে আমরা গণতন্ত্র দেখছি। যা কখনোই দেশে স্থিতি আনেনি। যেমন কথিত 'আরব বসন্ত' আরব বিশ্বে স্থিতি আনেনি। অতএব দায়ী ঐ ক্যাডাররা নয়, বরং দায়ী হ'ল সিস্টেম। দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচনের সিস্টেম। এখান থেকে বেরিয়ে আসার সাহস আমাদের আছে কি?

বিশ্বজিৎ হৌক আর জামাত-শিবির হৌক প্রত্যেকে এদেশের নাগরিক। তাদের নাগরিক অধিকার অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। যদি এগুলো সরকারের পেটুয়া বাহিনী দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হয়, তাহলে মিথ্যা এ স্বাধীনতা, মিথ্যা সব চেতনার বুলি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তো ছিল একটাই। যালেমের বিরুদ্ধে মযলূমের স্বভাবগত প্রতিরোধের চেতনা। পাকিস্তানী শাসকরা যদি যুলুম না করত, আর ভারত সরকার যদি এই ক্ষোভকে কাজে না লাগাতো এবং রাশিয়ার সমর্থন নিয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নেমে না পড়ত, তাহলে ইতিহাসটা কেমন হ'ত? যখন বর্বর টিক্কা খান হুংকার দিয়েছিল 'আদমী নেহী, মেট্টি চাহিয়ে' (মানুষ নয়, মাটি চাই), আর নিরীহ মানুষের উপর সমানে গুলি চালাচ্ছিল, তখন মানুষ যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়েছিল। কারু আহ্বানে বা ঘোষণায় তারা যুদ্ধে নামেনি। কারণ মুক্তিযুদ্ধের কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। অথচ যালেমের বিরুদ্ধে মযলূমের এই পবিত্র চেতনাকে ছিনতাই করে নিয়ে সুবিধা লুটছে একদল মতলবী লোক। তাই তো দেখি বহু প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন, যারা ঘৃণায় মুক্তিযোদ্ধার সনদ পর্যন্ত নেননি। কিন্তু দলীয় চেতনার চাপে সত্য চেতনা বিকশিত হ'তে পারছে কি?

প্রশ্ন হ'ল, মানুষের দীর্ঘশ্বাসের জবাব কি? এক যালেমের বিদায়ে আরেক যালেম? নমরূদের বদলে ফেরাঊন? আদৌ তা নয়। এর জবাব একটাই। মানুষকে মানুষের দাসত্ব নয়, আল্লাহ্র দাসত্ব বরণ করে নিতে হবে। তাঁর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করতে হবে। তাঁর বিধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাহ'লেই কেবল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে। মেজর জলিলের ন্যায় অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা এই চেতনাই লালন করতেন। আমরাও আল্লাহ্র নিকট ছিরাতে মুস্তাক্বীমের হেদায়াত প্রার্থনা করি- আমীন! *(স.স)*।

মুত্তাক্বীদের পরিচয়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

الم- ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ- الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ- أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

১. আলিফ লাম মীম। (এর অর্থ কেবলমাত্র আল্লাহ অবগত)। ২. এই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক। ৩. যারা গায়েবে বিশ্বাস করে ও ছালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রূযী দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। ৪. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ঐ বিষয়ে, যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা আপনার পূর্ববর্তীগণের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল। আর পরকালীন জীবনের প্রতি যারা নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে। ৫. ঐসকল মানুষ তাদের প্রভুর দেখানো পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম।

বর্ণিত আয়াতগুলিতে মুত্তাক্বীদের ৬টি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে আয়াতগুলির তাফসীরসহ উক্ত গুণগুলির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হ'ল-

هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ 'আল্লাহ ভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক'।

কুরআন সকল মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক হ'লেও এখানে মুত্তাক্বীদের খাছ করা হয়েছে এ কারণে যে, তারাই কেবল এ থেকে উপকৃত হয়ে থাকেন, অন্যেরা নয়। যেমন বিরানী সকলের জন্য উত্তম খাদ্য হলেও তা কেবল সুস্থদেহীদের জন্য উপযোগী, অন্যদের জন্য নয়। একদল ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মুত্তাক্বী বলতে ঐসব মুমিন নর-নারীকে বুঝায় যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকেন এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতার শাস্তিকে ভয় পান। তারা আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ কাজ করেন এবং সর্বদা তাঁর রহমতের আশা করেন *(ইবনু কাছীর)*।

ইবনু কাছীর বলেন, তাক্বওয়ার মূল অর্থ হ'ল التوقي ما يكره 'অপসন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকা' وَقْي يَقِيٌ وِقَايَةً وَتُقَاةً وُقَاةٌ মূলে ছিল تَقْوَي وَقْوَي অনুরূপভাবে মূলে ছিল ওয়াওকে 'তা' করা হয়েছে। অর্থ, ভয় করা পরহেয করা। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর সত্যিকারের ভয়' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। কথিত আছে যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একদিন উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে তাক্বওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উবাই বললেন, أَمَا سَلَكْتَ طَرِيقًا ذَا شَوْكٍ؟ 'আপনি কি কাঁটা যুক্ত পথে চলেননি? ওমর (রাঃ) বললেন, হাঁ। উবাই বললেন, কিভাবে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বললেন, খুব সাবধানে ও কষ্ট করে চলেছি। উবাই বললেন, فَذَلِكَ التَّقْوَى 'ওটাই হ'ল তাক্বওয়া' *(ইবনু কাছীর)*।

একদিন জনৈক ব্যক্তি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে তাক্বওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, أَخَذْتَ طَرِيْقًا ذَا شَوْكٍ؟ 'তুমি কি কখনো কাঁটাযুক্ত পথে চলেছ? লোকটি বলল, হাঁ। তিনি বললেন, কিভাবে চলেছ? লোকটি বলল, إِذَا رَأَيْتُ الشَّوْكَ عَدَلْتُ عَنْهُ أَوْ جَاوَزْتُهُ أَوْ قَصُرْتُ عَنْهُ 'আমি কাঁটা দেখলে তা এড়িয়ে চলি। অথবা ডিঙিয়ে যাই অথবা দূরে থাকি'। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, ذَاكَ التَّقْوَى 'এটাই হ'ল তাক্বওয়া'।[১] আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্কিল-এর পৌত্র খ্যাতনামা কবি ও বিদ্বান আব্দুল্লাহ ইবনুল মু'তায (মৃঃ ২৯৬ হিঃ) তাক্বওয়ার উক্ত অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

خَلِّ الذُّنُوْبَ صَغِيْرَهَا + وَكَبِيْرَهَا ذَاكَ التُّقَى

وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْ + ضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى

لاَ تَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً + إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

অনুবাদ : (১) ছোট ও বড় সব গোনাহ পরিত্যাগ কর। এটাই তাক্বওয়া। (২) চলো কাঁটা বিছানো রাস্তার পথিকের মত। যে সতর্ক হয় ঐসব থেকে, যা সে দেখতে পায় (৩) ছোট পাপকে তুচ্ছ মনে করো না। নিশ্চয়ই পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে ছোট ছোট কংকর থেকে' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

আল্লাহ অত্র আয়াতে মুত্তাক্বীদের জন্যই কেবল হেদায়াতকে খাছ করেছেন। কেননা যারা হেদায়াত চায় কেবল তারাই হেদায়াত পায়। যারা যেদী ও হঠকারী তারা হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়। এ বিষয়টি আল্লাহ অন্যত্র বলেন এভাবে,

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ فِيْ آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ-

'... বলুন এটা (কুরআন) বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও আরোগ্যকারী। আর যারা (একে) বিশ্বাস করে না, তাদের কানে রয়েছে বধিরতা, আর তারা এ থেকে অন্ধ। যেন তাদেরকে দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হচ্ছে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৪)*।

অর্থাৎ যারা কুরআনকে বিশ্বাস করে না ও তা থেকে ফায়দা উঠাতে চায় না, তাদের অবস্থা এমন যেমন কাউকে দূর থেকে

১. *বায়হাক্বী, যুহদুল কাবীর ১/৩৫০, সনদে হিশাম বিন যিয়াদ আছেন, যাঁর মধ্যে দূর্বলতা রয়েছে।*

ডাকা হয়। অথচ সে শুনতেও পায় না, দেখতেও পায় না। যারা মুত্তাক্বী নয়, তাদের অবস্থা অনুরূপ। কুরআন থেকে তারা উপকৃত হ'তে পারে না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ إِلاَّ خَسَارًا 'আমরা কুরআনে এমন সব বিষয় নাযিল করেছি যা আরোগ্যকারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য রহমত স্বরূপ এবং যা সীমা লংঘনকারীদের জন্য কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে' *(বনু ইসরাঈল ১৭/৮২)*। অত্র আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কুরআন যেমন সত্যসেবীদের জন্য পথ প্রদর্শক, তেমনি এর প্রতি অবিশ্বাসী ও অনীহা প্রদর্শনকারীদের জন্য কঠিন বিপদ ও গযবের কারণ।

(৩) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ 'যারা গায়েবে বিশ্বাস করে ও ছালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রূযী দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে'।

অত্র আয়াতে মুত্তাক্বীদের ছিফাত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। ১. অদৃশ্যে বিশ্বাস ২. ছালাত কায়েম করা এবং ৩. আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা।

প্রথমতঃ অদৃশ্যে বিশ্বাস। এর অর্থ কি? আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ 'নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রভুকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(মুলক ৬৭/১২)*। এই ভয় হ'তে হবে একথা জেনে-বুঝে যে, এ সৃষ্টিজগত আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি এবং আপনা-আপনি পরিচালিত হচ্ছে না। বরং নিশ্চিতভাবেই এর একজন সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আছেন, যাঁর কুশলী বিধান ও দূরদর্শী পরিকল্পনা মতে পুরা সৃষ্টিজগত সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'বান্দাগণের মধ্যে আল্লাহকে ভয় করে কেবল তারাই যারা জ্ঞানী' *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*।

এখানে জ্ঞানী অর্থ সূক্ষ্মদর্শী ও বিজ্ঞানী, যারা সৃষ্টিতত্ত্ব উপলব্ধি করে এবং সৃষ্টি কৌশলসমূহ প্রমাণ সহকারে জেনে-বুঝে আল্লাহ্র অস্তিত্ব বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করে। বোকা মানুষ সবকিছু চর্মচক্ষুতে দেখতে চায়। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই সে বুঝতে পারে যে, তার জীবনটা সর্বদা অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতেই পরিচালিত হচ্ছে। মায়ের গর্ভ থেকে সে পৃথিবীতে এসেছিল ছোট একটি শিশু হিসাবে। অথচ এখন সে সাড়ে তিনহাত দীর্ঘ তরতাজা এক নওজোয়ান। কে তাকে টেনে লম্বা করলো? সে সবকিছু খেয়ে হযম করে। কিন্তু কিভাবে তার খাদ্য হযম হয়। কিভাবে ঐ খাদ্য থেকে রক্ত, গোশত, তাপ ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ পেশাব ও পায়খানা হয়ে বেরিয়ে যায়, সেই কৌশল সে কি কখনো প্রত্যক্ষ করেছে? অথচ পেট তার সাথেই রয়েছে সর্বদা-সর্বক্ষণ। একটু পেট ব্যথা বা মাথা ব্যথা হ'লেই মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, সামান্য ডায়রিয়া হ'লেই বিছানায় সটান হয়ে পড়তে হয়, হাতের নাগালের মধ্যেই নিজের পেটটা থাকলেও তার উপরে তার কোনই নিয়ন্ত্রণ নেই। তাহ'লে কে ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? কে ঐ মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি দান করলেন? বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড দান করলেন? একই পিতা-মাতার পাঁচটি সন্তান। কেন সবার মেধা ও প্রতিভা, যোগ্যতা ও ক্ষমতা সমান হ'ল না? একজনের হাতে কলম দিলে লাইনের পর লাইন নির্ভুলভাবে লিখে যায়, আরেকজন কলম হাতে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও দু'লাইন লিখতে পারে না, এসবের জবাব বস্তুবাদী নাস্তিকদের কাছে আছে কি? এক সেকেণ্ড পরেই তার জীবনে কি ঘটতে যাচ্ছে, সেকথা যে মানুষ বলতে পারে না, তাকে তো একথা মানতেই হবে যে, সে অবশ্যই কোন অদৃশ্য শক্তি দ্বারা প্রতি মুহূর্তে পরিচালিত হচ্ছে। তিনিই তো আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, যিনি আদি ও যিনি অন্ত, যিনি চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক। বস্তুতঃ এটাই হ'ল গায়েবে বিশ্বাসের মূল কথা। মুত্তাক্বী হবার প্রথম ও প্রধান গুণ হ'ল এটাই।

আবুল 'আলিয়াহ বলেন, গায়েবে বিশ্বাস বলতে আল্লাহ, ফেরেশতা, আল্লাহ্র কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূলগণ, বিচার দিবস, পরকাল ইত্যাদি সবকিছুকে বুঝায়। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বান্দার চোখের বাইরে যা কিছু রয়েছে এবং যা কিছু কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, সবকিছু গায়েবে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত' *(ইবনু কাছীর)*।

(ক) আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ বলেন, একদিন আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকটে বসেছিলাম। এ সময় আমরা আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ সম্পর্কে এবং কোন বিষয়ে তাঁরা অগ্রণী ছিলেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাজ-কর্ম পরিষ্কার ছিল যারা তাঁকে দেখেছেন। সেই সত্তার কসম করে আমি বলছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, مَا آمَنَ أَحَدٌ قَطُّ إِيْمَانًا أَفْضَلَ مِنْ إِيْمَانٍ بِغَيْبٍ 'অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনের চাইতে বড় ঈমান আর নেই'। অতঃপর তিনি 'আলিফ লাম মীম' থেকে 'মুফলেহূন' পর্যন্ত পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করেন'।[২] তিনি একে শায়খায়নের শর্তানুযায়ী ছহীহ বলেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেন।

(খ) আবু জুম'আহ আনছারী (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে দুপুরের খানা খাচ্ছিলাম। এ সময় আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের চাইতে উত্তম কেউ আছে কি? আমরা আপনার কাছে ইসলাম কবুল করেছি এবং

২. *হাকেম হা/৩০৩৩, ২/২৬০, যাহাবী ছহীহ বলেছেন।*

আপনার সাথে জিহাদ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, قَوْمٌ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ يُؤْمِنُوْنَ بِىْ وَلَمْ يَرَوْنِىْ 'হ্যাঁ। তারা হ'ল আমার পরবর্তী লোকেরা, যারা আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে অথচ তারা আমাকে দেখেনি'।[৩]

(গ) প্রায় একই মর্মে হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ مِنْ قَوْمٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَّا؟ آمَنَّا بِكَ وَاتَّبَعْنَاكَ 'আমাদের চাইতে অধিক পুরস্কারের অধিকারী কেউ আছে কি? আমরা আপনার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আপনার পদাংক অনুসরণ করেছি'। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَرَسُوْلُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ يَأْتِيْكُمْ بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ، بَلْ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ يَأْتِيْهِمْ كِتَابٌ بَيْنَ لَوْحَيْنِ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَعْمَلُوْنَ بِمَا فِيْهِ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا مَرَّتَيْنِ 'ঐ মহাপুরস্কার থেকে তোমাদের কে বাধা দিবে? এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তোমাদের মধ্যে আছেন, যিনি তোমাদের নিকটে আসমান থেকে 'অহী' নিয়ে আসছেন। বরং অধিক পুরস্কারের মালিক হবে তারাই, যারা তোমাদের পরে আসবে। যাদের নিকটে দুই মলাটে মোড়ানো কিতাব (কুরআন) আসবে, যার উপরে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে। তারা তোমাদের চাইতে দ্বিগুণ পুরস্কারের মালিক হবে'।[৪]

একদিন তিনি ছাহাবীগণের মাঝে অবস্থানকালে বলেন, وَدِدْتُ أَنِّيْ لَقِيْتُ إِخْوَانِيْ 'আমি আমার ভাইদের সাথে সাক্ষাতের আকাংখা পোষণ করছি।' ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, أَنْتُمْ أَصْحَابِيْ وَلَكِنْ إِخْوَانِيْ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِيْ وَلَمْ يَرَوْنِيْ 'তোমরা আমার সাথী। আর আমার ভাই হ'ল তারা, যারা আমাকে না দেখেই আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে'।[৫]

ইমাম কুরতুবী বলেন, আলোচ্য আয়াতে 'ঈমান বিল গায়েব' বলতে 'ঈমানে শারঈ' বুঝানো হয়েছে, যা হাদীছে জিব্রীলে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে 'ঈমান কি?' জিব্রীলের এমন প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ صَدَقْتَ 'তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে, তাঁর কিতাব সমূহের উপরে, তাঁর রাসূলগণের উপরে, বিচার দিবসের উপরে এবং তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে'। জিব্রীল বলেন, আপনি সঠিক বলেছেন'।[৬] বস্তুতঃ উপরোক্ত বিষয়গুলির সবই গায়েবী বিষয়।

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ অর্থাৎ মুত্তাক্বী তারাই যারা ছালাতের ফরয-ওয়াজিব-সুন্নাত, কিয়াম-কুঊদ, রুকূ-সুজূদ, ওযূ এবং ছালাতের ওয়াক্তের যথাযথ হেফাযত করে। ইবনু আব্বাস, ক্বাতাদাহ প্রমুখ একথা বলেন *(ইবনু কাছীর)*। ... অন্যত্র আল্লাহ মুছল্লীর ব্যাখ্যায় বলেন, الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُوْنَ 'যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা ছালাত আদায় করে' *(মা'আরেজ ৭০/২৩)*। এর অর্থ, যারা সর্বদা ছালাত আদায় করে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর বক্তব্যে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বলেন, مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ 'যে ব্যক্তি ছালাতের হেফাযত করল এবং তার উপরে নিষ্ঠাবান রইল, সে ব্যক্তি তার দ্বীনকে রক্ষা করল এবং যে ব্যক্তি ছালাতকে বিনষ্ট করল, সে ব্যক্তি অন্য সবকিছুর চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল'।[৭]

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ মুত্তাক্বীদের তৃতীয় গুণ হ'ল এই যে, আল্লাহ তাদেরকে যাকিছু খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি দান করেছেন, তা থেকে তারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে। জ্ঞান, স্বাস্থ্য ও চিন্তাশক্তি ইত্যাদি আল্লাহ্র দেওয়া অন্যতম মূল্যবান রিযিক। এগুলিকে মুত্তাক্বীগণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে থাকেন। তবে অত্র আয়াতে খাদ্য ও ধন-সম্পদকেই বুঝানো হয়েছে।

ইবনু কাছীর বলেন, ফরয যাকাত সহ সকল প্রকার দান-ছাদাকা একথার মধ্যে শামিল রয়েছে। এজন্য ফরয যাকাত কে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ 'ইসলাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে পাঁচটি স্তম্ভের উপরে। (১) তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া এই মর্মে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল (২) ছালাত কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) হজ্জ করা ও (৫) রামাযানের ছিয়াম পালন করা।[৮] আলোচ্য আয়াতে কেবল ছালাত ও ইনফাক্ব ফী সাবীলিল্লাহ্র কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, ছালাত হ'ল দৈহিক ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং

৩. *আহমাদ হা/১৭০১৭; মিশকাত হা/৬২৮২, সনদ ছহীহ।*
৪. *ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ; হাকেম ৪/৮৫; বুখারী, তারীখ কাবীর ২/৩১১, ত্বাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩১০।*
৫. *আহমাদ হা/১২৬০১; ছহীহাহ হা/২৮৮৮।*
৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২।*
৭. *কুরতুবী, মিশকাত হা/৫৮৫, সনদ যঈফ।*
৮. *বুখারী হা/৮, মুসলিম হা/১৬, মিশকাত হা/৪।*

যাকাত হ'ল আর্থিক ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাকী সব ইবাদত এ দুইয়ের অনুষঙ্গ।

(8) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ 'এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ঐ সকল বিষয়ে, যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা আপনার পূর্ববর্তীগণের প্রতি নাযিল হয়েছিল। আর পরকালীন জীবনের উপরে যারা নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে'।

অত্র আয়াতে মুত্তাক্বীদের চতুর্থ ও পঞ্চম গুণ বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থটি হচ্ছে কুরআন ও হাদীছ, যা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে, তার উপরে ঈমান আনা এবং যে সকল কিতাব ও শরী'আত পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের উপরে নাযিল হয়েছিল, সেগুলির উপরে ঈমান আনা। যেমন ইবরাহীম (আঃ)-এর উপরে ছহীফা সমূহ, মূসা (আঃ)-এর উপরে তওরাত, দাঊদ (আঃ)-এর উপরে যবূর, ঈসা (আঃ)-এর উপরে ইনজীল প্রভৃতি। মুত্তাক্বীগণ বিগত সকল নবী ও রাসূলগণ এবং তাঁদের আনীত কিতাব ও শরী'আতের উপরে ঈমান রাখেন এই মর্মে যে, ঐ সকল কিতাব আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল এবং সেগুলি সে যুগের নবীগণের স্ব স্ব গোত্রের জন্য পালনীয় ছিল। অতঃপর বিশ্বমানবের জন্য সর্বশেষ নবী ও সর্বশেষ এলাহী কিতাব আসার পরে বিগত সব কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এলাহী কিতাব ও শরী'আতের উপরে বিশ্বাস এভাবে রাখতে হবে যে, এগুলি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। এর মধ্যে নবীর কপোল কল্পিত কিছুই নেই এবং এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এলাহী কিতাব ও শরী'আতের বিধি-বিধান সমূহ মানব কল্যাণে সর্বোচ্চ ও অতুলনীয়। মানব রচিত কোন বিধান এর চাইতে উত্তম নয় বা এর সমতুল্য নয়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা অন্যত্র এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ 'তোমরা বলো আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি এবং যা দান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দান করা হয়েছে নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে। আমরা তাঁদের কারুর মধ্যে প্রভেদ করি না। আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৩৬; কাছাকাছি প্রায় একইরূপ বক্তব্য এসেছে বাক্বারাহ ২/২৮৫ ও আলে ইমরান ৩/৮৪ এবং নিসা ৪/১৩৬ আয়াতে)*।

শেষ যামানায় 'কুরআন' ও 'ইসলাম' আসার পরে এখন আর কোন এলাহী কিতাব ও দ্বীন নেই। বিগত সকল কিতাব এখন অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে। ইহুদী-নাছারাসহ বিগত সকল দ্বীন এখন বাতিল হয়ে গেছে। এখন ইসলামই বিশ্বমানবতার জন্য একমাত্র দ্বীন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে তাঁর মনোনীত দ্বীন হ'ল ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন আল্লাহ্র নিকটে গৃহীত হবে না। যেমন তিনি বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে, কখনোই তা কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِىْ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন নিহিত তাঁর কসম করে বলছি, ইহুদী হৌক বা নাছারা হৌক, এই উম্মতের যে কেউ আমার আবির্ভাবের খবর শুনেছে, অতঃপর মারা গেছে। অথচ আমি যা নিয়ে আগমন করেছি তার উপরে ঈমান আনেনি, সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে'।[৯] হাদীছে 'এই উম্মত' অর্থ এ যুগের সকল জিন ও ইনসান।

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, অত্র আয়াত সহ কুরআনের অন্যূন ৫০টি স্থানে ঈমানের আলোচনায় পূর্ববর্তী নবীগণের ও তাঁদের প্রতি প্রেরিত কিতাব ও ছহীফা সমূহের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোথাও পরবর্তী কোন নবী বা কিতাবের উল্লেখ নেই। এমনকি এ বিষয়ে কোন ইশারা-ইঙ্গিতও নেই। এ বিষয়টি কুরআনের সর্বশেষ ইলাহী গ্রন্থ হওয়ার এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সর্বশেষ নবী হওয়ার একটি প্রকৃষ্ট দলীল। মূসা, দাঊদ, ঈসা প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূলগণ বনু ইসরাঈল গোত্রের নবী ছিলেন। অথচ শেষনবী সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ 'আমরা আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দাতা ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা' *(সাবা ৩৪/২৮)*। সেকারণ শেষনবীর আগমনের পর থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষ শেষনবীর উম্মত হিসাবে গণ্য। তবে যারা তাঁর দাওয়াত কবুল করে মুসলমান হয়েছে, তাদেরকে বলা হয় উম্মতে ঈজাবী (أمة الإجابة) অর্থাৎ দাওয়াত কবুলকারী উম্মতে মুহাম্মাদী। বাকী সবাই أمة الدعوة অর্থাৎ তাঁর সাধারণ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত।

৯. *মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০*।

এক্ষণে মুত্তাক্বীদের চতুর্থ গুণ এই হবে যে, তিনি সর্বশেষ নবী ও তাঁর আনীত শরী'আত তথা ইসলামের প্রতি আনুগত্যশীল হবেন এবং পূর্ববর্তী সকল নবী ও ইলাহী গ্রন্থের প্রতি ঈমান রাখবেন।

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ 'এবং তারা আখেরাতের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবে'। এটি হ'ল মুত্তাক্বীদের পঞ্চম গুণ। আখেরাত অর্থ পরবর্তী, যা تأخر হ'তে ব্যুৎপন্ন। যেমন দুনিয়া অর্থ নিকটবর্তী, যা الدنو হ'তে ব্যুৎপন্ন *(কুরতুবী)*। এখানে আখেরাত বলতে পরকালীন জীবনকে বুঝানো হয়েছে, যা মৃত্যুর পরে শুরু হবে। এর মধ্যে কবর, কিয়ামত, হাশর, শেষবিচার, জান্নাত, জাহান্নাম সবকিছু শামিল রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে يُؤْمِنُوْنَ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হ'লেও আখেরাত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে يُوْقِنُوْنَ ক্রিয়াপদ ব্যবহারের মাধ্যমে এই বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রতি অধিক জোর দেওয়া হয়েছে।

'ইয়াক্বীন' অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস, যার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকে না (العلم دون الشك)। যেমন কিয়ামত দিবস সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ 'কখনোই না। যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে' *(তাকাছুর ১০২/৫)*। অর্থাৎ যদি তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে আজকে নিশ্চিত জানতে, যা পরে জানবে, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা আল্লাহ ও আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী হ'তে এবং কোনমতেই তা থেকে গাফেল হ'তে না।

বস্তুতঃ নবীগণের দর্শন ব্যতীত অন্যদের দর্শনে পার্থিব জীবনই সবকিছু। পরকালীন জীবন বলে কিছু নেই। যেমন প্লেটো ও এরিষ্টটলের দর্শনে পরজগত বলে কিছু নেই। মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষ পরম সত্তার মধ্যে লীন হয়ে যাবে। এই অদ্বৈতবাদী দর্শনের ফলে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর আগেকার ইউরোপীয় মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই সংসার বিরাগী অথবা চরম বস্তুবাদী হয়ে যায়। কেননা মরার পরেই যখন সব শেষ, তখন মানুষ যা খুশী তাই করুক। ভারতীয়দের মধ্যেও এই নাস্তিক্যবাদী প্লেটোনিক দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটে। তাদের মতে মানব জন্মে যদি কেউ পাপকর্ম করে, তাহলে তাকে পরজন্মে পশু-পক্ষী, গাছ-পাথর ইত্যাদি যেকোন রূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে। এটাই হ'ল জন্মান্তরবাদ। যতদিন তার পাপ স্খলন না হবে, ততদিন তাকে জন্মান্তরের বেড়াজালে ঘুরপাক খেতে হবে। আর যখন সে মুক্তি পাওয়ার মত কোন কর্ম করবে, তখন সে ব্রহ্মায় অর্থাৎ পরম সত্তায় লীন হয়ে যাবে। কেননা সকল জীবাত্মা ভগবানের অংশ বিশেষ'। হিন্দু দর্শনের ন্যায় বৌদ্ধ দর্শনেও পরকাল বলে কিছু নেই। সেখানে জীবন যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য 'নির্বাণ' অর্থাৎ মহাপ্রস্থান কামনা করা হয়েছে। যার পর কোন প্রত্যাবর্তন নেই। বস্তুতঃ এটা হ'ল জীবন থেকে পলায়নের দর্শন। এ দর্শনে মৃত্যুর পর মানুষের আর কিছু চাওয়া-পাওয়ার নেই। এভাবে গ্রীক দর্শন, বেদান্ত দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি মানুষকে তার জীবনবোধ সম্পর্কে গভীর নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। উল্লেখ্য, মুসলমান নামধারী মা'রেফতী পীর-ফকীরদের মধ্যে যে কবরপূজা, ফানাফিল্লাহ, বাক্বাবিল্লাহ প্রভৃতি দেখা যায়, তা ঐসব কুফরী দর্শন থেকে অনুপ্রবেশ করেছে।

আরব উপদ্বীপে সর্বদা নবীদের শিক্ষা জাগরুক থাকলেও ঈসা (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত প্রায় ছয়শো বছরের দীর্ঘ বিরতিকালে তাদের মধ্যেও এইসব বাতিল চিন্তাধারার ঢেউ লাগে। যা তাদের পরজাগতিক বিশ্বাসকে হালকা করে দেয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে যখন তাদের কিয়ামতের কথা ও পরকালে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা শুনান, তখন তারা হতবাক হয়ে বলে ওঠে أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ 'যখন আমরা মরে মাটি হয়ে যাব। আবার সেখান থেকে ফিরে জীবন্ত হয়ে উঠব, এটা তো খুবই দূরতম ব্যাপার' *(ক্বাফ ৫০/৩)*।

বস্তুতঃ আখেরাতে জবাবদিহিতা এবং ভাল-মন্দ ফলাফলের বিশ্বাস থাকলেই কেবল মানুষ দুনিয়াতে মঙ্গলময় জীবন যাপন করতে পারে। নইলে তার জীবন হয় ছন্নছাড়া। যা কোন জীবনই নয়।

ইতিপূর্বে 'ইউমিনূন' শব্দ ব্যবহার করা হলেও আখেরাতের বেলায় আল্লাহ 'ইউক্বিনূন' শব্দ ব্যবহার করেছেন এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, কেবল বিশ্বাস নয় বরং দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে। যা কেবল চোখে দেখা বস্তু সম্পর্কেই হ'তে পারে। আখেরাতের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস আনার ফলেই আরবদের জীবনে এসেছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আজও তা যেকোন মানুষের জীবনে সম্ভব। প্রয়োজন কেবল দৃঢ় প্রত্যয়ের।

বলা বাহুল্য এ সৃষ্টিজগতের সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর সেরা ও প্রিয় সৃষ্টি মানুষের সেবার জন্য। অথচ মাত্র অনধিক একশ' বছরের মধ্যেই মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। যার মধ্যে যালেম যুলুম করেও প্রশংসা পাচ্ছে। অন্যদিকে নিরপরাধ মযলূম অত্যাচারিত হয়েও বদনামগ্রস্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। তাহ'লে যালেমের যুলুমের শাস্তি এবং মযলূমের যথাযথ পুরস্কার পাবার পথ কি? সেটারই জওয়াব হ'ল পরকাল। মৃত্যুর পরেই যার সূচনা হয় এবং শেষ বিচারের দিন যা চূড়ান্ত হয়। অতঃপর যালেম জাহান্নামী হয়ে তার যোগ্য শাস্তি পায় এবং ঈমানদার মযলূম জান্নাতী হয়ে তার যোগ্য প্রতিদান পেয়ে ধন্য হয়। আল্লাহ্র হুকুমে যে রূহ মায়ের গর্ভে প্রেরিত হয়। তাঁরই হুকুমে সে রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্র কাছে ফিরে যায় এবং নেককার রূহ ইল্লিয়ীনে ও বদকার রূহ সিজ্জীনে স্থিত হয়। অতঃপর কিয়ামতের পর তা পুনরায় স্ব স্ব দেহে সংযোজিত হয়ে আল্লাহ্র সম্মুখে বিচারের জন্য নীত হয়। অতঃপর সে হয় জান্নাতী নয় জাহান্নামী হবে। সে কখনোই আল্লাহ্র সত্তায় লীন

হয়ে যাবে না। কেননা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি কখনোই এক নয়। অতএব মানুষের জীবন একটি চলন্ত প্রক্রিয়া। আল্লাহ্র নিকট থেকে এর আগমন। অতঃপর দুনিয়াতে তার সাময়িক অবস্থান। অতঃপর ফের সেখানেই প্রত্যাবর্তন, যেখান থেকে সে এসেছিল। অতঃপর সেখানেই তার চিরস্থায়ী নিবাস। দুনিয়ার এ মুসাফিরখানা হ'ল দারুদ্দুনিয়া, কবরের অপেক্ষমান জগত হ'ল দারুল বারযাখ এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জগত হ'ল দারুল ক্বারার *(মুমিন ৪০/৩৯)*। আখেরাতের উপরে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা তাই মুমিন জীবনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। আল্লাহ আমাদের আখেরাত বিশ্বাসকে মযবূত করুন- আমীন!

(৫) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'ঐ সকল মানুষ তাদের প্রভুর দেখানো পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম'।

'সফলকাম' অর্থ الْفَائِزُونَ بِالْجَنَّةِ وَالْبَاقُونَ فِيهَا 'জান্নাতের অধিকারী ও সেখানে অবস্থানকারী' (কুরতুবী)। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্বে বর্ণিত ছয়টি গুণের অধিকারী ব্যক্তিগণ আল্লাহ প্রদত্ত নূর ও হেদায়াতের উপরে কায়েম থাকে। যার ফলে তারা ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হয়। দুনিয়াতে বাহ্যদৃষ্টিতে অনেক মুমিন নর-নারীকে বিফল মনে হলেও তারা আখেরাতে অবশ্যই সফলকাম হয় এবং আখেরাতের সফলতাই হ'ল প্রকৃত সফলতা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী সমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহান সফলতা' *(নিসা ৪/১৩)*।

উল্লেখ্য যে, هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ কথার মধ্যে তাক্বদীরে অবিশ্বাসী ভ্রান্ত ফের্কা ক্বাদারিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে। তারা এর ব্যাখ্যা করেন يَخْلُقُونَ إِيمَانَهُمْ وَهُدَاهُمْ 'তারা তাদের ঈমান ও হেদায়াত সৃষ্টি করে'। অর্থাৎ বান্দাই তার কাজের সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ নন। তাদের এ বক্তব্য সঠিক হলে তো আল্লাহ এখানে বলতেন أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ أَنْفُسِهِمْ 'মুত্তাক্বীরা তাদের নিজেদের পক্ষ হ'তে হেদায়াতের উপরে প্রতিষ্ঠিত' (কুরতুবী)। বস্তুতঃ 'হেদায়াত' আল্লাহ্র পক্ষ হ'তেই এসে থাকে। তিনিই তার নেক বান্দাদের অন্তরে সুপথ গ্রহণের শক্তি ও যোগ্যতা দান করেন। এটা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। যেমন তিনি স্বীয় রাসূলকে বলেন, إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ 'আপনি যাকে চান, তাকে হেদায়াত করতে পারেন না। বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন এবং হেদায়াত প্রাপ্তদের বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*। যদিও হেদায়াত গ্রহণের স্বাভাবিক যোগ্যতা আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দান করেছেন। যেমন তিনি বলেন, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ 'তুমি তোমার চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে ধর্মের উপরে দৃঢ় রাখ। এটাই হ'ল আল্লাহ্র দেয়া স্বভাবধর্ম। যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হ'ল সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা' *(রূম ৩০/৩০)*।

মানুষকে তাই হেদায়াত লাভের তাওফীক কামনা করে সর্বদা আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করতে হবে এবং এজন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালাতে হবে। কেননা সে জানেনা যে সে হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কি-না। এটাতো কেবল আল্লাহ জানেন। সেকারণেই সূরা ফাতিহাতে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের হেদায়াত নবী ও সাধারণ মানুষ সবাইকে চাইতে বলা হয়েছে। তাকদীরে অবিশ্বাসীগণ আল্লাহ্র এই ক্ষমতাকে নিজেদের হাতে নিতে চায়। এটা নিতান্তই হঠকারিতা মাত্র।

আলোচ্য আয়াতগুলিতে মুত্তাক্বীদের ছয়টি গুণ বর্ণিত হয়েছে। যথা- (১) অদৃশ্যে বিশ্বাস (২) ছালাত কায়েম করা (৩) আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা (৪) কুরআন ও হাদীছে বিশ্বাস স্থাপন করা (৫) পূর্ববর্তী ইলাহী কিতাবসমূহ বিশ্বাস করা এবং (৬) আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ আমাদেরকে উপরোক্ত গুণাবলী অর্জনের তাওফীক দান করুন- আমীন।

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

(৮ম কিস্তি)

দাস প্রথা নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গ :

ইসলাম দাস প্রথাকে একেবারে নিষিদ্ধ করেনি কেন?

ইসলাম কেন দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করেনি সে বিষয়ে আলোচনার পূর্বে দাসদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা প্রাসঙ্গিক মনে করি। ইহুদী, খৃষ্টান ধর্মে এবং বর্তমান সভ্য ও আধুনিক বিশ্বে দাস সৃষ্টির উপায়-উপকরণ ও সুযোগ থাকলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, ইসলাম কেন দাস প্রথাকে নিষিদ্ধ করেনি সেদিকেই বিরোধীরা অভিযোগের অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও উন্মুক্ত মন নিয়ে তাকালে ইসলাম দাসপ্রথার ব্যাপারে যে সূক্ষ্ম বিধান প্রবর্তন করেছে, তা তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এজন্য ইসলামে দাস সৃষ্টির মূল উৎস ও উপায়-উপকরণ, তাদের সাথে ব্যবহার, তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা বিধান, তাদের প্রতি আযাদ ব্যক্তিদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং তাদের স্বাধীনতা লাভের যে অবারিত সুযোগ-সুবিধা ও পথ-পন্থা ইসলাম রেখেছে তার দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। পাশাপাশি বর্তমান সভ্য, উন্নত ও অগ্রসরমান বিশ্বে নতুনভাবে দাস সৃষ্টির বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতির প্রতি সচেতন দৃষ্টি দিতে হবে, তাহ'লে ইসলামের প্রতি কারো অন্তরে কোন অভিযোগ থাকবে না। এমনকি অজ্ঞতায় যাদের মনে এ ব্যাপারে ক্ষোভের অগ্নি ধূমায়িত হয়েছে, তা মোমের ন্যায় বায়বীয় আকারে উবে যাবে। আর ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মস্তক অবনত হবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে দাস সৃষ্টির যে কয়েকটি কারণ ছিল, তা হচ্ছে- ১. যুদ্ধ-বিগ্রহে পরাজিত হয়ে বন্দী হওয়া ২. ঋণের অস্বাভাবিক বোঝা বহনে অক্ষম হয়ে স্বেচ্ছায় দাসত্ব বরণ করা ৩. ডাকাতি, ছিনতাই-অপহরণের কবলে পড়ে ৪. সীমাহীন অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের শিকার হয়ে। এগুলির মধ্যে রাস্তা-ঘাটে বা পথে-প্রান্তরে সন্ত্রাস, রাহাজানীর মাধ্যমেই বিশ্বে দাস প্রথার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল, বিশেষত ইউরোপ, আমেরিকায়। অথচ ইসলাম এসব বন্ধে চূড়ান্ত ও কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। যেমন হাদীছে কুদসীতে এসেছে,

ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ-

'আল্লাহ তা'আলা বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল। যে ব্যক্তি কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মজুর নিয়োগ করে তার হ'তে পুরো কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না'।[১০]

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীছে এমন কোন দলীল নেই যেখানে নতুনভাবে দাস বানানোর কথা বলা হয়েছে; বরং কুরআন ও হাদীছে ১০টির অধিক দলীল রয়েছে, যেখানে দাসমুক্তি ও তাদের স্বাধীন করার উদাত্ত আহ্বান রয়েছে।

ইসলামের আবির্ভাব কালে দাসত্ব সৃষ্টির যে সকল উৎস ও পথ ছিল ইসলাম সেসব বন্ধ করার মাধ্যমে দাস প্রথাকে প্রায় উচ্ছেদ করেছিল। সে সাথে দাসদের আযাদ করার হাযারো দুয়ার উন্মুক্ত করেছিল। কেবল যুদ্ধের মাধ্যমে কাফির, মুশরিক ও তাদের নারী-শিশুদের দাস হওয়ার ব্যাপারটাকে আবশ্যক করে। আর মুসলমানরা গণীমত হিসাবে কাফির যুদ্ধবন্দীদের দাস-দাসী হিসাবে লাভ করলেও তারা ইসলাম গ্রহণ করে আযাদী লাভ করতে পারত। এরূপ ন্যায়-ইনছাফ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মে অকল্পনীয়। ইসলামই কেবল দাসদের সাথে উত্তম আচরণ করার ও ইসলাম গ্রহণ করার পর স্বাধীন হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। তাছাড়া ইসলাম যুদ্ধে-বিগ্রহে বন্দীদের দাস হওয়ার যে সুযোগ রেখেছে, সেটা সব যুদ্ধে নয়। কেবল ইসলাম ও মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বন্দীরাই দাস হবে; ব্যক্তিগত, দলগত, গোত্রগত যুদ্ধের ক্ষেত্রে তা বৈধ নয়।

প্রাচীনকালে যুদ্ধবন্দীদের কোন সম্মান ও অধিকার ছিল না। তখন তাদের জন্য কেবল দু'টি পথ খোলা ছিল; হত্যা অথবা দাসত্ব। ইসলাম এসে এই দু'টি পথের সাথে মুক্তিপণ গ্রহণ কিংবা অনুগ্রহ করার বিষয়টি সংযুক্ত করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِـدَاءً 'অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ' *(মুহাম্মাদ ৪)*।

এভাবে দাসত্বের সকল পথ-পন্থা বন্ধ করা ও তাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করার পরেও ইসলাম দাস প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেনি। কারণ কাফের যুদ্ধবন্দীরা হক ও ন্যায়-নীতির বিরোধী এবং হকের পথে প্রতিবন্ধক। তারা নিজেরা যেমন অত্যাচার করে, তেমনি যুলমকে সমর্থন দেয় এবং তা বিস্তারে সহায়তা করে। সুতরাং তাদের স্বাধীনতার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে অবাধ্যতা ও সীমালংঘন বিস্তার এবং অন্যের প্রতি তাদের নির্যাতন করার সুযোগ দেওয়া। আর হক্বের পথে অন্ত রায় সৃষ্টি করা এবং মানুষের নিকটে হক পৌঁছার পথ রুদ্ধ করা। পক্ষান্তরে দাসত্বের মাধ্যমে যুদ্ধবন্দীদের আটক রাখার ফলে ঐ সময়টাতে মানব সমাজ তাদের অনিষ্টতার কবল থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে।

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১০. বুখারী হা/২২২৭।

এই দাসপ্রথা বাহ্যত দৃষ্টিকটু মনে হলেও একেবারে সেটাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। কারণ এর পক্ষে অনেক বাস্তব উপযোগিতা ও যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায়। তথাপিও এই দাস প্রথাকে ইসলাম কখনও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেনি বরং সেটাকে অধিক নিরুৎসাহিত করেছে। এর পরেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই দাসপ্রথা নিয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলাম সম্পর্কে নানা কটুক্তি ও বিতর্কের ঝড় তুলেছে, কেন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম এই জঘন্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করল না? আশা করি নিম্নবর্ণিত কারণগুলো পড়লে উক্ত বিষয়টির প্রতি সকলের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল-

১. প্রথাগত কারণ :

দাসপ্রথা ছিল বহু প্রাচীনকালের একটি সামাজিক ব্যবস্থা। যেখানে একটা সমাজ বা পরিবারের আভিজাত্যের প্রকাশ পেত। যার যত দাস ছিল সে সমাজে একটা বড়ত্বের পরিচয় দিতে পারত। আর সে প্রথাকে সকল যুগে সকল সমাজ মেনে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করত। এ ব্যবস্থা সমাজের মধ্যে এমনভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল যে, হঠাৎ করে তা কারু পক্ষে উচ্ছেদ বা নিষিদ্ধ করা খুবই কঠিন ছিল। তৎপরিবর্তে সর্বযুগের দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব মহানবী (ছাঃ) এটাকে একেবারে বন্ধ না করে বরং ধীর পদ্ধতিতে এ প্রথাকে বিলুপ্ত করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

২. সামাজিক কারণ :

দাস প্রথা বিদ্যমান থাকার মাঝে সামাজিক বড় কল্যাণের বিষয় নিহিত আছে। এর দ্বারা সমাজদেহ অশ্লীলতা বিস্তারের হাত থেকে রক্ষা পায়। মানুষের জৈবিক চাহিদা অনস্বীকার্য, যা বিবাহের মাধ্যমে পূরণ হয়। কিন্তু অনেকের পক্ষে মোহরানার উচ্চ হার বা অন্যান্য কারণে স্বাধীনা নারী বিবাহ করা সম্ভব হয় না। তাদের জন্য দাসী ক্রয় করে তাকে বিবাহের মাধ্যমে নিজেকে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন ও ব্যভিচারের মত মর্যাদাহানিকর কাজ থেকে রক্ষার সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিবাহ করবে; আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান। সুতরাং তাদেরকে বিবাহ করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের মোহর ন্যায়সংগতভাবে দিয়ে দিবে। তারা হবে সচ্চরিত্রা, তারা ব্যভিচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়। বিবাহিতা হবার পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এটা তাদের জন্য; ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য মঙ্গল। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু' *(নিসা ২৫-২৬)*।

এছাড়া সমাজে এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে পূর্ণাঙ্গ পর্দানশীন নয় এমন মহিলাদের প্রয়োজন পড়ে। দাসীরা হচ্ছে এই শ্রেণী, যাদের উপর ইসলাম স্বাধীনা মহিলাদের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ পর্দার বিধান আরোপ করেনি। বরং তাদের জন্য বক্ষদেশ থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখাই যথেষ্ট, যদি ফেৎনার আশংকা না থাকে।[১১]

যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী নারীদের দাসী হওয়ার ফলে এটি তাকে রক্ষণাবেক্ষণ, তার ইয্যত-আব্রুর হেফাযত ও মানবিক সম্মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। কেননা যুদ্ধ শেষে সাধারণত নারীরা স্বীয় স্বামী, ভাই বা পিতার তত্ত্বাবধানে বা আশ্রয়ে চলে যায়। কিন্তু যুদ্ধ বন্দীদের স্বজন থাকে না। এ ক্ষেত্রে তাকে খোলামেলা রাখলে এটা তার জীবন ও ইয্যতের জন্য ক্ষতির কারণ হ'তে পারে।

আর এটা সর্বজন বিদিত যে, ইসলামী শরী'আতে নারী দাসী হ'লে তার নিকটে মনিব ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ যেতে পারে না। আবার মালিকের সাথে চুক্তির মাধ্যমে কিংবা মনিবের সন্তান ধারণ করলে তার মৃত্যুর পরে তাৎক্ষণিক সে স্বাধীন হয়ে যায়।[১২] এছাড়া মনিবের পক্ষ থেকে তার দেখা-শুনা, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা ও সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকার জন্মে যায়।

৩. রাজনৈতিক কারণ :

পূর্ব যুগে গোত্রীয় যুদ্ধ অথবা আন্ত:রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহে পরাজিত বাহিনীকে বন্দী করা হ'ত। বন্দীরা সমাজে বা রাষ্ট্রে নতুন করে যেন কোনরূপ বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে না পারে সেকারণে তাদেরকে দাস-দাসী হিসাবে রেখে দেয়া হ'ত। তবে সমাজপতি বা রাষ্ট্রনায়ক মনে করলে তাদেরকে শর্ত-সাপেক্ষে মুক্তি দিতে পারতেন। এখনও সেরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'লে বন্দীদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সুসংহ'ত করতে দাস-প্রথাকে পূর্ণাঙ্গভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

---

১১. *আবু দাউদ হা/৪১১৩-১৪; মিশকাত হা/৩১১১।*
১২. *দারাকুতনী, মুওয়াত্ত্বা মালেক, ইরওয়া হা/১৭৭৬।*

৪. অর্থনৈতিক কারণ :

তৎকালে আরব দেশগুলোতে মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকট বিদ্যমান ছিল। অধিকাংশ গরীব মানুষের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে তারা কাজ না পেয়ে মনিবের নিকট স্বেচ্ছায় গিয়ে বিক্রি হ'ত অথবা দাসত্বে আবদ্ধ হ'ত। মনিবদের নিকট গিয়ে তারা বলত, 'আমাকে আবার আপনার গোলাম বানিয়ে রাখুন'। আমেরিকা ও সুদানে ঠিক তাই ঘটেছিল।[১৩] একইভাবে যুদ্ধ বন্দীদেরকে ছাহাবীদের মধ্যে গণীমতের মাল হিসাবে বণ্টন করলেও সেখানে অর্থনৈতিক বিষয়টাও মাথায় রাখা হয়েছিল। কারণ সে সময়ে আধুনিক জেলখানা ছিল না। তার প্রয়োজনও মনে করা হ'ত না। এছাড়া তাদেরকে জেলখানায় রাখলে তাদেরকে বসিয়ে খাওয়া-পরার পিছনে প্রচুর অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হ'ত। বন্দীদের দাস-দাসীরূপে রেখে দেওয়ায় অন্তত সে ব্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। উপরন্তু দাস-দাসীদেরকে সমাজের নানা উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হ'ত। যার জন্য সমাজে ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা দারুণ ভূমিকা রাখত। অর্থাৎ দাস-দাসী সমাজের বোঝা না হয়ে বরং সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড যেমন কৃষি, মেষ চরানো, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলকারখানা, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। যে কারণে এই প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হয়নি।

৫. ধর্মীয় কারণ :

ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে দাস প্রথা ছিল বিশ্বব্যাপী প্রচলিত একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এটা তখন মানুষের জীবন যাত্রার সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে একে নিষিদ্ধ করা ছিল দুরূহ। এমনি একে পরিবর্তন করার কথাও কেউ ভাবেনি। পরবর্তীতে দেখা যায় ইলাহী বিধান নাযিলের মাধ্যমে কিংবা ইসলাম কোন আকস্মিক ঘোষণার মাধ্যমে দাস প্রথাকে নিষিদ্ধ করেনি। বরং শরী'আত এমন কতিপয় নিয়মতান্ত্রিক ও ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার ফলে কোন বিরূপ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া ব্যতিরেকেই দাস প্রথা উচ্ছেদ ও নির্মূল হ'তে বাধ্য।

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং জনকল্যাণকর বিধান প্রবর্তন করেছেন। তার জন্য যা ক্ষতিকর তা রহিত করেছেন এবং যা ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর তা বহাল রেখেছেন। যেমন মদ ও সূদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য। পক্ষান্তরে দাসপ্রথা বহাল রাখায় মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে বিধায় তিনি তা হারাম করেননি। যেমন আল্লাহ বলেন, أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ 'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত' *(মূলক ১৪)*।

তাছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে যদি এ ব্যবস্থা না থাকত মুসলিমরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হত। কারণ যুদ্ধাবস্থায় মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে বন্দী বিনিময় হত। এছাড়া ইসলামের শত্রুদেরকে যদি দাস-দাসী না বানানো হ'ত তাহলে এরা আবার সঙ্গবদ্ধ হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আঘাত হানতে পারত। যার জন্য সাময়িক অথবা অনির্দিষ্টকালের জন্য হ'লেও দাস ব্যবস্থাকে বহাল রাখতে হয়েছিল।

৬. মানবিক কারণ :

ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানবতা প্রতিষ্ঠা করাই ইহার বৈশিষ্ট্য। ইসলাম যুদ্ধ ছাড়া অন্য সব ধরনের ক্রীতদাস সৃষ্টির উৎস বন্ধ করে দিয়েছে।[১৪] এজন্য সকলের জানা যে, যেকোন যুদ্ধ-বিগ্রহে অবশ্যই জয়-পরাজয় রয়েছে। পরাজিত বাহিনীর সবকিছুই বিজয়ী বাহিনীর হয়ে যায়। তখন বাস্তবে দেখা যায় পুরুষের পাশাপাশি নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থসহ সকল শ্রেণীর মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। ঠিক সে মুহূর্তে ইসলামের নির্দেশ শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ ব্যতীত বাকী সকল পুরুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ দাস-দাসীর আওতার বাইরে থাকবে। তবে ইসলামিক রাষ্ট্রে যিযিয়া কর দিয়ে ইসলাম তাদেরকে থাকার অনুমতি দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এদেরকে পূর্ণ মানবিক সহযোগিতাও করতে হবে। পক্ষান্তরে বর্তমান বিশ্বে মুসলমান কিংবা ভিন্ন পন্থী সে যেই হৌক না কেন, সেসকল বন্দিদের সাথে যে অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিশেষ করে ইরাক, ফিলিস্তীন, আফগান, বার্মা ও অন্যান্য দেশের মুক্তিকামী যুদ্ধ বন্দী ও নারী-শিশুদের ওপর ইঙ্গ-মার্কিনী এবং অন্যান্যরা যেভাবে পৈশাচিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাচ্ছে তা বিশ্বমানবতাকে পদদলিত করার নামান্তর ছাড়া কিছুই নয়।

অপরদিকে দাসত্ব ও দাসপ্রথা উচ্ছেদ করার কথা অনেকে মুখে বললেও বস্তুতঃ জিইয়ে রাখতে চায়। আমেরিকা সভ্যতা গড়তে, নতুন ইমারত কলকারখানা তৈরীর জন্য ইতিপূর্বে আফ্রিকা থেকে বহু সংখ্যক দাস আমদানী করেছে। দেশটি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশ থেকে এখনও শ্রম ও মেধা আকর্ষণের চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমেরিকার স্বাধীনতা (৪ জুলাই ১৭৭৬) সম্পর্কে মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে Claude M. lightfood যে মন্তব্য করেন তাতে উপরোক্ত কথাটির প্রমাণ মেলে। তিনি বলেন, Black remained Slaves Until about 80 years later, women did not receive the right to vote until 112 years later and the working class did not get the legal right to

১৩. মাওলানা আব্দুর রহীম, দাস প্রথা ও ইসলাম, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৯), পৃঃ ২১।

১৪. মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃঃ ৪৭।

organise and collectively burgain until 150 years later. অর্থাৎ 'এই স্বাধীনতালাভের পরবর্তী ৮০ বছরেও নিগ্রোরা দাসই রয়ে গিয়েছিল। মহিলারা পরবর্তী ১১২ বছর পর্যন্ত ভোটাধিকার পায়নি। শ্রমিকরাও সংগঠিত হওয়া বা জোটবদ্ধভাবে কোন দাবী-দাওয়া উপস্থাপনের কোন আইনগত অধিকার পায়নি পরবর্তী ১৫০ বছর পর্যন্ত'।[১৫]

কিন্তু ইসলাম কখনও দাস দিয়ে সভ্যতা গড়তে চায়নি এবং চায়না। মুহাম্মাদ (ছাঃ) দাসদের শুধু মুক্তি দিতেই বলেননি, তাদেরকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করতেও বলেছেন।[১৬]

ঠিক এ মুহূর্তে ইসলামী সৈনিকদের কাছে যদি ভিন্ন ধর্মীয় বন্দি দাস-দাসী হিসাবে অবস্থান করত তাহলে তারা কতই না সম্মানের হালতে থাকতে পারত যা কল্পনার বাইরে। এমতাবস্থায় কেউ হয়ত স্ত্রীর মর্যাদায়, কেউ সন্তান হিসাবে, কেউ বা মাতা-পিতা অর্থাৎ যার যেখানে মর্যাদা পাওয়ার কথা সে মর্যাদায়ই সে পেত। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর চরম নির্দেশমূলক বাণী। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যা খাবে, দাস-দাসীদের তা খেতে দিবে। তোমরা যা পরবে তাদেরকে তা পরতে দিবে। কখনও তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করবে না'।[১৭] এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। মোদ্দাকথা সকল দিক বিবেচনা করে ইসলাম দাস প্রথাকে নিষিদ্ধ করেনি বরং এ প্রথাকে উচ্ছেদ করার জন্য বহুমুখী কর্মপন্থা দেখিয়েছেন মহামুক্তির মহান দূত সর্বকালের সকলের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

৭. বৈশ্বিক কারণ :

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে দাস প্রথা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে চালু ছিল। মানুষের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড এর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। এটাকে কেউ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতো না এবং একে পরিবর্তনের কল্পনাও করত না।

তাছাড়া বর্তমানে জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদে কেবল কাগজে-কলমে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ, এর বাস্তবায়ন প্রকৃত অর্থে নেই। কারণ এখানে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বন্দিত্ব আজও বিদ্যমান। তাছাড়া কালের পরিক্রমায় দাসপ্রথা যে বিশ্বে আবার চালু হবে না এটা কোন মানুষ হলপ করে বলতে পারবে না। পার্থিব পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে এর প্রয়োজন কখনও দেখা দিতেও পারে, যা মানুষের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ বয়ে আনবে। আর সেকারণে ইসলাম এ প্রথাকে নিষিদ্ধ করেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিংশ শতাব্দীতে দাসত্বের ধরণ পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ব্যক্তি ও গোত্রের দাসত্বের স্থলে পুরা জাতি ও সমগ্র দেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও কম্যুনিষ্ট নাস্তিকদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। ফলে জাতি যন্ত্রণাদায়ক এক অদৃশ্য আক্রমণের অসহনীয় শিকারে পরিণত হয়। এতে তার নিজস্ব ক্ষমতা রহিত হয়, স্বাধীনতা খর্ব হয়, আর তাদেরকে ঐ শক্তিধররা তাদের অধীনস্ত দাসে পরিণত করে শাসন করে পেশী শক্তির বলে। এতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর, মুখ খুলে কথা বলার সামর্থ্য তাদের থাকে না। জাতির স্বাতন্ত্র্য বলতেও কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কর্মক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের কোন ভূমিকা থাকে না। ফলে জাতি সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদী, নাস্তিক শক্তির করতলগত হয়ে যায়। জাতি লাঞ্ছনা, অপমানে পদানত হয়, মানবিক ইয্যত-সম্মান তিরোহিত হয়, স্বাধীনতা দূরীভূত হয়। মূলতঃ পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে গোলামী বা দাসত্বের জিঞ্জিরে জড়িয়ে পড়ে। এক কথায় সাম্রাজ্যবাদী নাস্তিক শক্তি আজ ব্যক্তি, পরিবার, বংশ-গোত্রের পরিবর্তে পুরা জাতি ও দেশকে সাহায্য-সহযোগিতা ও সেবার ছদ্মাবরণে আধুনিক দাসত্বের বৃত্তে বন্দী করেছে। যা ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না। পক্ষান্তরে ইসলাম উপযুক্ত কারণে দাস-দাসীদেরকে গ্রহণ করেছে এবং মর্যাদা ও নিরাপত্তা দিয়েছে। বিধায় এ প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

৮. সংশোধনের সুযোগ : অমুসলিম যুদ্ধ বন্দীদেরকে সংশোধনের জন্য দারুণ সুযোগ করে দিয়েছে ইসলাম। যুদ্ধবন্দী দাস-দাসী যদি তাদের ভুল বুঝতে পেরে মুসলমান হয়ে যায়, তাহ'লে তাদেরকে কর্তৃপক্ষ মুক্ত করে দিবেন। দাস-দাসী থাকা অবস্থায় তাদেরকে মনিবেরা শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে থাকেন, যে কারণে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। অতঃপর তারা মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নেয়।

এছাড়া ইসলাম দাস-দাসীদেরকে গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু মুসলমানদের অধীনে যে মর্যাদা, মুক্তির ব্যবস্থা, সদাচরণ, নিরাপত্তা প্রদান ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছে সঙ্গত কারণে এই প্রথাকে আর নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন পড়েনি এবং পড়বেও না। এ বিষয়ে পরবর্তী কিস্তিতে প্রকাশ পাবে ইনশআল্লাহ।

অতএব উপরোক্ত কারণগুলো ও অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ করলেই সহজেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কেন দাস প্রথাকে একেবারে নিষিদ্ধ করেনি। মহাজ্ঞানী ও মহাদার্শনিক আল্লাহই এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।

[চলবে]

---

১৫. ড. রেবা মণ্ডল ও শাহজাহান মণ্ডল, মানবাধিকার আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও, (ঢাকা : শামছ্ পাবলিকেশন্স, ২০০৯, পৃঃ ১২২; Claude M. Light food, Human Rights, U.S. style from colonical Times through the new Deal. (New York: International Publishers, 1977), P. 16.

১৬. *তদেব।*

১৭. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪০; আদাবুল মুফরাদ হা/১৮৮।*

পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(শেষ কিস্তি)

হায়েয ও নিফাস সম্পর্কিত মাসআলা

মহিলাদের লজ্জাস্থান হ'তে নির্গত রক্ত তিন প্রকার। যথা-

(ক) دم الحيض (হায়েযের রক্ত) : এটা দুর্গন্ধযুক্ত, ঘন ও কালো রঙের হয়, যা নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের লজ্জাস্থান হ'তে নির্গত হয়।[১৮]

(খ) دم النفاس (নিফাসের রক্ত) : সন্তান প্রসবের পরে নারীদের লজ্জাস্থান হ'তে যে রক্ত নির্গত হয় তাকে নিফাস বলা হয়।[১৯]

(গ) دم الاستحاضة (ইস্তিহাযার রক্ত) : হায়েয ও নিফাসের নির্ধারিত সময় ব্যতীত অন্য সময় যে রক্ত নারীর লজ্জাস্থান হ'তে নর্গত হয়, তাকে ইস্তিহাযা বলা হয়।[২০]

হায়েযের সময়সীমা :

হায়েয আল্লাহ তা'আলা আদম কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করেননি। অতএব প্রত্যেক নারীর হায়েযের নিয়মের উপর তার সময়সীমা নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ যে নারীর নিয়মিত তিন দিন হায়েয হয়, তার জন্য এই তিন দিনই হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। আবার যার পাঁচ দিন হায়েয হয় তার জন্য পাঁচ দিনই হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। কখনও এর চেয়ে এক অথবা দুই দিন বেশী হ'লে তা ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, যারা হায়েযের সর্বনিম্ন সময় এক দিন, এক রাত এবং সর্বোচ্চ সময় পনের দিন বলেন, তাদের এই মত কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এটা নারীর হায়েযের নিয়মের উপরে নির্ভরশীল।[২১]

হায়েযের সময় নির্ধারণ করতে হ'লে প্রত্যেক নারীকে তার হায়েযের নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে নারীদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১- الْمُبْتَدَأَةُ তথা আরম্ভ হওয়া : অর্থাৎ যে নারীর প্রথম হায়েয হয়েছে। এই প্রকার নারী যে কয়দিন রক্ত দেখবে, সেদিনগুলিকে হায়েয হিসাবে গণ্য করবে এবং হায়েযের যাবতীয় হুকুম মেনে চলবে।

২- الْمُعْتَادَةُ তথা অভ্যস্ত হওয়া : অর্থাৎ যে নারী প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট সময়ে হায়েয হওয়ায় অভ্যস্ত। এই প্রকার নারী প্রত্যেক মাসে যে কয়দিন হায়েয হয়ে থাকে, সেই কয়দিনকেই হায়েয হিসাবে গণ্য করবে এবং হায়েযের যাবতীয় হুকুম পালন করবে।

যদি কোন মাসে হায়েযের নির্দিষ্ট দিন থেকে এক বা দু'দিন বেশী রক্ত দেখা দেয়, অর্থাৎ কোন নারীর প্রত্যেক মাসে নিয়মিত পাঁচ দিন হায়েয হয়। কিন্তু হঠাৎ করে কোন মাসে ছয়/সাত দিন রক্ত দেখা দিলে প্রথমত সে অতিরিক্ত দিনগুলোকে হায়েয হিসাবে গণ্য করবে না। বরং এই দিনগুলোতে ছালাত, ছিয়াম সহ ইসলামের যাবতীয় বিধান পালন করবে এবং তিন মাস পর্যন্ত এই অতিরিক্ত দিনগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যদি পরপর তিন মাস যাবৎ একই নিয়ম বলবৎ থাকে তাহ'লে সেই অতিরিক্ত দিনগুলোকেও হায়েয হিসাবে গণ্য করবে এবং হয়েযের যাবতীয় হুকুম পালন করবে।

পক্ষান্তরে যদি প্রত্যেক মাসের নির্দিষ্ট নিয়ম থেকে এক অথবা দু'দিন কম দেখা দেয়। অর্থাৎ কোন নারীর প্রত্যেক মাসে নিয়মিত সাত দিন হায়েয হয়ে থাকে। কিন্তু হঠাৎ করে কোন মাসে পাঁচ দিন পরেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে সে গোসল করে পবিত্র হবে এবং ছালাত, ছিয়াম সহ ইসলামের যাবতীয় বিধান পালন করবে। তার জন্য স্বামী সহবাস বৈধ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা কষ্ট। সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে, তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

৩- الْمُتَمَيِّزَةُ তথা পার্থক্য নিরূপিত হওয়া : অর্থাৎ যে নারীর হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায়। হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের পার্থক্য নিরূপণের জন্য চারটি আলামত লক্ষণীয়।

(ক) اللَّوْنُ (রঙ) : হায়েযের রক্ত কালো। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত লাল।

(খ) الرِّقَّةُ (পাতলা) : হায়েযের রক্ত গাঢ়। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত পাতলা।

(গ) الرَّائِحَةُ (গন্ধ) : হায়েযের রক্ত দুর্গন্ধযুক্ত। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত সাধারণ রক্তের ন্যায় দুর্গন্ধমুক্ত।

(ঘ) التَّجَمُّدُ (জমাটবদ্ধ হওয়া) : হায়েযের রক্ত বের হওয়ার পরে জমাটবদ্ধ হয় না। কেননা তা রেহেমে জমাটবদ্ধ থাকে। অতঃপর তা গলে তরল অবস্থায় বের হয়ে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় না। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত জমাটবদ্ধ হয়। কেননা তা সাধারণ রক্তের ন্যায় রগের রক্ত।

অতএব যে কয়দিন দুর্গন্ধযুক্ত, কালো ও গাঢ় রক্ত নির্গত হবে এবং তা জমাটবদ্ধ না হবে। সেই কয়দিনকেই হায়েয হিসাবে গণ্য করতে হবে। পক্ষান্তরে যে কয়দিন সাধারণ রক্তের ন্যায় দুর্গন্ধমুক্ত, লাল ও পাতলা রক্ত নির্গত হবে এবং পরে তা জমাটবদ্ধ হবে, সেই কয়দিনকে ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য করতে হবে।

---

১৮. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৬ পৃঃ।
১৯. তদেব ১/২১৫ পৃঃ।
২০. তদেব ১/২১৬ পৃঃ।
২১. ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২১/৬২৩ পৃঃ।

হায়েযের নির্ধারিত সময়ের মাঝখানে রক্ত বন্ধ হয়ে পুনরায় দেখা দিলে তার হুকুম :

কোন নারীর হায়েয শুরু হওয়ার পর মাঝে বন্ধ হয়ে গিয়ে দু'একদিন পরে পুনরায় দেখা দিল, যেমন কোন নারীর মাগরিবের সময় রক্ত দেখা দিল। পরের দিন মাগরিবের সময় রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। এর পরের দিন পুনরায় রক্ত দেখা দিল। এমতাবস্থায় এই নারী রক্ত বন্ধ হওয়া দিনগুলোকে হায়েয হিসাবে গণ্য করবে, না পবিত্রতা হিসাবে গণ্য করবে? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হ'ল যদি নারীর প্রত্যেক মাসে হায়েয হওয়ার নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়ে পুনরায় রক্ত দেখা দেয়, তাহ'লে রক্ত বন্ধ হওয়া দিনগুলোকেও হায়েয হিসাবে গণ্য করবে এবং সে দিনগুলোতে মিলন-সহবাস থেকে বিরত থাকবে।[২২] আর এটা হায়েযের নির্দিষ্ট দিনের বাইরে হ'লে ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য হবে।

হায়েযের শেষ সময় বুঝার উপায় : হায়েয শেষ হয়েছে কি না তা বুঝার জন্য লজ্জাস্থানে তুলা অথবা ন্যাকড়া রেখে কিছুক্ষণ পরে বের করে তা শুকনো অথবা রক্ত বিহীন পরিষ্কার দেখলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে। হাদীছে এসেছে,

وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيْهَا الْكُرْسُفُ فِيْهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُوْلُ لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيْدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.

মহিলারা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট কৌটায় করে তুলা প্রেরণ করত। তাতে হলুদ রং দেখলে আয়েশা (রাঃ) বলতেন, তাড়াহুড়া কর না, সাদা পরিষ্কার দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এর দ্বারা তিনি হায়েয হ'তে পবিত্র হওয়া বুঝাতেন।[২৩]

হায়েয হ'তে পবিত্রতা লাভের পরে পুঁজ জাতীয় কিছু বের হ'লে তার হুকুম :

হায়েয হ'তে পবিত্রতা লাভের পরে পুঁজ জাতীয় কিছু বের হ'লে তা হায়েযের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? এ ব্যাপারে ছহীহ মত হ'ল, তা হায়েয হিসাবে গণ্য হবে না। বরং এমতাবস্থায় সে ছালাত, ছিয়াম আদায় করবে এবং সহবাসে লিপ্ত হ'তে পারবে।

উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. অর্থাৎ রক্তস্রাব হ'তে পবিত্রতা অর্জনের পরে আমরা হলুদ এবং মেটে রং-এর স্রাব দেখলে তাকে হায়েয হিসাবে গণনা করতাম না।[২৪]

হায়েয অবস্থায় হারাম কাজ সমূহ

(ক) সহবাস করা : হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলন হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ 'আর তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা কষ্ট। সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, হায়েয এবং নিফাস অবস্থায় সহবাস করা হারাম। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[২৫]

হায়েয অবস্থায় সহবাস করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব : হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, الَّذِيْ يَأْتِيْ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ. অর্থাৎ নবী করীম (ছাঃ) এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে নিজের ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, সে যেন এক অথবা অর্ধ দীনার ছাদাকা করে'।[২৬]

উল্লেখ্য যে, ১ ভরী সমান ১১.৬৬ গ্রাম। হাদীছে বর্ণিত ১ দীনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ। অতএব হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে ৪.২৫ গ্রাম অথবা এর অর্ধেক স্বর্ণের মূল্য ছাদাক্বা করতে হবে। এ হিসাবে ১ দীনার ছাদাক্বা করতে চাইলে ১ ভরী স্বর্ণের বর্তমান বাজার মূল্যকে ২.৭৪ দিয়ে ভাগ করে যা হবে সে টাকা ছাদাক্বা করবে। আর অর্ধ দীনার ছাদাক্বা করতে চাইলে ৫.৫০ দিয়ে ভাগ করে যত টাকা আসবে তা ছাদাক্বা করবে।

হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়ার পরে গোসলের পূর্বে সহবাস করার হুকুম :

হায়েযের রক্ত বন্ধ হ'লে গোসলের পূর্বে সহবাস করা জায়েয কি না? এ ব্যাপারে ছহীহ মত হ'ল, গোসলের পূর্বে সহবাস করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ 'তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঋতুবতী নারী পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হ'তে নিষেধ করেছেন। আর রক্ত বন্ধ হ'লেও গোসলের পূর্বে সে পবিত্র নয়। তবে গোসলের পূর্বে ছিয়াম পালন করা বৈধ। কেননা ঋতুবতী নারীর রক্ত বন্ধ হ'লে সে জুনুবী অবস্থায় ফিরে আসে। আর জুনুবী অবস্থায় ছিয়াম পালন করা জায়েয।[২৭]

---

২২. শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ১/৫০০-৫০১ পৃঃ।
২৩. বুখারী, হা/৩২০ 'হায়েয শুরু ও শেষ হওয়া' অনুচ্ছেদ।
২৪. আবু দাঊদ, হা/৩০৭ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।
২৫. ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া ২১/৬২৪ পৃঃ।
২৬. আবু দাঊদ হা/২৬৪ হাদীছ ছহীহ।
২৭. শারহুল মুমতে ১/৪৮২ পৃঃ।

আবূ বকর ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنْتُ أَنَا وَأَبِيْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُوْمُهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ. আমি আমার পিতার সঙ্গে রওনা হয়ে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি স্বপ্নদোষ ব্যতীত স্ত্রী সহবাসের কারণে জুনুবী অবস্থায় সকাল পর্যন্ত থেকেছেন এবং এরপর ছিয়াম পালন করেছেন। অতঃপর আমরা উম্মু সালামার নিকট গেলাম। তিনিও অনুরূপ কথাই বললেন।[২৮]

যদি বলা হয়, গোসলের পূর্বে জুনুবী অবস্থায় ছিয়াম পালন করা বৈধ হ'লে স্ত্রী সহবাস বৈধ হবে না কেন? জবাবে বলব, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হ'ল, وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ 'আর তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। আর গোসলের পূর্বে সে পবিত্র হয় না। বরং জুনুবী অবস্থায় থাকে। অতএব যেখানে দলীল স্পষ্ট সেখানে ক্বিয়াসের কোন স্থান নেই। সুতরাং গোসলের দ্বারা পবিত্র হ'লেই কেবল তার সাথে সহবাস করা জায়েয হবে; অন্যথা নয়।[২৯]

(খ) হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া : হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 'হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন তাদের ইদ্দত অনুসারে তাদেরকে তালাক দাও' *(তালাক্ব ৬৫/১)*।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আয়াতে উল্লিখিত ইদ্দত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিবে না এবং তালাক দিবে না ঐ পবিত্র অবস্থায় যাতে সহবাস করা হয়েছে।[৩০]

নাফি' (রহঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِيْنَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

ওমর (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় এক তালাক দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনেন এবং মহিলা পবিত্র হয়ে আবার ঋতুবতী হয়ে পরবর্তী পবিত্র অবস্থা আসা পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখেন। পবিত্র অবস্থায় যদি তাকে তালাক দিতে চায়, তবে সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিতে হবে। এটাই ইদ্দত, যে সময় স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন।[৩১]

(গ) হায়েয অবস্থায় ছালাত আদায় করা হারাম : আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. 'হায়েয দেখা দিলে ছালাত ছেড়ে দাও। আর হায়েযের সময় শেষ হয়ে গেলে রক্ত ধুয়ে নাও এবং ছালাত আদায় কর'।[৩২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মু'আয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُوْرِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ. হায়েযকালীন কাযা ছালাত পবিত্র হওয়ার পর আদায় করলে আমাদের জন্য চলবে কি না? আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি কি হারুরিয়্যাহ? (খারিজীদের এক দল) আমরা নবী (ছাঃ)-এর সময়ে ঋতুবতী হ'তাম কিন্তু তিনি আমাদেরকে ছালাত কাযার নির্দেশ দিতেন না। অথবা তিনি বললেন, আমরা তা কাযা করতাম না।[৩৩] অতএব হায়েয অবস্থায় ছালাত আদায় করা হারাম এবং এই সময়ের মধ্যকার ছালাত তার জন্য মওকূফ করা হয়েছে, যার কাযা আদায় করতে হয় না।

আছরের কিছুক্ষণ পূর্বে হায়েয হ'লে এবং যোহরের ছালাত আদায় না করে থাকলে পবিত্র হওয়ার পরে কি তাকে যোহরের ছালাত কাযা আদায় করতে হবে?

যদি কোন নারীর আছরের সময়ের কিছুক্ষণ পূর্বে অথবা মাগরিবের সময়ের কিছুক্ষণ পূর্বে হায়েয হয় এবং সে যোহর অথবা অছরের ছালাত আদায় না করে থাকে তাহ'লে তার ছুটে যাওয়া ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা সে ছালাতের নির্ধারিত সময়ে তা আদায় করেনি, যখন সে পবিত্র ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا 'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয' *(নিসা ৪/১০৩)*।

ঋতুবতী নারী মাগরিব অথবা ফজরের পূর্বে পবিত্র হ'লে করণীয় :

ঋতুবতী নারী মাগরিবের পূর্বে হায়েয হ'তে পবিত্র হ'লে তাকে কি যোহর এবং আছর এই দুই ওয়াক্ত ছালাতই কাযা আদায় করতে হবে; না শুধুমাত্র আছরের ছালাত কাযা আদায় করতে হবে? এ ব্যাপারে ছহীহ মত হ'ল, তাকে শুধুমাত্র আছরের ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়া অবস্থায়ও সে অপবিত্র ছিল। অনুরূপভাবে ফজরের পূর্বে পবিত্র হ'লে তাকে শুধুমাত্র এশার ছালাত কাযা আদায় করতে

২৮. বুখারী, হা/১৯৩১-১৯৩২ 'ছিয়াম' অধ্যায়।
২৯. শারহুল মুমতে ১/৪৮৩ পৃঃ।
৩০. তাফসীর ইবনে কাছীর, তাহক্বীক্ব : আব্দুর রযযাক মাহদী ৬/২৩৭ পৃঃ।
৩১. বুখারী হা/৫৩৩২ 'তালাক' অধ্যায়।
৩২. বুখারী হা/৩৩১ 'হায়েয' অধ্যায়।
৩৩. বুখারী হা/৩২১ 'হায়েয' অধ্যায়।

হবে। কেননা মাগরিবের সময় সম্পূর্ণটাই শেষ হওয়া অবস্থায় সে অপবিত্র ছিল।[৩৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ. 'যে ব্যক্তি কোন ছালাতের এক রাক'আত পেল, সে ছালাত পেল'।[৩৫]

অতএব মাগরিবের পূর্বে পবিত্র হ'লে সে আছরের ছালাতের সময়ের কিছু অংশ পাবে কিন্তু যোহরের সময়ের কোন অংশ পাবে না। ফজরের পূর্বে পবিত্র হ'লে সে এশার ছালাতের সময়ের কিছু অংশ পাবে। কিন্তু মাগরিবের সময়ের কোন অংশ পাবে না। সুতরাং উল্লিখিত হাদীছের উপর ভিত্তি করে হায়েয হ'তে পবিত্র হওয়ার পরে যে ছালাতের ওয়াক্ত পাবে শুধুমাত্র সে ছালাতের কাযা আদায় ওয়াজিব হবে।

(ঘ) হায়েয অবস্থায় ছিয়াম পালন করা : হায়েয অবস্থায় ছিয়াম পালন করা হারাম। কিন্তু রামাযানের ছিয়াম কাযা আদায় করা ওয়াজিব। মু'আয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. অর্থাৎ আমি একদিন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতী নারীকে ছিয়াম কাযা আদায় করতে হবে অথচ ছালাত কাযা আদায় করতে হবে না এটা কেমন কথা? তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি কি হারুরিয়্যাহ? তখন আমি বললাম, না আমি হারুরিয়্যাহ নই। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি। আয়েশা (রাঃ) বললেন, (রাসূল (ছাঃ)-এর সময়) আমরা এ অবস্থায় পতিত হ'লে আমাদেরকে ছিয়ামের কাযা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হ'ত কিন্তু ছালাতের কাযা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হ'ত না।[৩৬]

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى 'হায়েয অবস্থায় তারা (নারী) কি ছালাত ও ছিয়াম হ'তে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ।[৩৭]

যে ফজরের পূর্বে হায়েয হ'তে পবিত্র হয়েছে। কিন্তু গোসল করেনি :

যে নারী ফজরের পূর্বে হয়েয হ'তে পবিত্র হয়েছে, সে গোসল করুক বা না করুক তার উপর ছিয়াম পালন করা ওয়াজিব। যেমনিভাবে জুনুবী অবস্থায় গোসল না করলেও তার উপর ছিয়াম ওয়াজিব।[৩৮]

(ঙ) হায়েয অবস্থায় পবিত্র কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা : হায়েয অবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করা হারাম। হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.

অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। আমরা 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছলে আমি ঋতুবতী হই। এ সময় নবী করীম (ছাঃ) এসে আমাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন'? আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! এ বছর হজ্জ না করাই আমার জন্য পসন্দনীয়। তিনি বললেন, 'সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছ'। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাতো আদম কন্যাদের জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। তুমি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজীদের মত সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কা'বা গৃহ তাওয়াফ করবে না'।[৩৯]

(চ) হায়েয অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ 'কেউ তা (কুরআন) স্পর্শ করে না পবিত্রগণ ব্যতীত' *(ওয়াক্বি'আহ ৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ. 'কুরআন স্পর্শ করে না পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত'।[৪০]

(ছ) হায়েয অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ ও সেখানে অবস্থান করা: অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা যাবে না। তবে প্রয়োজনে মসজিদে গমন করা বা তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا 'আর অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও' *(নিসা ৪৩)*।

নিফাসের সময়সীমা : নিফাসের সর্বনিম্ন সময়সীমা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এটা রক্ত প্রবাহিত হওয়া এবং না হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সন্তান প্রসবের পরে যখন রক্ত বন্ধ হবে তখন থেকেই সে পবিত্র। তার উপর ইসলামের যাবতীয় বিধান অবশ্য পালনীয় এবং তখন থেকেই মিলন-সহবাস বৈধ।[৪১] পক্ষান্তরে নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৪০ দিন।

উম্মু সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَجْلِسُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে নিফাসগ্রস্ত নারীরা ৪০ দিন

---

৩৪. শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ২/১৩৩ পৃঃ।
৩৫. বুখারী হা/৫৮০ 'ছালাতের সময়সমূহ' অধ্যায়।
৩৬. মুসলিম হা/২৬৫ 'ঋতুবতী নারীর ছিয়ামের কাযা আদায়।
৩৭. বুখারী হা/৩০৪ 'হায়েয' অধ্যায়।
৩৮. আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায, আল-মাওসু'আতুল বাযিয়া, প্রশ্ন নম্বর ৩৩২, ১/৩৯৮ পৃঃ; ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১১ পৃঃ।
৩৯. বুখারী, হা/৩০৫, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১৫৬।
৪০. মুওয়াত্ত্বা মালেক, ১/১৯৯, দারাকুতনী, ১/১২১; নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল, হা/১২২।
৪১. আল-মাওসু'আতুল বাযিয়া, প্রশ্ন নম্বর ১০৯, ১/১৮৫ পৃঃ।

পর্যন্ত অপেক্ষা করত।[৪২]

৪০ দিন পরে রক্ত বন্ধ না হ'লে তা ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ ৪০ দিন পরে গোসল করে পবিত্র হয়ে ছালাত, ছিয়াম সহ ইসলামের যাবতীয় বিধান পালন করবে এবং সহবাস বৈধ হবে।

নিফাসের হুকুম : নিফাস এবং হায়েযের হুকুম একই। হায়েয অবস্থায় যে সকল কাজ হারাম, নিফাস অবস্থাতেও সে সকল কাজ হারাম।

ইস্তিহাযা সম্পর্কিত মাসআলা

ইস্তিহাযা হচ্ছে হায়েয ও নিফাসের নির্ধারিত সময়ের পরে প্রবাহিত রক্ত। এটা হুকুম এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে হায়েয ও নিফাস থেকে ভিন্ন। যেমন-

(ক) হায়েয ও নিফাসের নির্ধারিত সময়ে ছালাত, ছিয়াম ও পবিত্র কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা হারাম। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার সময়ে বৈধ।আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِيْ حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ.

অর্থাৎ ফাতিমা বিনতু আবূ হুবাইশ রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি একজন ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারী। আমি কখনো পবিত্র হ'তে পারি না। এমতাবস্থায় আমি কি ছালাত ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না, এটাতো শিরা হ'তে নির্গত রক্ত; হায়েয নয়। তাই যখন তোমার হায়েয আসবে তখন ছালাত ছেড়ে দিবে। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর ছালাত আদায় করবে'।[৪৩]

(খ) হায়েয ও নিফাস অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হারাম। কিন্তু ইস্তিহাযা অবস্থায় বৈধ। ইকরিমা (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ تُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا. অর্থাৎ উম্মে হাবীবা (রাঃ) ইস্তিহাযাগ্রস্ত থাকা অবস্থায় তাঁর স্বামী তাঁর সাথে সঙ্গম করতেন।[৪৪]

(গ) হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা হারাম। কিন্তু ইস্তিহাযা অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করে ই'তিকাফ করা জায়েয।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهْيَ تُصَلِّيْ. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর কোন একজন স্ত্রী ই'তিকাফ করেছিলেন। তিনি রক্ত ও হলদে পানি বের হ'তে দেখলে তাঁর নীচে একটা পাত্র বসিয়ে রাখতেন এবং সে অবস্থায় ছালাত আদায় করতেন।[৪৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اعْتَكَفَتْ وَهْيَ مُسْتَحَاضَةٌ. অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীনের কোন একজন ইস্তিহাযা অবস্থায় ই'তিকাফ করেছিলেন।[৪৬]

ইস্তিহাযা চেনার উপায় :

ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর জন্য তিনটি অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(ক) প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট সময়ে হায়েয হওয়া : যে সকল নারীর প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত সময়ে হায়েয হয়, সেই সময়ের বাইরে প্রবাহিত রক্ত ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ হায়েযের নির্ধারিত সময়ে ছালাত, ছিয়াম ও সহবাস থেকে বিরত থাকবে। আর এই সময়ের বাইরের দিনগুলোতে ছালাত ও ছিয়াম পালন করবে এবং সহবাস করতে পারবে।

(খ) রক্তের পার্থক্য বুঝতে পারা : যে সকল নারীর প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত সময়ে হায়েয হয় না। কিন্তু রক্তের পার্থক্য বুঝা যায়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কয়েক দিন গাঢ়, কালো, দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত নির্গত হয় এবং কয়েক দিন মানুষের শরীরের স্বাভাবিক রক্তের ন্যায় রক্ত নির্গত হয়। এমতাবস্থায় গাঢ়, কালো, দুর্গন্ধময় রক্ত নির্গত হওয়ার পরে যে কয়দিন স্বাভাবিক রক্ত নির্গত হবে সে কয়দিনকেই ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য করবে।

(গ) কোন আলামত না থাকা : যে সকল নারীর প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত সময়ে হায়েয হয় না এবং রক্তের কোন পার্থক্যও বুঝা যায় না। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ রক্ত প্রবাহিত হ'তে থাকে। এমতাবস্থায় সে অধিকাংশ নারীর হায়েযের নির্দিষ্ট সময়কে হায়েয হিসাবে গণ্য করবে। আর তা হ'ল ৭ দিন। অর্থাৎ প্রথম ৭ দিনকে হায়েয হিসাবে ধরে নিয়ে পরবর্তী দিনগুলোকে ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য করবে।[৪৭]

উপসংহার : আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। উদ্দেশ্য হ'ল মানুষ এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে। আর ইবাদত ছহীহ হওয়ার অন্যতম শর্ত হ'ল পবিত্রতা অর্জন করা। মানুষ সর্বদা চেষ্টা করবে কিভাবে আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জন করা যায়। আর আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জন করার অন্যতম উপায় হ'ল পবিত্রতা অর্জন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজে পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত যাবতীয় মাসআলা জেনে যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন করে তাঁর ভালবাসার পাত্র হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

৪২. ইবনু মাজাহ, হা/৬৪৮, হাদীছটি হাসান ছহীহ।
৪৩. বুখারী হা/২২৮ 'ওযূ' অধ্যায়।
৪৪. আবু দাউদ, হা/ ৩০৯, হাদীছটি ছহীহ।
৪৫. বুখারী হা/৩১০ 'হায়েয' অধ্যায়।
৪৬. বুখারী হা/৩১১ 'হায়েয' অধ্যায়।
৪৭. ফিকহুল মুয়াস্সার, ৪২ পৃঃ।

মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায়

*হাফেয আব্দুল মতীন**

(৩য় কিস্তি)

৬. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকটে বরকত চাওয়া :

বরকতের মালিক কেবল আল্লাহ তা'আলা। তাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মানুষের নিকট বরকত চাওয়া যাবে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকটে বরকত প্রার্থনা শিরক। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَـــاةَ الثَّالِثَـــةَ الْـــأُخْرَى 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে? *(নাজম ১৯-২০)*।

আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালি (রহঃ) বলেন, মূর্তিপূজার অন্যতম হচ্ছে যে, মুরিদরা মূর্তির নিকট বরকত চায়, তাকে অধিক সম্মান করে, তার নিকট সাহায্য চায়, তার উপর আশা-ভরসা করে, তার কাছে শাফা'আত চায় ইত্যাদি। এসব কাজ শিরক। যেমনটি কবরপূজারীরা নেক্কার ব্যক্তির কবরের নিকট করে থাকে। অনুরূপভাবে লাত, মানাত, উযযা এবং গাছপালা-পাথর ইত্যাদিকে মুশরিকরা পূজা করত। কোন ব্যক্তির মাযারে গিয়ে বরকত চাওয়া, সম্মান করা, শাফা'আত ও সাহায্য চাওয়া, সবই শিরক।[৪৮]

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এ ধরনের বরকত নিতে নিষেধ করেছেন। আবু ওয়াক্বীদ আল-লায়ছী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হুনাইনের (যুদ্ধের) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি। এক স্থানে মূর্তিপূজকদের একটি কুল গাছ ছিল; যার চার পার্শ্বে তারা বসত এবং তাদের সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। গাছটিকে তারা 'যাতু আনয়াত' বলত। আমরা একদিন একটি কুল গাছের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মুশরিকদের যেমন 'যাতে আনয়াত' আছে, আমাদের জন্যও অনুরূপ যাতে আনয়াত (একটি গাছ নির্ধারণ) করুন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহু আকবার তোমাদের এ দাবীতো পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি ছাড়া কিছুই নয়। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা এমন কথা বলছ, যা বাণী ইসরাঈল মূসা (আঃ)-কে বলেছিল। তারা বলেছিল, হে মূসা! তাদের যেরূপ মা'বূদ রয়েছে, আমাদের জন্যও ঐরূপ মা'বূদ বানিয়ে দিন। তখন মূসা বললেন, তোমরা একটি গণ্ডমূর্খ জাতি *(আ'রাফ ১৩৮)*। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতিই অনুসরণ করছ।[৪৯]

কুরআন ও হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কুল গাছে অস্ত্র-শস্ত্র ঝুলিয়ে বরকত নেওয়া শিরক। ইমাম ত্বারতুশি বলেন, লক্ষ্য কর, আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন। তোমরা যেখানে কুল গাছ (অথবা যেকোন গাছ) যার দ্বারা মানুষের উদ্দেশ্য থাকে গাছটিকে সম্মান করা এবং তার থেকে কোন রোগের আরোগ্য কামনা করা এবং বরকতের উদ্দেশ্যে অস্ত্র-শস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা, এরূপ গাছ যেখানেই পাবে, সেটাই যাতে আনয়াত। বিধায় তাকে কেটে ফেল।[৫০]

ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যে গাছের নীচে বসে ছাহাবীদের বায়'আত নিয়েছিলেন, সে গাছটিকে তিনি কাটতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা মানুষেরা গাছটির ছায়াতলে আশ্রয় নিত (বরকত নেওয়ার জন্য)। ইবনে ওমর ফিৎনার ভয় করে গাছটি কেটে ফেলেন।[৫১]

যেসব বিষয়ে মানুষকে ফিৎনা-ফাসাদে ফেলে সেগুলোকে সমূলে উৎখাত করা শরী'আত সম্মত হবে, যদিও সেটা কোন মানুষ হয় কিংবা কোন জীব-জন্তু অথবা কোন জড় পদার্থ হয়।[৫২]

ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, গাছ-পাথর, অথবা প্রতিমা-মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদির পার্শ্বে (বরকতের উদ্দেশ্যে) অবস্থান করা অথবা নবী করীম (ছাঃ) বা অন্যদের কবরে, অথবা নবী যেখানে বসতেন সেখানে বা কোন পীর-আওলিয়ার স্থানে বসা, অবস্থান করা কোন মুসলমানদের দ্বীন নয়, বরং সেটা মুশরিকদের দ্বীনের ন্যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তাঁর সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অবগত। যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন; এই প্রতিমাগুলি কী? যেগুলোর পূজায় তোমরা রত আছ? তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এদের পূজাকারী হিসাবে পেয়েছি। তিনি বললেন, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃ-পুরুষরাও রয়েছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট সত্য বাণী নিয়ে এসেছ, না তুমি খেল-তামাশা করছ? তিনি বললেন, না, তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী। শপথ আল্লাহ্‌র! তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের প্রতিমাগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব। অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তাদের বড় (প্রধান) প্রতিমাটি ব্যতীত, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে' *(আম্বিয়া ৫১-৫৮)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তাদের নিকট ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। তিনি যখন তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কিসের ইবাদত কর? তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের সম্মানে রত থাকি। তিনি বললেন, তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শোনে? অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার

* এম.এ (অধ্যায়ন রত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

৪৮. *আদ-দ্বীনুল খালেছ ২/১৭৭-৭৮।*
৪৯. *তিরমিযী হা/২১৮০, সনদ ছহীহ।*
৫০. *আল-হাওয়াদিছ ওয়াল বিদা' পৃঃ ১০৫।*
৫১. *তদেব, পৃঃ ১৪৮, ১৬০; ফতহুল বারী ৭/৪৪৮।*
৫২. *ফতহুল বারী ৮/৭৩।*

করতে পারে? তারা বলল, বরং আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি। তিনি বললেন, তোমরা কি সেগুলো সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ, যেগুলোর পূজা করছ? তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরা, তারা সবাই আমার শত্রু, জগত সমূহের প্রতিপালক ব্যতীত। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শ করেন। তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয় এবং রোগাক্রান্ত হ'লে তিনিই আমাকে রোগ মুক্ত করেন। আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন। আশা করি তিনি ক্বিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ সমূহ মার্জনা করে দিবেন' *(শু'আরা ৬৯-৮২)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি বাণী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে আসল, তখন তারা বলল, হে মূসা! তাদের যেরূপ মা'বূদ রয়েছে, আমাদের জন্যও ঐরূপ মা'বূদ বানিয়ে দিন। তখন মূসা বললেন, তোমরা একটি গণ্ডমূর্খ জাতি। এসব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে, তা তো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তা অমুলক ও বাতিল বিষয়। তিনি আরো বললেন, আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্য অন্য কোন মা'বূদের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হ'লেন একমাত্র আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন' *(আ'রাফ ১৩৮-১৪০)*।

সুতরাং এটাই হচ্ছে মুশরিকদের অবস্থান। আর মুমিনগণ আল্লাহ্র ঘর মসজিদে অবস্থান ও ইবাদত করেন, যিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। পক্ষান্তরে মুশরিকরা প্রতিমার পার্শ্বে, কবরের পার্শ্বে, মাযারের পার্শ্বে অবস্থান করে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত করে এবং তাদেরই নিকট আশা-ভরসা করে, তাদেরকেই ভয় করে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের কাছেই শাফা'আত চায়।[৫৩]

৭. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকটে শাফা'আত প্রার্থনা করা :

শাফা'আত আল্লাহ্র নিকট চাইতে হবে, কোন মাযার বা কোন পীর, ওলী-আওলিয়ার নিকটে নয়। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَــوْ كَــانُوْا لاَ يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَعْقِلُوْنَ، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْــكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُــوْنَ 'তারা কি আল্লাহ ছাড়া অপরকে শাফা'আতকারী গ্রহণ করেছে? বল, যদিও তারা কোন ক্ষমতা রাখে না এবং তারা বুঝে না? হে নবী! বলুন, যাবতীয় শাফা'আত আল্লাহ্রই ইখতিয়ারে, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(যুমার ৪৩-৪৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ 'আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তু সমূহেরও ইবাদত করে যারা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুফারিশকারী। আপনি বলুন! তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আকাশ সমূহে, এবং না যমীনে? তিনি পবিত্র ও তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হ'তে অনেক উর্ধ্বে' *(ইউনুস ১৮)*।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকট শাফা'আত চাইবে, সে মুশরিক।[৫৪]

আল্লামা ইসমাঈল দেহলভী বলেন, আয়াতটি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, অবশ্যই যে কোন ব্যক্তি কোন সৃষ্টি জীবের ইবাদত করে এ বিশ্বাসে যে, সে তার জন্য আল্লাহ্র নিকট শাফা'আত করবে, সে শিরক করল এবং মুশরিক হয়ে গেল। কেননা আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে, তারা বলে আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছে দিবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তাঁর ফায়ছালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন না'।[৫৫]

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই, তাঁর সাথে অন্যকে অংশীদার স্থাপন করার জন্য নয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের পূজা করলে, যে তার কোন উপকার ও অপকার কোনটাই করতে পারবে না, যদিও তিনি ফেরেশতা অথবা নবী হন। এ ধরনের ইবাদত শিরক হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! বলুন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে মা'বূদ মনে কর তাদেরকে আহ্বান কর; দেখবে তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করবার শক্তি তাদের নেই। তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে তাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হ'তে পারে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তি কে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ' *(বানী ইসরাঈল ৫৬-৫৭)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'হে নবী বলুন! তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে (মা'বূদ) মনে করতে, তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন

৫৩. *ইবনু তায়মিয়া, ইকতেযাউছ ছিরাতিল মুস্তাকীম ২/৮১৮-১৯।*

৫৪. *যিয়ারাতুল কুবূর আশ-শারইয়াহ ও শিরকিয়াহ, পৃঃ ৩৩-৩৫।*
৫৫. *যুমার ৩; রিসালাতুত তাওহীদ, পৃঃ ৫৩-৫৪।*

অংশও নেই এবং তাদের কেউ তার সহায়কও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হয়, তার ছাড়া আল্লাহ্র নিকট কারো সুফারিশ ফলপ্রসূ হবে না। পরে যখন তাদের অন্তর হ'তে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন? তদুত্তরে তারা বলবে, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সর্বোচ্চ মহান' *(সাবা ২২-২৩)*।

আলোচ্য আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ক্বিয়ামতের দিন কারো কোন সুফারিশ কাজে আসবে না। তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন তাকে ব্যতীত। তাই মহান আল্লাহ বলেন, وَكَم مِّن مَّلَـــكٍ فِـــي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَـــأْذَنَ اللهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَـــى 'আকাশ সমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে, তাদের কোন সুফারিশ কাজে আসবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন' *(নাজম ২৬)*।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পীর বা অলী-আওলিয়াগণ ক্বিয়ামতের দিন তাদের মুরীদগণকে সুফারিশ করে জান্নাতে পাঠাবে, এ ধারণা ভুল ও বাতিল। ক্বিয়ামতের দিন সবাই ভয়ে ভীত হয়ে থাকবে, এমনকি নবী-রাসূলগণও। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, মা'বাদ ইবনু হিলাল আল-আনাযী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বছরাবাসী কিছু লোক একত্রিত হয়ে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। আমাদের সঙ্গে ছাবিত (রাঃ)-কে নিলাম, যাতে তিনি আমাদের কাছে আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত শাফা'আত সম্পর্কে হাদীছ জিজ্ঞেস করেন। আমরা তাঁকে তাঁর মহলেই চাশতের ছালাতরত পেলাম। তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি তাঁর বিছানায় উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর আমরা ছাবিত (রাঃ)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন শাফা'আতের হাদীছটি জিজ্ঞেস করার পূর্বে অন্য কিছু জিজ্ঞেস না করেন। তখন ছাবিত (রাঃ) বললেন, হে আবূ হামযাহ! এরা বছরাবাসী আপনার ভাই, তারা শাফা'আতের হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছে। অতঃপর আনাস (রাঃ) বললেন, আমাদের নিকট মুহাম্মাদ (ছাঃ) হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তাই তারা আদম (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুফারিশ করুন। তিনি বলবেন, এ কাজের আমি যোগ্য নই। বরং তোমরা ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি হ'লেন আল্লাহ্র খলীফা। তখন তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের জন্য নই। তবে তোমরা মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহ্র সঙ্গে কথা বলেছেন। তখন তারা মূসা (আঃ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহ্র রূহ ও বাণী। তারা তখন ঈসা (আঃ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। আমি তখন আমার রবের নিকট অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমাকে প্রশংসাসূচক বাক্য ইলহাম করা হবে, যা দিয়ে আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করব। যেগুলো এখন আমার জানা নেই।

আমি সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুফারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত! আমার উম্মত! বলা হবে যাও, যাদের হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও। আমি গিয়ে এমনই করব। তারপর আমি ফিরে আসব এবং পুনরায় সেসব প্রশংসা বাক্য দ্বারা আল্লাহ্র প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুফারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব, হে আমার রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন বলা হবে, যাও, যাদের অন্তরে এক অণু কিংবা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব। আমি আবার ফিরে আসব এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করব। আর সিজদায় পড়ে যাব। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও দেয়া হবে। সুফারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। আমি তখন বলব। হে আমার রব! আমার উম্মত। আমার উম্মত। এরপর আল্লাহ বলবেন, যাও যাদের অন্তরে সরিষার দানার চেয়েও অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আমি যাব এবং তাই করব।

আমরা যখন আনাস (রাঃ)-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসছিলাম, তখন আমি আমার সঙ্গীদের কোন একজনকে বললাম, আমরা যদি আবু খলীফার বাড়িতে নিজেকে গোপনে রাখা হাসান বছরীর কাছে গিয়ে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি তাঁর কাছে বর্ণনা করতাম। এরপর আমরা হাসান বছরীর কাছে এসে তাঁর কাছে অনুমতির সালাম দিলাম। তিনি আমাদের প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, হে আবু সাঈদ! আমরা আপনার ভাই আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর নিকট হ'তে আপনার কাছে আসলাম। শাফা'আত বিষয়ে তিনি যেমন বর্ণনা দিয়েছেন, তেমন বর্ণনা করতে আমরা আর কাউকে শুনিনি। তিনি বললেন, আমার কাছে সেটি বর্ণনা কর। আমরা তাঁকে হাদীছটি বর্ণনা করে শোনালাম। তিনি বললেন, আরো বর্ণনা কর। আমরা বললাম, তিনি তো এর অধিক আমাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তিনি বললেন, জানি না, তিনি কি ভুলেই গেলেন, না তোমরা

নির্ভরশীল হয়ে পড়বে বলে বাকীটুকু বর্ণনা করতে অপসন্দ করলেন? বিশ বছর আগে যখন তিনি শক্তি-সামর্থ্যে ও স্মরণ শক্তিতে দৃঢ় ছিলেন, তখন আমার কাছেও হাদীছটি বর্ণনা করেছিলেন। আমরা বললাম, হে আবু সাঈদ! আমাদের কাছে হাদীছটি বর্ণনা করুন। তিনি হাসলেন এবং বললেন, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে খুব বেশী ধ্রুততাপ্রিয় করে। আমিতো বর্ণনার উদ্দেশ্যেই তোমাদের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন, আমার কাছেও তা বর্ণনা করেছেন, তবে পরে এটুকুও বলেছিলেন, আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। শাফা'আত কর, গ্রহণ করা হবে। আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাদের সম্পর্কে শাফা'আত করার অনুমতি দান কর, যারা 'লা-ইলা-হা ইল্লাহ' বলেছে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমার ইয্যত, আমার পরাক্রম, আমার বড়ত্ব ও আমার মহত্বের শপথ! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করব'।[৫৬]

আলোচ্য হাদীছ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কোন পীর, অলী-আওলিয়া বা কোন সৎ মানুষের শাফা'আত করার কোন অধিকারই থাকবে না। শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন সে ব্যতীত। উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা আরো জানা যায় যে, সকল নবী-রাসূলই নিজ নিজ ওযর পেশ করবেন এবং বলবেন আমি এ কাজের যোগ্য নই। সবশেষে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র প্রশংসা করবেন এবং সিজদায় পড়ে কাঁদবেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে শাফা'আতের অনুমতি দিবেন। সেদিন নবী করীম (ছাঃ) শিরককারীদের জন্য শাফা'আত করবেন না। শুধুমাত্র তাওহীদপন্থীদের জন্য শাফা'আত করবেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্বিয়ামতের দিন আপনার শাফা'আত দ্বারা সমস্ত মানুষ থেকে অধিক ভাগ্যবান হবে কোন ব্যক্তি? তখন তিনি বলবেন, হে আবু হুরায়রাহ! আমি ধারণা করেছিলাম যে, তোমার আগে কেউ এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। কারণ হাদীছের প্রতি তোমার চেয়ে বেশী আগ্রহী আমি আর কাউকে দেখিনি। ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত দ্বারা সবচেয়ে ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি হবে যে বিশুদ্ধ অন্তরে বলে 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই'।[৫৭]

মানুষ গুনাহ করলেই কাফের হয়ে যায় না এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামীও হয় না। বরং জাহান্নামী হওয়া, না হওয়া আল্লাহ্র হাতে। যেমন হাদীছে এসেছে, উবাদাহ ইবনু ছামিত (রাঃ) যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লায়লাতুল আকাবার একজন নকীব ছিলেন তিনি বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে একজন ছাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি বলেন, তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না এবং সৎ কাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূর্ণ করবে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট রয়েছে। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হ'লে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তা হবে তার জন্য কাফফারা। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে মার্জনা করবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। আমরা এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম।[৫৮]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করে আন। তারপর তাদের জাহান্নাম হ'তে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের (বর্ণনাকারী মালিক (রহঃ) শব্দ দু'টোর কোনটি এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন) নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে ওঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় ও ঘন হয়ে গজায়?[৫৯] ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শাফা'আতে একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে জাহান্নামী বলেই সম্বোধন করা হবে।[৬০]

বরকত দান ও শাফা'আতের মালিক কেবল মহান আল্লাহ। এগুলো করার কোন ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। সেজন্য কোন মানুষ বা পীর, অলী, গাউছ-কুতুবকে শাফা'আতকারী মানা যাবে না, তাদের নিকটে বরকতও প্রার্থনা করা যাবে না। যেখানে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন নবী-রাসূল শাফা'আত করার সামর্থ্য রাখেন না, সেখানে সাধারণ মানুষ কি করে সুফারিশ করতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে সকলকে সাবধান হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন- আমীন!

[চলবে]

৫৬. *বুখারী হা/৭৫১০।*
৫৭. *বুখারী হা/৬৫৭০।*
৫৮. *বুখারী হা/১৮।*
৫৯. *বুখারী হা/২২।*
৬০. *বুখারী হা/৬৫৬৬।*

মুসলিম নারীর পর্দা ও চেহারা ঢাকার অপরিহার্যতা

মূল : মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

*অনুবাদ : আব্দুর রহীম বিন আবুল কাশেম**

[২য় কিস্তি]

হাদীছ থেকে দলীল :

প্রথম দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَعْلَمُ-

'যখন তোমাদের কেউ কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে, তখন তাকে দেখাতে কোন গুনাহ হবে না। তবে কেবল বিয়ে করার উদ্দেশ্যেই দেখতে হবে, যদিও মেয়ে জানতে না পারে'।[৬১]

অত্র হাদীছে দলীল গ্রহণের দিক হ'ল নবী করীম (ছাঃ) বিশেষভাবে বিয়ের প্রস্তাব দানকারীর জন্য প্রস্তাবিত মেয়ের প্রতি তাকানোকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করেননি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের প্রস্তাবকারী ব্যতীত অন্য কেউ কোন অপরিচিতার দিকে তাকালে সর্বাবস্থায় পাপী হবে। অনুরূপভাবে প্রস্তাবকারী বিয়ের প্রস্তাব ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাকালে যেমন আনন্দ ও মজা পাওয়া বা অনুরূপ কোন কারণে তাকালে পাপী হিসাবে গণ্য হবে। যদি কেউ বলে কোন্ অঙ্গের প্রতি তাকাবে এটা তো হাদীছে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং এর দ্বারা মেয়ের গ্রীবা ও বক্ষদেশের প্রতি তাকানো অর্থ হ'তে পারে? উত্তরে বলব, এ কথা সকলে জানে যে প্রস্তাবকারীর মূল উদ্দেশ্য মেয়ের সৌন্দর্য দেখা। আর সেটা হ'ল চেহারার সৌন্দর্য। এছাড়া তার অনুগামী অন্যান্য অঙ্গগুলির প্রতি অধিকাংশ সময় লক্ষ্য করা হয় না। প্রস্তাবকারী কেবল চেহারার দিকে তাকায়; কারণ সৌন্দর্য পিয়াসীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্দেহাতীতভাবে সেটাই। (অতএব মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্গত)।

২য় দলীল :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِىْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ. قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ فَقُلْنَا أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لاَ يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا-

উম্মে আতিয়া (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ) নারীদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাতে বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন। উম্মু সালমা বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি আমাদের মধ্যে কারো চাদর না থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার বোন তাকে চাদর পরাবে'।[৬২]

অত্র হাদীছ প্রমাণ বহন করে যে, মহিলা ছাহাবীদের অভ্যাস ছিল যে, তাঁরা বড় চাদর না পরে বাইরে বের হ'তেন না। চাদর না থাকলে বের হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবও হ'ত না। আর এজন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তাঁদের প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করলেন, যখন তাদের ঈদের ছালাতে বের হ'তে বলা হ'ল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্য মুসলিম বোনের চাদর পরে ঈদগাহে গমন করতে বলে এ প্রশ্নের সমাধান দিলেন। কিন্তু তাঁদেরকে চাদর ছাড়া বের হওয়ার অনুমতি দেননি, যদিও ঈদগাহে ছালাত আদায়ের জন্য বের হওয়া নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শরী'আত সম্মত।

অতএব যখন নারীদের চাদর পরিধান ব্যতীত শরী'আত সম্মত স্থানে যাবার অনুমতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দিলেন না, তখন চাদর পরিধান ছাড়া শরী'আত অননুমোদিত স্থানে যাওয়ার অনুমতি তিনি কি করে দিতে পারেন, যেখানে যেতে তারা বাধ্য নয়? বরং তা হ'ল কেবল বাজারে ঘুরা-ফিরা, পুরুষদের সাথে মিলা-মিশা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, যাতে কোন উপকারিতা নেই। আর চাদর পরার নির্দেশই মুখমণ্ডল পর্দা করার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহই অধিক অবগত।

৩য় দলীল :

عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِىْ مُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوْتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাত পড়াতেন। আর মুমিন মহিলাগণ সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাতে উপস্থিত হ'তেন। অতঃপর ছালাত শেষ করে তারা যার যার বাড়িতে ফিরে যেতেন, আধারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না।[৬৩] আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা এখন নারীদের যে অবস্থায় দেখছি, যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ অবস্থায় তাদের দেখতেন, তাহ'লে তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন, যেভাবে বনু ইসরাঈলের নারীদের নিষেধ করা হয়েছিল।[৬৪] ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকেও এরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীছ দ্বারা দু'ভাবে দলীল গ্রহণ করা যায়-

(ক) পর্দা করা মহিলা ছাহাবীদের অভ্যাস ছিল, যাঁরা ছিলেন উত্তম যুগের, আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানী, শিষ্টাচারী, সৎচরিত্রবান, পূর্ণ ঈমানদার ও সৎআমলকারিণী। তাঁরা সৎ ও

* সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৬১. *মুসনাদ আহমাদ হা/২৩৬৫০-৫১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭।*

৬২. *মুসলিম হা/৮৯০; ইবনু মাজাহ হা/১৩০৭।*

৬৩. *বুখারী হা/৩৭২।*

৬৪. *মুসলিম হা/৪৪৫; আহমাদ হা/২৪৬৪৬।*

শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যাঁদের প্রতি ও তাঁদের উত্তম অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَالسَّابِقُوْنَ الأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

'মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, এটা মহা সাফল্য' *(তওবাহ ১০০)*।

মহিলা ছাহাবীদের পথ চলা যদি এমনটি হয়, তাহ'লে আমাদের জন্য কী করে সমীচীন হবে উক্ত পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া? যে পথের পথিক ও তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্র সন্তোষ রয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْراً- 'কারো নিকট সৎ পথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাস' *(নিসা ১১৫)*।

(খ) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) যাঁরা ইলম ও ফিক্বহে ছিলেন দক্ষ, ধর্মীয় জ্ঞানে ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং আল্লাহ্র বান্দাদের ব্যাপারে ছিলেন নছীহতকারী। তাঁরা বলছেন যে, বর্তমান নারীদের অবস্থা দেখলে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে মসজিদে ছালাত আদায় করতে যেতে অবশ্যই নিষেধ করতেন।[৬৫] অথচ সেটা ছিল উত্তম যুগ, সে যুগেও নবী করীম (ছাঃ)-এর যামানায় যে অবস্থা ছিল তা পরিবর্তিত হয়ে মাহিলাদের মসজিদে গমন নিষিদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তাহ'লে ১৩ শতাব্দী পরে এসে আমাদের যুগের অবস্থা কেমন হয়েছে? এযুগে সবকিছুর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, লজ্জাশীলতা কমে গেছে এবং অধিকাংশ মানুষের অন্তরে ধর্মীয় অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর আয়েশা ও ইবনে মাসঊদ (রাঃ) উভয়ে শরী'আতের দলীল যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে তা পূর্ণাঙ্গরূপে বুঝেছিলেন যে, প্রত্যেক কাজ যা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে তা নিষিদ্ধ।

৪র্থ দলীল :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ قَالَ يُرْخِيْنَ شِبْرًا. فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ-

ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গর্বভরে তার কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না'। উম্মে সালমা বললেন, তাহ'লে মহিলারা তাদের আঁচল কী করবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এক বিঘত ঝুলিয়ে পরবে'। উম্মে সালমা বললেন, তবে তো তাদের পা প্রকাশ হয়ে পড়বে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'এক হাত ঝুলিয়ে দিবে, তার থেকে বেশি করবে না'।[৬৬]

এ হাদীছ মহিলাদের পা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার দলীল। আর এটা মহিলা ছাহাবীদের নিকট খুবই পরিচিত ও জানা ছিল। নিঃসন্দেহে দু'পায়ের গোড়ালী খোলা রাখার ফিতনা, মুখমণ্ডল ও দু'কব্জি খোলা রাখার তুলনায় নগণ্যতর। সুতরাং নগণ্য ফিতনার ক্ষেত্রে হুঁশিয়ার করার মাধ্যমে বড় ফিতনা ও হুকুমের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতর বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। আর শরী'আতের হেকমত হচ্ছে ছোট বা হালকা ফিতনায় বিধান হালকা করা এবং গুরুতর ফিতনার ক্ষেত্রে কঠিন করা। এর বিপরীত করলে সেটি হবে আল্লাহ্র হেকমত ও শরী'আতের মধ্যে দন্দ্ব সৃষ্টি করা।

৫ম দলীল :

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّى فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি কোন নারীর নিকট চুক্তিবদ্ধ দাস থাকে আর তার চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধের সামর্থ্য থাকে, তাহ'লে সে নারী তার থেকে পর্দা করবে'।[৬৭] এ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণের দিক হ'ল, মনিব নারী তার দাসের সামনে ততক্ষণ মুখ খোলা রাখতে পারবে, যতক্ষণ সে তার মালিকানাধীন থাকবে। যখন তার মালিকানার বাইরে চলে যাবে, তখন তার থেকে পর্দা করা ওয়াজিব হবে। কারণ সে তখন পরপুরুষে পরিণত হয়ে গেল। অতএব পরপুরুষ থেকে নারীর পর্দা করা আবশ্যক সাবস্ত হ'ল।

৬ষ্ঠ দলীল :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ-

৬৫. *মুসলিম হা/৪৪৫; আহমাদ হা/২৪৬৪৬।*

৬৬. *তিরমিযী হা/১৮৩৫; নাসাঈ হা/৫৩৩৬।*
৬৭. *ইবনু মাজাহ হা/২৬১৬; আবু দাউদ হা/৩৯২৮।*

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিয়ে আরোহী অতিক্রম করছিল, আর আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মুহরিম ছিলাম। যখন আরোহী আমাদের বরাবর হ'ত, তখন আমাদের প্রত্যেকে স্ব স্ব চাদর মাথার দিক দিয়ে চেহারার উপর ঝুলিয়ে দিত। অতঃপর যখন তারা আমাদের অতিক্রম করত, তখন আমরা চাদর সরিয়ে ফেলতাম।[৬৮]

আয়েশা (রাঃ)-এর উক্তি 'আরোহীরা যখন আমাদের বরাবর হ'ত তখন আমাদের প্রত্যেকে মুখমণ্ডলের উপর তার চাদর ঝুলিয়ে দিত'। এটি চেহারা ঢাকা আবশ্যক হওয়ার বড় দলীল। কেননা ইহরাম অবস্থায় চেহারা খুলে রাখা শরী'আত সম্মত। যদি মুখ খুলে রাখার ব্যাপারে শক্তিশালী নিষেধাজ্ঞা না থাকত, তাহ'লে চেহারা খুলে রাখা ওয়াজিব হ'ত আরোহীদের সামনেও।

উপরোক্ত আলোচনা সুস্পষ্ট। অধিকাংশ আলেমের নিকটে ইহরাম অবস্থায় নারীর চেহারা খুলে রাখা ওয়াজিব। আর ওয়াজিব বিষয়ই কেবল অন্য ওয়াজিব বিষয়ের মুকাবেলা করতে পারে। সুতরাং যদি পরপুরুষের নিকট নারীর পর্দা করা ও চেহারা ঢাকা ওয়াজিব না হ'ত, তাহ'লে ইহরাম অবস্থায় মুখমণ্ডল খোলার মতো ওয়াজিব কাজ ত্যাগ করার অনুমোদন দেওয়া হ'ত না।

বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে আছে, إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ تُنْهَى عَنْ النِّقَاب وَالْقُفَّازَيْنِ 'মুহরিম নারীগণকে হাতমোযা ও নিকাব পরা থেকে নিষেধ করা হয়েছে'। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, এটা প্রমাণ করে যে, নিকাব ও হাতমোযার ব্যবহার মহিলাদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল, যারা মুহরিম ছিলেন না। এর দ্বারা তাদের চেহারা ও হাতসমূহ ঢেকে রাখার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে।[৬৯] হাদীছের উল্লিখিত এ ছয়টি দলীল মহিলাদের পর্দা করা ও পরপুরুষ থেকে মুখমণ্ডল ঢাকা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ। এর সাথে আমি কুরআনের চারটি দলীল সংযুক্ত করেছি। যাতে কিতাব ও সুন্নাতের দশটি দলীল হ'ল।

[এতদসঙ্গে হাদীছ থেকে আরো কিছু দলীল অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত হ'ল।

(১) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَتْ كُنَّا نُغَطِّيْ وُجُوْهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الإِحْرَامِ–

(১) আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, আমরা পুরুষদের হ'তে আমাদের চেহারা ঢেকে রাখতাম এবং ইহরামের পূর্বে চিরুনী করতাম।[৭০]

(২) عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ–

(২) ছাফিয়্যাহ বিনতে শায়বাহ বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে নিকাব পরিহিত অবস্থায় কা'বা ঘর তওয়াফ করতে দেখেছি।[৭১]

(৩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا اجْتَلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ رَأَى عَائِشَةَ مُنْتَقِبَةً وَسْطَ النَّاسِ فَعَرَفَهَا–

(৩) ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ) ছাফিয়্যাহকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তখন তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে মানুষের মাঝে নিকাব পরিহিত দেখে চিনতে পারলেন।[৭২]

(٤) عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ .... فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِيْ مَنْزِلِيْ غَلَبَتْنِيْ عَيْنِيْ فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيْ، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِيْ فَعَرَفَنِيْ حِيْنَ رَآنِيْ، وَكَانَ يَرَانِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِيْ بِجِلْبَابِيْ

(৪) আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আমার তাবুতে ছিলাম, আমার চক্ষু আমার উপর প্রভাবিত হ'ল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ছাফওয়ান বিন মু'আত্তাল আস-সুলামী সৈন্যদের পিছনে লক্ষ্য রাখছিল। সৈন্যরা রাত্রের প্রথম প্রহরে চলে আসল। তিনি আমার তাবুর নিকট সকাল করলে দেখতে পেলেন ঘুমন্ত কালো একজন মানুষ। অতঃপর তিনি আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। তিনি আমাকে পর্দার বিধানের পূর্বে দেখেছিলেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্নালিল্লাহ' পড়লে আমি জাগ্রত হই। আমি (তাকে দেখে) আমার চাদর দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করলাম। অন্য বর্ণনায় আছে, পর্দা করলাম *(দীর্ঘ হাদীছের অংশ)*।[৭৩] আলোচ্য হাদীছগুলি প্রমাণ বহন করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় মহিলা ছাহাবীগণ চেহারা ঢেকে পর্দা করতেন।]

(চলবে)

৬৮. *আবু দাঊদ হা/১৫৬২; মিশকাত হা/২৬৯০।*
৬৯. *বুখারী ৪/৪২, নাসাঈ ২/৯-১০, বায়হাক্বী ৫/৪৬-৪৭, আহমাদ ৬০০৩।*
৭০. *হাকিম ১/৪৫৪; ইরওয়া হা/১০২৩; ছহীহ ইবনু খুযাইমা হা/২৬৯০।*
৭১. *ইবনু সা'দ ৮/৪৯।*
৭২. *ইবনে সা'দ ৮/৯০, ইবনে আসাকির।*
৭৩. *বুখারী হা/৪৭৫০; মুসলিম হা/২৭৭০; ইবনে সাদ ১৮/৬২-৬৬, আহমাদ ৬/১৯৪-১৯৭।*

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

সীমালংঘন

*রফীক আহমদ**

সীমালংঘন একটি মারাত্মক বিষয়। পার্থিব জগতে মানুষের আয়ত্তাধীন ছোট-বড় যত প্রকারের বস্তু রয়েছে, সমস্তই মানুষের মধ্যে বিভাজন হয়ে আছে। যেমন ভূ-পৃষ্ঠের বিশাল ভূ-খণ্ড বিভিন্ন দেশের জনগোষ্ঠী দ্বারা নির্দিষ্ট সীমারেখায় বিভক্ত হয়ে আছে। আবার বিশাল জলভাগের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে তার নিকটতম ভূ-খণ্ডের অধিবাসীদের। অনুরূপভাবে মহাশূন্যেও অধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে সকল দেশের নিজ নিজ সীমানাভুক্ত ঊর্ধ্বদেশে, যাকে আকাশসীমা বলা হয়। এভাবে দেশের অভ্যন্তরের সম্পদও দেশবাসীর মালিকানায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং এজগতে মালিক বিহীন কোন বস্তুই নেই।

মোটকথা ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় সকল সম্পদের উপরই পৃথক পৃথকভাবে মানুষের একটা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে কেউ কারো বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর, ধন-মাল ইত্যাদির উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। করলে তা হয় একান্তই অনধিকার চর্চা বা সীমালংঘন। এভাবে কোন দেশ অন্য দেশের অভ্যন্তরে স্থল, জল বা আকাশ পথে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারে না। হঠাৎ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করলে সেখানে প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে। আবার কেউ ভুলবশত করলে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এভাবে সমগ্র পৃথিবী চলছে একটা নিয়মের অধীনে। নিয়ম ভঙ্গ করার কোন উপায় নেই। নিয়মের ব্যতিক্রম হ'লে অশান্তি অনিবার্য।

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সবকিছুর উপরে মানুষকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন। ঈমানদার বান্দা মাত্রই সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করে এ পৃথিবীর যাবতীয় নে'মত মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি এবং সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হ'তে শুরু করে অভ্যন্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের উপরও তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা বিদ্যমান। মানুষ কেবল তাঁরই আনুগত্য করবে, তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর দেওয়া বিধান মোতাবেক চলবে এটাই তার জন্য আবশ্যক। কিন্তু মানুষ তার চিরশত্রু শয়তানের প্ররোচনায় সবকিছু ভুলে যায়। আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পরিবর্তে সে সীমালংঘন করে। ফলে সে শাস্তিযোগ্য হয়ে পড়ে।

পৃথিবীর বুকে মানুষ নিজ প্রতিষ্ঠিত অধিকারে পুরোপুরি শক্তিশালী। কেউ এর ব্যতিক্রম করতে চাইলে তা হয় আইনের পরিপন্থী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোন কোন ক্ষেত্রে তা সীমালংঘনে পরিণত হয়। অতএব মানুষের উপর আল্লাহ্‌র সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকারে কারো হস্তক্ষেপ যে কত বড় সীমালংঘন তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। আলোচ্য নিবন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্‌র সঙ্গে ইবলীসের কতিপয় অনুসারীদের অযৌক্তিক সীমালংঘনের উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল।

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তার চেয়ে বড় সীমালংঘনকারী কে? নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হবে না' *(আন'আম ৬/২১)*।

মিথ্যাবাদীরা আল্লাহ্‌র ঘোর শত্রু। কারণ মিথ্যাবাদীরাই কেবল আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অপবাদ রটনা করতে সাহস পায়। এরা অনেক সময় অনুকূল পরিবেশ পেলেও মিথ্যাকেই পসন্দ করে এবং আল্লাহ্‌র বিরোধিতায় মত্ত থাকে। এদের আরও পরিচয় জানিয়ে আল্লাহ তা'আরা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী (যালিম) আর কে হবে? অবিশ্বাসীদের বাসস্থান জাহান্নাম নয় কি?' *(যুমার ৩৯/৩২)*।

একই মর্মার্থে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় সীমালংঘনকারী কে? কাফেরের (সীমালংঘনকারীর) আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি?' *(আনকাবুত ২৯/৬৮)*।

সীমালংঘনকারীদের নিরুৎসাহিত করার মহান প্রয়াসে তাদের অভিন্ন লক্ষ্যের বিভিন্ন মনোভাব ব্যক্ত করে মহান আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

'যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা বলে, তার চেয়ে বড় সীমালংঘনকারী (যালিম) আর কে? আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না' *(আন'আম ৬/১৪৪)*।

সীমালংঘন সম্পর্কে সূরা হূদেও প্রত্যাদেশ হয়েছে, 'যারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় সীমালংঘনকারী কে হ'তে পারে? এসব লোককে তাদের প্রতিপালকের সামনে হাযির করা হবে, অতঃপর সাক্ষীগণ বলতে থাকবে, এরাই ঐসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার

বিরূদ্ধে মিথ্যা বলত। শুনে রাখ, সীমালংঘনকারীদের উপর আল্লাহ্র অভিশম্পাত রয়েছে। যারা আল্লাহ্র পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়, তারাই পরকালকে অবিশ্বাস করে। ওরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র বিধানকে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই, তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে। ওরা শুনতে চাইত না এবং দেখতেও পেত না। এরা সে লোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর এরা যা কিছু মিথ্যা মা'বূদ সাব্যস্ত করেছিল, তা সবই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ওরা পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(হূদ ১১/১৮-২২)*।

আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ সমূহের মধ্যে সীমালংঘন অন্যতম অপরাধ। এজন্য তাঁর বাণীতে বিঘোষিত হয়েছে, إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না *(বাক্বারাহ ২/১৯০)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَالظَّالِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيْرٍ 'সীমালংঘনকারীদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই' *(শূরা ৪২/৮)*।

এ পৃথিবীর সব সৃষ্টি আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত উপাসনা করবে, এটাই তার কর্তব্য। কিন্তু শয়তানের খপ্পরে পড়ে সে নিজ কর্তব্য থেকে বিস্মৃত হয়, প্রবৃত্ত হয় পাপাচারে, জড়িয়ে পড়ে সীমালংঘনের কাজে। কিন্তু মহিমাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়তম মানব জাতিকে নিজের সন্তুষ্টির অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এবং অসন্তুষ্টির কাজ থেকে প্রতিরোধ কল্পে পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বহু আয়াতের অবতারণা করেছেন। এতদ্ব্যতীত মানব জাতিকে ইহকালে ও পরকালে নিরাপদে রাখতে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তবুও শয়তানের দুর্দান্ত কৌশলের সামনে হতভাগা মানুষ পরাজিত হয়। শয়তানের মিথ্যা প্ররোচনায়, প্রতারণায়, প্রলোভনে বহু মানুষ অহরহ পথভ্রষ্ট হচ্ছে। এদের একদল মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র সমালোচনা করে, যা অনধিকার চর্চার নামান্তর এবং অমার্জনীয় অপরাধ।

উপরের আয়াতগুলোতে সীমালংঘনের প্রাথমিক দিকসমূহ আলোচিত হয়েছে। মানব জীবনের যে কোন কর্মকাণ্ডে আল্লাহ প্রদর্শিত বিধি-বিধানের বিরোধিতা করাই সীমালংঘন। যেমন- যে ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে সীমালংঘনকারী তথা যালিম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ 'যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধানের অনুযায়ী ফায়ছালা করে না তারাই সীমালংঘনকারী (যালিম)' *(মায়েদাহ ৫/৪৫)*।

একইভাবে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনকারী ও হৃদ্যতা পোষণকারীদেরকেও তিনি সীমালংঘনকারী বলেছেন। যেমন তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*।

সীমালংঘন হ'তে অব্যাহতি লাভের অপর এক পদ্ধতির বর্ণনায় প্রত্যাদেশ এসেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ঐসব পবিত্র বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পসন্দ করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৮৭)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ

'আল্লাহ্র হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক সীমালংঘনকারী (যালিম) কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী কওমকে পথ দেখান না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*।

সীমালংঘনকারীদের পারস্পরিক ঘনিষ্টতা অত্যন্ত নিবিড়। মহান আল্লাহ বলেন, وإِنَّ الظَّالِمِيْنَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ 'সীমালংঘনকারীরা একে অপরের বন্ধু, আর আল্লাহ পরহেযগারদের বন্ধু' *(জাছিয়া ৪৫/১৯)*।

আল্লাহ তাঁর প্রিয় ও বিশ্বাসী বান্দাদের আরও অধিক অনুপ্রেরণা সৃষ্টির প্রয়াসে এবং পথভ্রষ্টদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বহু প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ-

'আল্লাহ তা'আলা ইহকালে ও পরকালে বিশ্বাসীদের অন্তরকে প্রতিষ্ঠিত বাক্য দ্বারা আরও মযবূত করেন এবং সীমালংঘনকারীদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখেন। আর তিনি যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন' *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ 'তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সঙ্গোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পসন্দ করেন না' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*।

ইবলীসই প্রথম সীমালংঘন করে এবং সে মানব জাতিকে সীমালংঘনে অহরহ উৎসাহিত করে। সে মানুষের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং তার দ্বারা অন্য মানুষকে সীমালংঘনের আমন্ত্রণ জানায়। যারা জানে না এবং আল্লাহ পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে না, এমনকি আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতায়ও বিশ্বাস করে না, তারাই সীমালংঘনে অগ্রসর হয়। মূলতঃ তাদের যথাযথ জ্ঞান থাকলে এবং আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করলে কোন মানুষই সীমালংঘন করতে পারে না।

আল্লাহ ছাড়া মানুষের কোন প্রকৃত হিতাকাংখী নেই। তিনি মানুষকে সর্বাধিক ভালবাসেন। তাই সীমালংঘনসহ বড়-ছোট সকল প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন। উক্ত গ্রন্থ আমাদের জীবনের একমাত্র সম্বল। এই কিতাবের অবমাননা করলে বা নিজ ইচ্ছানুযায়ী কাজ করলে সে সীমালংঘনকারী হিসাবে গণ্য হবে। এজন্য যারা এ কিতাব মানে না বা বিশ্বাস করে না তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষ এ বন্ধুত্বে ক্ষতিগ্রস্তই হবে। তাছাড়াও আল্লাহ্র অন্যান্য মঙ্গলময় বিধানের প্রতি অবহেলা করে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করলেও সীমালংঘনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। উপরোক্ত আয়াতগুলো সীমালংঘনের কবল হ'তে মুক্তি লাভের অন্যতম উপদেশ ও জ্ঞানলাভের নিদর্শন হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের ঘরে-বাইরে, শহরে-বন্দরে, অফিসে-আদালতে, স্কুলে-কলেজে, মসজিদে-মন্দিরে, যানবাহনে সর্বত্র বড়-ছোট অনেক কাজে সীমালংঘন করা হচ্ছে। ইহজগতের স্বার্থে জড়িত এসব সীমালংঘন মানুষের পক্ষে যেন এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাকে মানুষ এখন একটা সাধারণ ব্যাপারই মনে করছে। যদিও আল্লাহ কোন অপরাধীকে কখনও নিস্কৃতি দেবেন না। আল্লাহ পরকালে বিচার করবেনই।

আল্লাহই মানব জাতি ও তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তিনি ভালভাবেই জানেন কারা বিশ্বাসী এবং কারা অবিশ্বাসী। তিনি মুমিন বা বিশ্বাসীদের অন্তরকে ইয়াক্বীন তথা দৃঢ় বিশ্বাসে আরো মযবূত করেন এবং কাফির বা অবিশ্বাসী ও সীমালংঘনকারীদেরকে নিজেদের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দেন। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত বান্দাদের সীমালংঘন ও অন্যান্য পাপকাজ হ'তে রক্ষার জন্য তাঁর নিকট অতি নির্জনে সকাতর প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে বান্দার প্রতি অসীম প্রেমময় আল্লাহ্র ভালবাসাই প্রতিফলিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ তাঁর অপরাধী বা পাপী বান্দাকেও ভালবাসেন, এজন্য তিনি তওবার বিধান দিয়েছেন। কি পরিমাণ অপরাধী বা পাপীকে তিনি ক্ষমা করবেন বা পবিত্র করবেন তা অবশ্য তিনিই ভাল জানেন। তবে তওবার মাধ্যমে এসব থেকে পবিত্র হওয়ার ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়।

মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ 'মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও আপনার প্রতিপালক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আর আপনার পালনকর্তা শাস্তিদানেও কঠোর' *(রা'দ ১৩/৬)*। একই মর্মার্থে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِيْ رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِيْنَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً 'তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে দাখিল করেন। কিন্তু (যালেম) সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ভয়ানক শাস্তি' *(দাহার ৭৬/৩১)*।

উপরে উদ্ধৃত আয়াত দু'টি নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনার রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল; তওবার মাধ্যমে তিনি বান্দার পাপ মার্জনা করেন।

যারা আল্লাহ্র অপার মহিমায় বিশ্বাসী তারা ইহকালে ও পরকালে উপকৃত হবে। আর যারা এর বিপরীত চিন্তায় মগ্ন তথা অবিশ্বাসী তারা ইহকালেও অভিশপ্ত এবং পরকালে আরও ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, অবিশ্বাসীদের সঞ্চিত পাপরাশি তাদেরকে পৃথিবীর বুকেই প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিল। পবিত্র কুরআনে সীমালংঘনকারী পাপীদের ঐতিহাসিক ধ্বংসকাহিনী সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত আছে। মানুষকে সীমালংঘনের মত পাপের অকল্পনীয় শাস্তি হ'তে নিরাপদ থাকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রাচীন কালের কতিপয় ধ্বংসকাহিনী এখানে তুলে ধরা হ'ল।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِيْنَ- فَلَمَّا أَحَسُّوْا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ- لاَ تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُوْنَ- قَالُوْا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ- فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيْداً خَامِدِيْنَ-

'আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি যার অধিবাসীরা ছিল সীমালংঘনকারী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি। অতঃপর যখন তারা আমার আযাবের কথা টের পেল, তখনই তারা সেখান থেকে পলায়ন করতে লাগল। পলায়ন করো না এবং ফিরে এসো, যেখানে তোমরা বিলাসিতায় মত্ত ছিলে ও তোমাদের আবাসগৃহে। সম্ভবতঃ কেউ তোমাদের জিজ্ঞেস করবে। তারা বলল, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা

অবশ্যই সীমালংঘনকারী ছিলাম। তাদের এই আর্তনাদ সব সময় ছিল, শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে করে দিলাম যেন কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি' *(আম্বিয়া ২১/১১-১৫)*।

একই বিষয়ে অন্যত্র প্রত্যাদেশ এসেছে, وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِداً 'এসব জনপদ, যাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা সীমালংঘন করেছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য একটা প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম' *(কাহফ ১৮/৫৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيْرُ 'আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি। এমতাবস্থায় যে, তারা সীমালংঘনকারী ছিল। এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে' *(হজ্জ ২২/৪৮)*।

কুরআন মজীদে ঐসব জনপদ ধ্বংসের কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُوْنَ 'তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল আগমন করেছিলেন; অনন্তর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল। তখন আযাব এসে ওদেরকে পাকড়াও করল এবং নিশ্চিতই ওরা ছিল সীমালংঘনকারী' *(নাহল ১৬/১১৩)*।

উপরোক্ত আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আরও কিছু আয়াত এসেছে,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيْ أُمِّهَا رَسُوْلاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُوْنَ-

'আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা সীমালংঘন করে' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৯)*।

উপরোক্ত জনপদ সমূহের নানাবিধ সীমালংঘনের মধ্যে শিরক ছিল অন্যতম। আল্লাহ বলেন, وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِن نَّصِيْرٍ- 'তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা করে, যার কোন সনদ নাযিল করা হয়নি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুতঃ সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(হজ্জ ২২/৭১)*।

উপরের আয়াতগুলোতে প্রাচীনকালের ধ্বংস কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর বাস্তব নমুনা এখনও সে দেশগুলোতে চিহ্নিত হয়ে আছে। যেখানে তারা ধ্বংস হয়েছিল। বিশ্ববিখ্যাত অত্যাচারী ও নাফরমান ফেরআউনের কাহিনীও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্ববাসীর সন্দেহ দূরীকরণার্থে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা ফেরআউনের লাশকে অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন তার জন্মভূমিতে। মিশরের যাদুঘরে আজও তার লাশ পবিত্র কুরআনের সত্যতার মহা স্বাক্ষর বহন করছে। মহান আল্লাহ বলেন, مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ 'ফেরআউন, সে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়' *(দুখান ৪৪/৩১)*। তার কওমকে সমূলে নদীগর্ভে নিমজ্জিত করা হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত নূহ (আঃ)-এর কওম, লূত (আঃ)-এর কওম, হূদ (আঃ)-এর কওম, ছামূদ (আঃ)-এর কওম, শোয়াইব (আঃ)-এর কওম ধ্বংসের নির্মম কাহিনী আজও আল্লাহভীরু বান্দাদের সংশোধনের ক্ষেত্রে অনন্য উপকরণ। ঐসব কওমের লোকেরা তাদের নবী-রাসূলদের আনুগত্য করত না, বিশ্বাসও করত না, বরং তাঁদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। এমনকি কখনও তাঁদেরকে হত্যাও করত।

বর্তমানে উম্মতে মুহাম্মাদীর জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই নবী (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে সদা তৎপর। এরা বিশ্বাস করে আল্লাহ্র বিধান ও রাসূলের বিরোধিতা করলে সীমালংঘনের শিকার হ'তে হবে এবং অনিবার্য ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। কারণ মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছেন, 'আপনার যে কল্যাণ হয় তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে' *(নিসা ৪/৭৯)*।

সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা বা দেশে যেসব দুর্যোগ বা প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে, তা সেখানকার অধিবাসীদের সীমালংঘনের কারণেই হয়েছে। সাম্প্রতিকালের ঘন ঘন ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, সুনামি, হ্যারিকেন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির বিধ্বংসী ছোবলও সেখানকার অধিবাসীদের অন্যায়-অত্যাচার ও সীমালংঘনেরই ফল। তবে ইহকালের এসব ধ্বংসলীলা, ক্বিয়ামতের আসন্ন ধ্বংসযজ্ঞের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ 'যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশী অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্য বিমুখ হ'ত' *(রূম ৩০/৫৫)*।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ 'সেদিন সীমালংঘনকারীদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তওবা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদের দেয়া হবে না' *(রূম ৩০/৫৭)*। একই মর্মার্থে অপর এক আয়াতে আল্লাহ

তা'আলা বলেন, وَإِذَا رَأَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ 'যখন সীমালংঘনকারীরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের থেকে তা লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হবে না' *(নাহল ১৬/৮৫)*।

ক্বিয়ামত দিবসে সীমালংঘনকারীদের শোচনীয় দুরবস্থার বর্ণনায় প্রত্যাদেশ হয়েছে, 'যদি সীমালংঘনকারীদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা ক্বিয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে দিবে। তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না। আর দেখবে তাদের দুষ্কর্মসমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে' *(যুমার ৩৯/৪৭-৪৮)*।

সীমালংঘন সম্পর্কে অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে,

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى- يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى- وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرَى- فَأَمَّا مَنْ طَغَى- وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى-

'যখন মহাসংকট এসে যাবে, সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে এবং দর্শকদের জন্য জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে। তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম' *(নাযি'আত ৭৯/৩৪-৩৯)*।

ক্বিয়ামত দিবসের জটিলতার আরও সংবাদ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ- الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ- وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ- إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ- كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِم مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ- كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ- ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ-

'সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের, যারা ক্বিয়ামত দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপীই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হ'লে সে বলে, পুরাকালের উপকথা। কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে। অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১০-১৬)*।

উপরোক্ত আলোচনায় মানুষের জীবনের পাপরাশির সর্বোচ্চ পাপকে বোঝান হয়েছে। এরূপ পাপ সংগ্রহকারী ও বহনকারী যদি সারাজীবনে তার কৃত পাপের জন্য বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয় কিংবা অনুতপ্তও না হয়, তবে নিঃসন্দেহে সে সীমালংঘনকারীই থাকবে। আর যদি আল্লাহ্র রহমতে নিজের মানসিক চেতনায় কেউ অনুতপ্ত হয়ে সীমালংঘনের পরেও যে কোন পর্যায়ে অন্ততঃ মৃত্যুর পূর্বে হ'লেও আল্লাহ্র শরণাপন্ন হয়, ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাহ'লে তার ঐ অপরাধ ক্ষমা হ'তে পারে।

আল্লাহ মহাজ্ঞানী কৃপাশীল, দয়াশীল, ক্ষমাশীল, অনুগ্রহশীল, ধৈর্যশীল, সুবিচারক, মহাউন্নত, শ্রেষ্ঠ বাদশাহ ইত্যাদি অসীম গুণের অধিকারী। সুতরাং জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ সামান্যতম অবনত চিন্তায় আত্মসমর্পণ করলেও মুক্তির পথ পেতে পারে এবং দয়াশীল আল্লাহ তাকে ক্ষমাও করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ্র ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর দেখানো পথে না চললে এবং তাঁর নিষিদ্ধ পথকে বর্জন না করলে, তিনি যতই ক্ষমাশীল ও করুণাময় হোন না কেন, ঐ পাপী ব্যক্তি উদ্ধত-দুর্বিনীত সীমালংঘনকারী আল্লাহর ক্ষমা পাবে না।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর প্রদর্শিত পথে চলে তাঁর সন্তোষ লাভ করার এবং অসন্তোষ থেকে মুক্তি অর্জনের তাওফীক দান করুন- আমীন!

ঈদে মীলাদুন্নবী

আত-তাহরীক ডেস্ক

সংজ্ঞা :

'জন্মের সময়কাল'কে আরবীতে 'মীলাদ' বা 'মাওলিদ' বলা হয়। সে হিসাবে 'মীলাদুন্নবী'-র অর্থ দাঁড়ায় 'নবীর জন্ম মুহূর্ত'। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নাবী সালামু আলায়কা' বলা ও সবশেষে জিলাপী বিতরণ- এই সব মিলিয়ে 'মীলাদ মাহফিল' ইসলাম প্রবর্তিত 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা' নামক দু'টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয়(?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

উৎপত্তি :

ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম কারো মতে ৬০৪ হিঃ ও কারো মতে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান রাসূলের মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ'তেন। গভর্ণর নিজে তাতে অংশ নিতেন।[৭৪] আর এই অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হিঃ)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করেন।

হুকুম :

ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন একটি সুস্পষ্ট বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৭৫]

তিনি আরো বলেন, 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হ'তে সাবধান থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত ও প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী'। জাবের (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ 'এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম'।[৭৬]

ইমাম মালেক (রহঃ) স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যে সব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন' *(আল-ইনছাফ, পৃঃ ৩২)*।

মীলাদ বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত :

'আল-ক্বাওলুল মু'তামাদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ'আতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারি করেছিলেন।

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম :

মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ'আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন।

মৃত্যুদিবসে জন্মবার্ষিকী :

জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিবস হয় ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। ১২ রবীউল আউয়াল সোমবার ছিল তাঁর মৃত্যুদিবস। অথচ ১২ রবীউল আউয়াল রাসূলের মৃত্যুদিবসেই তাঁর জন্মবার্ষিকী বা 'মীলাদুন্নবী'র অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

একটি সাফাই :

মীলাদ উদযাপনকারীরা বলে থাকেন যে, মীলাদ বিদ'আত হ'লেও তা 'বিদ'আতে হাসানাহ'। অতএব জায়েয তো বটেই বরং করলে ছওয়াব আছে। কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু বক্তব্য শুনানো যায়। উত্তরে বলা চলে যে, ছালাত আদায় করার সময় পবিত্র দেহ-পোষাক, স্বচ্ছ নিয়ত সবই থাকা সত্ত্বেও ছালাতের স্থানটি যদি কবরস্থান হয়, তাহ'লে সে ছালাত কবুলযোগ্য হয় না। কারণ এরূপ স্থানে ছালাত আদায় করতে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছালাত আদায়ে কোন ফায়দা হবে না।

তেমনি বিদ'আতী অনুষ্ঠান করে নেকী অর্জনের স্বপ্ন দেখা অসম্ভব। হাড়ি ভর্তি গো-চেনায় এক কাপ দুধ ঢাললে যেমন পানযোগ্য থাকে না, তেমনি সৎ আমলের মধ্যে সামান্য শিরক-বিদ'আত সমস্ত আমলকে বরবাদ করে দেয়। সেখানে বিদ'আতকে ভাল ও মন্দ দুই ভাগে ভাগ করা যে আরেকটি গোমরাহী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

---

৭৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (দারুল ফিকর, ১৯৮৬) পৃঃ ১৩/১৩৭।*
৭৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০।*
৭৬. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫; নাসাঈ হা/১৫৭৯ 'ঈদায়েন-এর খুৎবা' অধ্যায়।*

ক্বিয়াম প্রথা :

সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে মীলাদ প্রথা চালু হওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আল্লামা তাক্বিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হিঃ) কর্তৃক ক্বিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে বলে কথিত আছে।[৭৭] তবে এর সঠিক তারিখ ও আবিষ্কর্তার নাম জানা যায় না।

এদেশে দু'ধরনের মীলাদ চালু আছে। একটি ক্বিয়ামযুক্ত, অন্যটি ক্বিয়াম বিহীন। ক্বিয়ামকারীদের যুক্তি হ'ল, তারা রাসূলের 'সম্মানে' উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর দ্বারা তাদের ধারণা যদি এই হয় যে, মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এই ধারণা সর্বসম্মতভাবে কুফরী। হানাফী মাযহাবের কিতাব 'ফাতাওয়া বাযযারিয়া'তে বলা হয়েছে, مَنْ ظَنَّ أَنَّ أَرْوَاحَ الأَمْوَاتِ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ يَكْفُرُ– 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ হাযির হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি কাফের'।[৭৮] অনুরূপভাবে 'তুহফাতুল কুযাত' কেতাবে বলা হয়েছে, 'যারা ধারণা করে যে, মীলাদের মজলিসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তাদের এই ধারণা স্পষ্ট শিরক'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর ধমকি প্রদান করেছেন।[৭৯] অথচ মৃত্যুর পর তাঁরই কাল্পনিক রূহের সম্মানে দাঁড়ানোর উদ্ভট যুক্তি ধোপে টেকে কি?

মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্পসমূহ :

(১) '(হে মুহাম্মাদ) আপনি না হ'লে আসমান-যমীন কিছু সৃষ্টি করতাম না'।[৮০]

(২) 'আমি আল্লাহ্র নূর হ'তে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হ'তে'।

(৩) 'নূরে মুহাম্মাদী' হ'তেই আরশ-কুরসী, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে'।

(৪) 'আদম সৃষ্টির সত্তুর হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক তাঁর নূর হ'তে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মু'আল্লায় লটকিয়ে রাখেন'।

(৫) 'আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন'।

(৬) 'মে'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়' *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

(৭) রাসূলের জন্মের খবরে খুশী হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও সংবাদ দান কারিনী দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের মধ্যের দু'টি পা আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসূলের (ছাঃ) জন্ম দিবসে জাহান্নামে আবু লাহাবের শাস্তি মওকুফ করা হবে বলে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নামে প্রচলিত তাঁর কাফের অবস্থার একটি স্বপ্নের বর্ণনা।

(৮) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে বিবি মরিয়ম, বিবি আছিয়া, মা হাজেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(৯) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলো দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি...।

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওয়াট। *দেখুন : মওযূ'আতে কাবীর প্রভৃতি।* মীলাদ উদযাপনকারী ভাইদের এই সব মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনার দুঃসাহস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। যেখানে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করুক'।[৮১]

তিনি আরও বলেন, لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে।... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[৮২]

যেখানে আল্লাহপাক এরশাদ করছেন, 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও বিবেক সবকিছুকে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হতে হবে' *(বনী ইস্রাঈল ৩৬)*।, সেখানে এই সব লোকেরা কেউবা জেনে শুনে কেউবা অন্যের কাছে শুনে ভিত্তিহীন সব কল্পকথা ওয়াযের নামে মীলাদের মজলিসে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতেও অবাক লাগে।

'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এরা 'আহাদ' ও 'আহমাদের' মধ্যে 'মীমের' পর্দা ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। তথাকথিত মা'রেফাতী পীরদের মুরীদ হলে নাকি মীলাদের মজলিসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন্ত চেহারা দেখা যায়। এই সব কুফরী দর্শন ও আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হ'ল মীলাদের মজলিসগুলো। বর্তমানে সরকারী রেডিও-টিভিতেও চলছে যার জয়জয়কার। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন- আমীন।

---

৭৭. *আবু ছাঈদ মোহাম্মাদ, মিলাদ মাহফিল (ঢাকা ১৯৬৬), পৃঃ ১৭।*
৭৮. *মীলাদে মুহাম্মাদী পৃঃ ২৫, ২৯।*
৭৯. *তিরমিযী, আবূদাঊদ; মিশকাত হা/৪৬৯৯ 'আদাব' অধ্যায়, ।*
৮০. *দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২।*
৮১. *বুখারী হা/১০৭।*
৮২. *বুখারী হা/৩৪৪৫।*

ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রগতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা

মূল : শেখ ছালেহ কামেল

*অনুবাদ : আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

পূর্বে প্রকাশিতের পর

ভাই ও বোনেরা!

পরিসংখ্যান ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় এবং সংখ্যালঘুরা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। ত্রাণ ও দাতব্য সংস্থাসমূহ কিংবা প্রচলিত জীবনধারণ প্রকল্পসমূহ এই দুঃখজনক পরিস্থিতির পরিবর্তনে বা উপশমে সক্ষমতা দেখাতে পারছে না। ফলে দারিদ্র্যের ক্রমবিস্তার সমাজকে অধিকতর মানবেতর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। জনসমাজ হয়ে পড়েছে দুষিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত। আর মুসলিম জাতি পরিণত হয়েছে দুর্দশা, রোগ-পীড়া আর দুর্ভিক্ষের প্রতীকে। গোটা বিষয়টি তাই আজ এক বৃহৎ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা প্রতিনিয়ত ইসলামী ব্যাংকসমূহকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, একটি ফলপ্রসূ আর্থ-সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণে তাদের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে, তা পালনে তারা যেন যরূরী ভিত্তিতে অগ্রসর হয়। তবে এই পদক্ষেপ এমন বাস্তবসম্মত হতে হবে, যেন কেবল লেখনী ও বক্তব্যের মঞ্চে নয়; বরং দরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী যেন তাদের কৃষিক্ষেত, শিল্প-কারখানা,ওয়ার্কশপ সর্বত্র এর প্রভাব স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পারে।

যে বিশ্ব আজ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলার কারণে নত হচ্ছে 'ড. ইউনুস' নামক একজন ব্যক্তি এবং 'গ্রামীণ ব্যাংক' নামক একটি ব্যাংকের সামনে, সে বিশ্ব আরো বহুগুণ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে ১০০-এর উর্ধ্বে পৌঁছানো ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য, যারা জনগণের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নে প্রতিনিয়ত আলোচনা-পর্যালোচনা অব্যাহত রেখেছে।

'গরীবের ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার আহ্বান, যাকে আমি ফরয যাকাত এবং বিশেষভাবে দরিদ্র ও অভাবীদের প্রাপ্য অংশের ব্যবহারিক অর্থ নিয়ে নামকরণ করেছি 'দরিদ্রদেরকে সম্পদশালী করার ব্যাংক' হিসাবে, তা কোন দয়া-দাক্ষিণ্য, অনুদান বা দাতব্য সংস্থার কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং এর উদ্দেশ্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এমন সুযোগ করে দেয়া, যাতে তারা উৎপাদনশীল কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে এবং গরীবদের সমাজের উৎপাদনশীল কার্যক্রমের একটি মৌলিক শক্তিতে পরিণত করা যায়। সকল পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলতে পারে এমন ক্ষুদ্র উৎপাদনশীল ও বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে সহজেই এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।

এছাড়া সমাজের অসচ্ছল গরীবদের উপার্জনক্ষম ও কর্মক্ষম করে তোলার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহকে তাদের কার্যক্রমের ব্যাপ্তি আরো সম্প্রসারিত করতে হবে। বিশেষত যে সব জায়গায় অন্যেরা আগেই কাজ শুরু করেছে। যেমন কুটির শিল্প ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কারিগর ও দক্ষ কর্মীদের অর্থায়ন ইত্যাদি। সাথে সাথে যামানত বা সিকিউরিটি গ্যারান্টি মানি-র হার কমাতে হবে, যেন উৎপাদনে জড়িত সর্বস্তরের অসচ্ছল মানুষের কাছে অর্থের প্রবাহ পৌঁছে যায়। তাছাড়া মনে মনে আমি একটি প্রকল্পের কথা ভাবছি যা সম্প্রতি কোনাক্রিতে (ঘানা) আইডিবির একটি বৈঠকে অংশগ্রহণের পর এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ভ্রমণের পর আমার ভিতরে বদ্ধমূল হয়েছে। আমি আশাবাদী যে, এই প্রকল্পটি একদিন পূর্ণতা পাবে এবং আগামী বছরগুলির মধ্যে বাস্তবতার মুখ দেখবে।

প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী!

সন্দেহ নেই যে, ধারণা ও কৌশলগত দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলোর নিজেদেরকে এগিয়ে নেয়ার খুব ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। তার কারণ হ'ল সমসাময়িককালের ইসলামী পুনর্জাগরণ এবং মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনকামী প্রবণতার বিকাশ। যা ইসলামী ব্যাংকিং অঙ্গনে অধিকতরভাবে স্বচ্ছতা আনা ও শরী'আহ অনুমোদিত আর্থিক লেনদেনের নিশ্চয়তা বিধান এবং সাথে সাথে সেখানে বৃহৎ পরিমাণে আর্থিক সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য তাগাদা দেয়। এজন্য কৌশলগত সকল প্রস্তুতি থাকতে হবে, যেন সম্পদের সরবরাহকে ধরে রাখা যায় এবং অর্থসংস্থানকারীদের শরী'আহ মোতাবেক যথাযথভাবে বিনিয়োগের নিশ্চয়তা দেয়া যায়। তবে কৌশলগত দুর্বলতা এবং শারঈ মূলনীতি অনুসরণে গাফলতি থাকলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এই সুবর্ণ সুযোগ হারাবে। সাথে সাথে সে সব মানুষকে হতাশার মধ্যে ঠেলে দেবে যারা ইসলামী ব্যাংকসমূহকে শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত বিনিয়োগের সার্থক ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করেছিল।

অন্যদিকে বিশ্ব আজ প্রকৃত মাল (real goods) সম্পদের সংকটে ভুগছে করছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য এটা সত্যিই একটি ভাল সুযোগ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কোন ফলপ্রসূ বিনিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত পার্থিব নে'মতরাজি আহরণের চেষ্টা চালাতে হবে।

* *পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

ইসলামী অর্থনীতির কার্যক্রমে অগ্রগতি আনার জন্য আরও যে সকল ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম হ'ল, বিনিয়োগের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করা। সাথে সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে আগ্রহী করায় জোর দেয়া এবং বিনিয়োগের স্বার্থে তাদেরকে ইসলামী অর্থনীতির নানা আর্থিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়া। এ সব পদক্ষেপ অধিকহারে বিনিয়োগ সহায়ক অর্থ সঞ্চয়ের পথ খুলে দেবে।

অধিকন্তু, যোগাযোগব্যবস্থা ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের চরমোন্নতি এবং ব্যাংকিং লেনদেনে যে উদারীকরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা আমাদেরকে এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি করেছে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের ইসলামী ব্যাংকগুলোকে নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে হালনাগাদ হতে হবে। এটা সম্ভব হতে পারে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিত্যনতুন প্রযুক্তির যে বিপ্লব ঘটেছে এবং সারা বিশ্বের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক রাখার জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধার উদ্ভব ঘটেছে, তার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে। এছাড়া আগামী দিনগুলোতে সেকেলে আমলের সেবাসমূহের আধুনিকায়ন করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন ধারার গ্রাহক সেবা কর্মসূচি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোতে যে প্রতিযোগিতার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সাথে সাথে অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অধিকহারে ভোক্তাদের টার্গেট করে তাদেরকে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমে সরাসরি যুক্ত করার জন্য।

সম্মানিত ভ্রাতৃবর্গ!

আমি সবসময়ই সনাতন ব্যাংকিং সেক্টরকে আরো বেশী করে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে আসছি। কেননা শারঈ মূলনীতির অনুকূলে থাকা পর্যন্ত এ সহযোগিতায় কোন শারঈ বাধা নেই। আমি বিশ্বাস করি, পক্ষপাতদুষ্ট কোন অপ্রমাণিত ধারণাকে পাত্তা না দিয়ে যদি আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির প্রয়াস চালাই, তা আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে কোনরূপ ক্ষতি করবে না। বরং এই ধরনের সহযোগিতা একটি সমন্বিত অর্থ তহবিল গঠনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ পূরণের সুযোগ তৈরী করবে। অধিকন্তু মৌলিক প্রয়োজনসমূহ মিটানো এবং রফতানী সহায়তার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার আশ্রয় গ্রহণ করা অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকেরই বেশী প্রয়োজন। কারণ অনেক ইসলামী দেশেই ইসলামী ব্যাংক না থাকার সমস্যা বিরাজ করছে।

এর সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় হ'ল, বড় বড় সনাতন ব্যাংকসমূহ তাদের ব্যাংকগুলোতে সমন্বিতভাবে ইসলামী শাখা খোলার যে প্রয়াস নিচ্ছে, তার প্রতি আমাদের ইতিবাচক মনোভাব দেখানো। কেননা বিষয়টি প্রাক-অনুমিত কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় নয়। বরং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট থেকে বিষয়টি দেখলে তা আমাদের জন্য একটি নীতিগত বিজয় এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভিত্তি আরো সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ বৈকি! এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা প্রতীক্ষায় রয়েছি একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকিং অভিজ্ঞতার সাথে ইসলামের মহৎ মূলনীতিসমূহের সুষম মিথস্ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার জন্য। এতে আমাদের কৌশলসমূহ এবং বিনিয়োগের ধরন ও গ্রাহক পর্যায়ে সেবাদান কার্যক্রম আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

আরো একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর সাথে সংশ্লিষ্ট তা হ'ল, ইসলামী ব্যাংকসমূহকে তাদের নিজস্ব আইনী কাঠামোর পরিপূর্ণতা দেয়া ও তার সুরক্ষা করা এবং নিজেদের মধ্যে আন্তঃসহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো। এজন্য এর প্রধান মূলনীতি সমূহকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং লেনদেনে কোন প্রকার সন্দেহকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। একই সাথে ফৎওয়াসমূহ হ'তে হবে কেবলমাত্র ইসলামের মূল উৎস তথা পবিত্র কুরআন ও হাদীছের উপর ভিত্তিশীল। ব্যতিক্রম, শর্তাধীনে বৈধ, জনস্বার্থ রক্ষা কিংবা শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থরক্ষা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে যেন কোন ফৎওয়া না দেয়া হয়।

সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী!

সন্দেহ নেই যে স্বয়ং ইসলামী ব্যাংকসমূহেরই স্বীয় আওতা বহির্ভূত অনেক সমস্যা ও প্রতিকূলতা রয়েছে। আমি সেদিকে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না। আপনারা নিত্যই সে সকল সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। তবে একটি মৌলিক সমস্যার দিকে আমি ইঙ্গিত করতে চাই যা সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যার গোড়ায় প্রোথিত। তা হ'ল ইসলামী অর্থনীতি ও এর কার্যপ্রণালীর সরকারী স্বীকৃতি না থাকা। পৃথিবীতে আজ ৮০০ মিলিয়ন মুসলিম, যারা কোনরূপ পক্ষপাত বা অন্ধ আনুগত্যের বশবর্তী না হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামকে ইবাদত ও ব্যবহারিক জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং পশ্চাতমুখী চারিত্রিক ও বৈষয়িক দুরবস্থার হাত থেকে নিজেদেরকে উদ্ধার করেছেন। এমন কেউ নেই যে মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে দ্বীনের মূলনীতিসমূহের সুনিশ্চিত কার্যকারিতার ব্যাপারে মুসলমানদের ঈমান বা দৃঢ় আস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। অথচ তা স্বত্ত্বেও আমাদের অর্থনীতিবিদগণ বিবিধ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ইসলামী অর্থনীতির মধ্যে না খুঁজে অন্যত্র অনুসন্ধান করছেন।

এই নেতিবাচক পরিস্থিতির সাথে সাথে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য আরো যে সকল সমস্যা তৈরী হয়েছে তার জন্য দায়ী হ'ল, ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য সুশৃংখল কার্যপ্রণালীর অভাব, যথাযথ নিয়ন্ত্রণবিধি ও তদন্তের ব্যবস্থা না থাকা, ঋণ প্রদানের নির্ধারিত সীমা না থাকা, ব্যাংকের তারল্য ও রিজার্ভ তহবিল সংকট ইত্যাদি। আরো দায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে তারল্য সরবরাহে সহায়ক কোন শারঈ মেকানিজম না থাকা, ইসলামী ব্যাংকসমূহকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক পদক্ষেপ নেয়া থেকে নিবৃত রাখা, ভূ-সম্পত্তির মালিকানা লাভ এবং তা ভাড়া দেয়া বা নেয়া, যদিও এটা ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফা ও রিটার্নের উপর উচ্চ হারে করারোপ করা, যেখানে সনাতন ব্যাংকসমূহের পুঁজি ও সূদের উপর কোন করারোপ করা হয় না।

যাই হোক, আমরা তবুও আশাবাদী যে, সমাজে মূল্য সংযোজনে (Added value) আমরা যে অবদান রাখছি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার যে উদ্যোগ নিয়েছি এবং এ সম্পর্ককে যুথবদ্ধ করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তাতেই উপরোক্ত সমস্যাসমূহের সমাধান কিংবা নেতিবাচক তীব্রতা ও প্রভাব কমিয়ে আনার উপাদান নিহিত রয়েছে।

প্রিয় ভাইয়েরা!

এই সম্মাননা পেয়ে আমি সত্যিই গর্ববোধ করছি। তবে এটা আমার উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভার চাপিয়ে দিয়েছে তা হল, আমার চলার গতি অব্যাহত রাখতে হবে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর সার্বিক অগ্রগতি সাধনে আমাকে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। পৃথিবীর উন্নয়নে, ইসলামী অর্থনীতির উৎকর্ষ সাধনে এবং সর্বোপরি মানবতার কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকিং-এর শরীরে নতুন রক্তের সঞ্চার করে এর জন্য আরো উজ্জ্বল ও প্রশস্ততর ময়দান অনুসন্ধান করতে হবে। যাতে করে সর্বত্র শ্রমের মর্যাদা, উৎপাদন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা যায়। ইসলামী অর্থনীতির নিখাদ কল্যাণসমূহকে ফিরিয়ে আনতে আমরা ব্যবহারিক ময়দানে জোর তৎপরতার সাথে কাজ করে যেতে পারব বলে আমি আশাবাদী। যেন এর মাধ্যমে বস্তুগত ও আদর্শগত উভয় দিক থেকে আমরা এই উম্মতের গৌরবোজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ অতীতের স্পর্শ লাভে ধন্য হতে পারি। আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ আপনাদেরকে হেফাযত করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হাদীছের গল্প

অতিথি আপ্যায়নে ইলাহী মদদ

মেহমানের সম্মান করা ইসলামে অশেষ ছওয়াবের বিষয়। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মেহমান নেওয়াযী করলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে গায়েবী মদদ মেলে। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ।

আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'আছহাবে ছুফফাহ' (মসজিদে নববীর বারান্দায় বসবাসকারী ছাহাবীগণ) গরীব মানুষ ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যার কাছে দু'জনের আহার আছে সে যেন (তাদের মধ্য থেকে) তৃতীয় জনকে সাথে নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজনের আহারের ব্যবস্থা আছে, সে যেন পঞ্চম অথবা ষষ্ঠজনকে সাথে নিয়ে যায়'। আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘরেই রাতের আহার করেন এবং এশার ছালাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এশার ছালাতের পর তিনি পুনরায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘরে ফিরে আসেন। অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্ছামত রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বাড়ি ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, বাইরে কিসে আপনাকে আটকে রেখেছিল? তিনি বললেন, 'তুমি এখনো তাদেরকে খাবার দাওনি?' স্ত্রী বললেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে রাযী হ'লেন না। তাদের সামনে খাবার দেওয়া হয়েছিল, তারা তা খাননি। আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) আমি লুকিয়ে গেলাম। তিনি (রাগান্বিত হয়ে) বলে উঠলেন, ওরে মূর্খ! অতঃপর নাক কাটা ইত্যাদি বলে গালাগালি করলেন এবং (মেহমানদের উদ্দেশ্যে) বললেন, আপনারা স্বাচ্ছন্দ্যে খান, আল্লাহ্র কসম! আমি মোটেই খাব না।

আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা লুকমা (খাদ্যগ্রাস) উঠিয়ে নিতেই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন, সকলেই পেট ভরে খেলেন। অথচ পূর্বের চেয়ে বেশী খাবার রয়ে গেল। আবু বকর (রাঃ) খাবারের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে বললেন, হে বনু ফিরাসের বোন! এ কী? তিনি বললেন, আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এ তো পূর্বের চেয়ে তিনগুণ বেশী! সুতরাং আবু বকর (রাঃ)ও তা থেকে আহার করলেন এবং বললেন, আমার (খাব না বলা) সে কসম শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। তারপর তিনি আরো খেলেন এবং অতিরিক্ত খাবার নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাবার তাঁর নিকটেই ছিল।

এদিকে আমাদের এবং অন্য একটি গোত্রের মাঝে যে চুক্তি ছিল তার সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায়। (এবং তারা মদীনায় আসে)। অতঃপর আমরা তাদেরকে তাদের বারো জনের নেতৃত্বে ভাগ করে দেই। প্রত্যেকের সাথেই কিছু কিছু লোক ছিল। তবে প্রত্যেকের সাথে কতজন ছিল তা আল্লাহই বেশী জানেন। তারা সকলেই সেই খাদ্য আহার করে।

অন্য বর্ণনায় আছে, আবু বকর 'খাবেন না' বলে কসম করলেন, তা দেখে তাঁর স্ত্রীও 'খাবেন না' বলে কসম করলেন। আর তা দেখে মেহমানরাও তিনি সঙ্গে না খেলে 'খাবেন না' বলে কসম করলেন! আবু বকর (রাঃ) বললেন, এসব (কসম) শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তিনি খাবার আনতে বলে নিজে খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন। তাঁরা যখনই লুকমা উঠিয়ে খাচ্ছিলেন, তখনই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। আবু বকর (রাঃ) স্ত্রীকে বললেন, হে বনু ফিরাসের বোন! এ কী? স্ত্রী বললেন, আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এখন এ তো খেতে শুরু করার আগের চেয়ে অধিক বেশী! সুতরাং সকলেই খেলেন এবং অতিরিক্ত খাবার নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। আব্দুর রহমান বলেন, তিনি তা হ'তে খেলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আবু বকর (রাঃ) আব্দুর রহমানকে বললেন, তোমার মেহমান নেও। তুমি তাদের খাতির কর। আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট যাচ্ছি। আমার ফিরে আসার আগে আগেই তুমি (খাইয়ে) তাদের আপ্যায়ন সম্পন্ন করো। সুতরাং আব্দুর রহমান তাঁর নিকট যে খাবার ছিল, তা নিয়ে তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনারা খান। কিন্তু মেহমানরা বললেন, আমাদের বাড়িওয়ালা কোথায়? তিনি বললেন, আপনারা খান। তারা বললেন, আমাদের বাড়িওয়ালা না আসা পর্যন্ত আমরা খাব না। আব্দুর রহমান বললেন, আপনারা আমাদের তরফ থেকে মেহমান নেওয়াযী গ্রহণ করুন। কারণ তিনি এসে যদি দেখেন যে, আপনারা খাননি, তাহ'লে অবশ্যই আমরা তাঁর নিকট থেকে (বড় ভর্ৎসনা) পাব। কিন্তু তারা (খেতে) অস্বীকার করলেন।

আব্দুর রহমান বলেন, তখন আমি বুঝে নিলাম যে, তিনি আমার উপর রাগান্বিত হবেন। অতঃপর তিনি এলে আমি তাঁর নিকট থেকে সরে গেলাম। তিনি বললেন, কী করেছ তোমরা? তাঁরা তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বললেন। অতঃপর তিনি ডাক দিলেন, আব্দুর রহমান! আব্দুর রহমান নিরুত্তর থাকল। তিনি আবার ডাক দিলেন, আব্দুর রহমান? কিন্তু তখনও তিনি নীরব থাকল। তারপর আবার বললেন, হে বেওকুফ! আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি, যদি তুমি আমার ডাক শুনতে পাও, তাহ'লে এসে যাও।

আব্দুর রহমান বলেন, তখন আমি বাধ্য হয়ে বের হয়ে এলাম। বললাম, আপনি আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, (আমি তাদেরকে খেতে দিয়েছিলাম কি না?' তারা বললেন, সে সত্যই বলেছে। সে আমাদের কাছে খাবার নিয়ে এসেছিল। আমরাই আপনার অপেক্ষায় খাইনি। আবু বকর (রাঃ) বললেন, তোমরা আমার অপেক্ষা করে বসে আছ। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আজ রাতে আমি আহার করব না। তারা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমরাও খাব না। তিনি বললেন, ধিক্কার তোমাদের প্রতি! তোমাদের কী হয়েছে যে, আমাদের পক্ষ থেকে মেহমান নেওয়াযী গ্রহণ করবে না? অতঃপর আব্দুর রহমানের উদ্দেশ্য বললেন, নিয়ে এসে তোমার খাবার। তিনি খাবার নিয়ে এলে আবু বকর তাতে হাত রেখে বললেন, বিসমিল্লাহ। প্রথম (রাগের অবস্থায়) কসম ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তিনি খেলেন এবং মেহমানরাও আহার করলেন *(বুখারী হা/৬০২, ৩৫৮১, ৬১৪০, ৬১৪১; মুসলিম হা/২০৫৭; আবুদাঊদ হা/৩২৭০; আহমাদ হা/১৭০৪)*।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে খালেছ নিয়তে অতিথি আপ্যায়নের মাধ্যমে বরকত লাভের তাওফীক দান করুন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

ঈমান হরণ

অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে আব্দুল্লাহ। বছর পনের হ'ল গ্রামের মায়া-মমতা ত্যাগ করে দ্বীনী ইলম অর্জনের জন্য তার বাইরে যাওয়া। গ্রামে কোন ভাল আলেম ছিল না, যার কাছ থেকে গ্রামবাসী দ্বীনী ইলম শিক্ষা করবে। এতদিন পরে আব্দুল্লাহ যোগ্য আলেম হয়ে নিজ গ্রামে ফিরে এসেছে।

আগামীকাল ২১শে ফ্রেব্রুয়ারী; শহীদ দিবস। এটা এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিদ্যালয়সমূহে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হবে। তাই বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা ফুল সংগ্রহে মেতে উঠেছে। বিভিন্ন প্রকার ফুল সংগ্রহ করে তারা পুষ্পাঞ্জলী তৈরী করছে। আব্দুল্লাহ এ দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল এবং মনে মনে ভাবল, আমিও এক সময় এমনটিই করতাম। এটা ভেবেই সে খুব মানসিক কষ্ট অনুভব করল। অতঃপর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, হায়! এভাবেই রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ঈমান হরণ করছেন। এরপর সে ঐ ছেলে-মেয়েদের নিকটে আসল এবং তাদেরকে ২১শে ফেব্রুয়ারীর করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে বুঝাল। হাসান নামের একটি ছেলে ব্যতীত সবাই তার কথাকে উপেক্ষা করে চলে গেল।

পরদিন সকাল বেলা হাসান সিদ্ধান্ত নিল যে, সে ২১শে ফেব্রুয়ারী উদযাপন অনুষ্ঠানে যাবে না। কিন্তু বন্ধুদের চাপের মুখে অবশেষে তাকে যেতেই হ'ল। ছাত্র-ছাত্রীরা নগ্নপায়ে শহীদ মিনারে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করল। তাদের পিছু পিছু হাসান জুতা পরে খালি হাতে নীরবে শহীদ মিনারে গেল। একজন শিক্ষক তাকে জুতা পরে শহীদ মিনারে আসতে দেখে দ্রুত তার কাছে এলেন। হাসানের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে শহীদ মিনার থেকে নামালেন এবং একজন ছাত্রকে একটি লাঠি আনার হুকুম দিলেন। এরপর তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করেই বেদম প্রহার করলেন। আর বেয়াদব, অসভ্য, মূর্খ ইত্যাদি বলে গালি-গালাজ করলেন। শিক্ষকের বেধড়ক লাঠির বাড়িতে হাসান অসুস্থ হয়ে পড়ল।

বন্ধুরা ধরে তাকে বাড়িতে নিয়ে এল। বাবা-মা ছেলের এ অবস্থা দেখে অশ্রু ধরে রাখতে পারলেন না। হাসানকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনে হাসানের বাবা তাকে নিয়ে আব্দুল্লাহ্‌র নিকটে আসলেন এবং তাকে সবকিছু খুলে বললেন। গ্রামের কতিপয় গণ্যমান্য লোককে সাথে নিয়ে আব্দুল্লাহ ও হাসানের বাবা পরদিন স্কুলে গেলেন। যে শিক্ষক হাসানকে মেরেছিল আব্দুল্লাহ ঐ শিক্ষককে মারার কারণ জিজ্ঞেস করল। শিক্ষক বললেন, হাসান জুতা পরে শহীদ মিনারে গিয়ে শহীদদের অপমান করেছে, এটিই তার অপরাধ। আব্দুল্লাহ বলল, বলুনতো পৃথিবীতে উত্তম জায়গা কোনটি, মসজিদ নাকি শহীদ মিনার? তিনি বললেন, মসজিদ। আব্দুল্লাহ বলল, মসজিদ উত্তম জায়গা হওয়া সত্ত্বেও পরিষ্কার জুতা পরে সেখানে ঢোকার ও ছালাত আদায়ের অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদে জুতা পরে প্রবেশ করলে অপমান করা হয় না, আর শহীদ মিনারে জুতা পরে উঠলে অপমান করা হয়? এই শিক্ষা আপনারা কোথা থেকে পেলেন? আপনারা ভাষা শহীদের জন্য ভক্তি গদগদ চিত্তে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এসব করছেন, কিসে শহীদদের প্রকৃত মঙ্গল ও কল্যাণ হবে তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন? ভাষা শহীদের জন্য আপনারা কয়দিন দো'আ করেছেন? কয়দিন তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেছেন? কয়দিন তাদের নাজাতের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কেঁদেছেন। তাদের জন্য কয় টাকা নিজে ছাদাক্বা করেছেন? এসব না করে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে, নীরবতা পালন করে নিজে যেমন শিরক করছেন, তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিরক করাচ্ছেন। এভাবে আপনারা ছাত্র-ছাত্রীদের ঈমান বিনষ্ট করে চলেছেন। এর জন্য অবশ্যই আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আব্দুল্লাহ্‌র কথায় একজন অভিভাবক বললেন, বাবা তুমি হাছা কইতাছো? তাইলে আমি আর আমার পোলারে এইহানে পড়ামু না। ওরে মাদ্রাসায় দিমু। তার কথায় সবাই সমস্বরে বলল, হ আমরাও আমাদের পোলা-মাইয়ারে মাদ্রাসায় দিমু। হাসানের বাবা বললেন, আপনে ওর শিক্ষক না অইলে আইজ আমিও বুঝাইতাম আমারে কতখানি কষ্ট দিছেন।

আব্দুল্লাহ সবাইকে থামিয়ে বলল, আমরা বাবারাও সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকে শিরক শিক্ষা দিয়ে থাকি। একজন জিজ্ঞেস করলেন, কেমনে বাবা? আব্দুল্লাহ বলল, আমরা সন্তানদের কপালে কাল টিপ দেই এই বিশ্বাসে যে, তার প্রতি বদনযর লাগবে না। সন্তানদের কোমরে কালো সুতা বেঁধে দেই। অনেকে তাতে বিভিন্ন কড়ি গেঁথে দেই। একটু কিছু হ'লেই তাদের গলায় তাবীয ঝুলিয়ে দেই। এসব করি রোগ প্রতিরোধ কিংবা তাদের মঙ্গলের জন্য। অথচ এতে তাদের কোন উপকার হয় না বরং ক্ষতি হয়। কারণ এসব শিরকী কাজ। এসবের জন্য আমাদেরকেও আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আব্দুল্লাহ্‌র কথায় সবাই সিদ্ধান্ত নিল যে, ভবিষ্যতে তারা এসব করবে না। শিক্ষকও লজ্জিত হয়ে হাসানের বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল এবং বলল, না জেনে প্রশাসনের চাপে আমাদেরকে এসব করতে হয়। তবে যতদূর পারি আগামীতে এসব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আব্দুল্লাহকে বললেন, আপনি আমাদেরকে অনেক শিরকী বিষয়ে সতর্ক করলেন। এ ব্যাপারে আমরা নিজেরা সাবধান হব এবং অন্যদেরকেও সাবধান করার চেষ্টা করব। আপনার মত দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজন সমাজে আরো দরকার।

মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান
হয়বৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

শীতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা

শীতকালে অনেকেরই বেশ কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে থাকে। একটু সতর্ক থাকলে এগুলো যেমন প্রতিরোধ করা যায়, তেমনি আক্রান্ত হয়ে গেলে প্রতিকারও সহজ হয়। অন্যথা সমস্যাগুলো কষ্ট দিতে পারে, ভোগান্তিও বেড়ে যেতে পারে।

সর্দি-কাশি :

শীতকালে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি হওয়া অতিসাধারণ অথচ বিরক্তিকর একটি রোগ। বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের মাধ্যমে এ রোগ সংক্রমিত হয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয় রাইনো ভাইরাসের মাধ্যমে। ঘন ঘন হাঁচি হওয়া, নাক দিয়ে পানি পড়া, সঙ্গে একটু-আধটু কাশি ও সামান্য জ্বর এগুলো সর্দির লক্ষণ।

সাধারণত সপ্তাহ খানেকের মধ্যে রোগটি ভালো হয়ে যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে রোগের জটিলতা দেখা দেয়। শিশুদের ফুসফুসে ইনফেকশন হয়ে ব্রংকিওলাইটিস, নিউমোনিয়া, মধ্যকানের প্রদাহ ইত্যাদি হ'তে পারে। বড়দের হ'তে পারে সাইনোসাইটিস।

চিকিৎসা : সাধারণত সপ্তাহ খানেকের মধ্যে রোগটি কোন ওষুধ ছাড়াই ভালো হয়ে যায়। তবে অধিকমাত্রায় পানি পান তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করে। এছাড়া নাকের সর্দি নিয়মিত পরিষ্কার করে নাসারন্ধ্র খোলা রাখতে হবে। ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া বা রান্নাবান্নার ধোঁয়া এই রোগীদের জন্য ক্ষতিকর। নাক থেকে পানি ঝরা কমাতে প্রয়োজন অ্যান্টিহিস্টামিন-জাতীয় ওষুধ। আর ব্যথা ও জ্বরের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ সেবন করা যেতে পারে। শিশুদের ব্রংকিওলাইটিস, নিউমোনিয়াসহ যেকোন জটিলতায় অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে হবে।

প্রতিরোধ : নিয়মিত হাত ধোয়া, কনুই ভাঁজ করে তাতে হাঁচি দেওয়া, তা না হ'লে রুমাল বা টিস্যু পেপার দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে হাঁচি দেওয়া, নাক ঝেড়ে যেখানে-সেখানে নাকের ময়লা না ফেলা ইত্যাদি। সর্দি প্রতিরোধে এসব পদক্ষেপ অবশ্যই নিতে হবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা :

রোগটি ফ্লু নামেও বেশ পরিচিত। শীতকালে এ রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। এটি ভাইরাসজনিত একটি রোগ; তবে সাধারণ সর্দি-কাশি থেকে আলাদা। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দিয়ে এ রোগ হয়। শরীরে জীবাণু ঢোকার এক থেকে চার দিনের মধ্যেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে জ্বর, নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি, খুসখুসে কাশি, শরীর ব্যথা, মাথাব্যথা, ক্ষুধামন্দা, বমি, দুর্বলতা ইত্যাদি। সাধারণ সর্দি-কাশির চেয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণগুলো গুরুতর। বয়স্ক ও শিশুদের ক্ষেত্রে রোগটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মধ্যে সংক্রমণের হার তাদেরকে দুর্বলও করে ফেলে। এটি থেকে সাইনোসাইটিস, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদিও হ'তে পারে।

চিকিৎসা : ইনফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসা উপসর্গভিত্তিক। হাঁচি-কাশির জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন এবং জ্বর ও শরীর ব্যাথার জন্য প্যারাসিটামল-জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে। সেকেন্ডারী ইনফেকশন হয়ে সাইনোসাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি হ'লে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন পড়ে; সঙ্গে প্রচুর পানি বা তরল খাবার গ্রহণ করা আবশ্যক।

প্রতিরোধ : ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ করা যরূরী। সাধারণ সর্দি-কাশির মতোই স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে রোগটি প্রতিরোধ করা যেতে পারে অনেকাংশে। প্রতিরোধ করা যেতে পারে টিকার মাধ্যমেও। তবে টিকা দিতে হবে প্রতিবছরই। কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস তাদের গঠন প্রায়ই পরিবর্তন করে এবং বিবর্তিত হয়।

গলায় খুসখুসি :

ঠাণ্ডার জন্য গলা খুসখুস করে এবং কাশি হয়। অনেক সময় জীবাণুর সংক্রমণ হয়। তখন একটু জ্বরও হয়। হালকা গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে দিনে কয়েকবার গড়গড়া করলে উপকার পাওয়া যাবে। গলায় যেন ঠাণ্ডা লাগতে না পারে, সে জন্য মাফলার জড়িয়ে রাখা ভালো।

হাঁপানী :

শীতকালে অ্যালার্জি জনিত হাঁপানীর প্রকোপ বেড়ে যায়। শীতের শুষ্ক মৌসুমে আমাদের চারপাশে পরিবেশে অ্যালার্জেন ও শ্বাসনালীর উত্ত্যক্তকারী কিছু বস্তু বেশি থাকে। ঘরের ভেতরে থাকে ঘরোয়া জীবাণু মাইট, ছত্রাক ও পোকামাকোড়ের বিষ্ঠা। তাছাড়া শীতের দিনে ঘরের দরজা-জানালা অন্য মৌসুমের চেয়ে একটু বেশীই বন্ধ রাখতে হয় বলে ঘরের রান্নাবান্নার ধোঁয়া আটকা পড়ে বেশী। মাটি ও বাতাসে ফুলের রেণু ও ধুলাবালি থাকে খুব বেশী। এসবের কারণেই শীতকালে হাঁপানি বেড়ে যায়।

প্রতিরোধঃ বাড়িঘরের অ্যালার্জেন- যেমন ঘরদোরের ধূলা বালি, মাইট ইত্যাদি ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার রাখতে হবে। ঘরে আলো-বাতাস বইতে দিতে হবে। বাইরে চলাচলের সময় মুখোশ ব্যবহার করতে হবে। ঘন ঘন স্বাভাবিক পানি পান করতে হবে। তবে গরম পানি খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এতে শ্বাসনালিতে তৈরি হওয়া শ্লেষ্মা পাতলা থাকবে। তাতে কাশি ও শ্বাসকষ্ট কমবে। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো কিছু ওষুধ সেবন করেও হাঁপানী সাময়িক প্রতিরোধ করা গেলেও মূলতঃ উপরোক্ত নিয়মগুলি সর্বদা মেনে চললে স্থায়ীভাবে হাঁপানী প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

[সংকলিত

লতিকচুর চাষ

বাংলাদেশে কচুর মুখী ও কচুর লতি জনপ্রিয় সবজি। এছাড়া কচুর শাক ও কচুর ডগা পুষ্টিকর সবজি হিসাবে প্রচলিত। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের এক হিসাব মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৩৫ হাযার হেক্টর জমিতে পানিকচুর চাষ হচ্ছে, যা থেকে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ হাযার টন লতি পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করা হ'লে উৎপাদনের পরিমাণ কয়েক গুণ বাড়ানো সম্ভব।

জাত : বাংলাদেশে লতিকচুর অনেক জাত থাকলেও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে অবমুক্ত লতিকচুর জাত 'লতিরাজ' চাষ বেশ লাভজনক।

মাটি : জৈব পদার্থসমৃদ্ধ পলি দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে এর চাষ ভালো হয়। বেলেমাটিতে রস ধরে রাখতে পারে না বলে চাষের জন্য এ ধরনের মাটি উপযোগী নয়।

জমি : মাঝারি নিচু থেকে উঁচু যেকোন জমি লতিকচু চাষের উপযোগী। বৃষ্টির পানি জমে না, কিন্তু প্রয়োজনে সহজেই পানি ধরে রাখতে পারে, এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরি : কচুর লতি পানিকচু থেকে পাওয়া যায়। লতি উৎপাদনের জন্য পানিকচুর জমি শুকনো ও ভেজা উভয় অবস্থাতেই তৈরি করা যায়। শুকনোভাবে তৈরির জন্য চার থেকে পাঁচটি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও সমান করতে হয়। ভেজা জমি তৈরির জন্য ধান রোপণে যেভাবে জমি কাদা করা হয় সেভাবে তৈরি করতে হয়।

রোপণের সময় : খরিপ মৌসুমে কচুর লতি পাওয়া যায় বা সংগ্রহ করা যায় বলে জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী মাস রোপণের জন্য উপযুক্ত সময়।

বংশবিস্তার : পূর্ণবয়স্ক পানিকচুর গোড়া থেকে যেসব ছোট ছোট চারা উৎপন্ন হয় সেগুলোই বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

চারা রোপণ পদ্ধতি : পানিকচুর চারা কম বয়সী হ'তে হয়। চার থেকে ছয় পাতার সতেজ চারাগুলোই রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হয়। রোপণের সময় চারার ওপরের দুই থেকে তিনটি পাতা রেখে নীচের বাকী সব পাতা ছাঁটাই করে দিতে হয়। চারার গুঁড়ি বা গোড়া বেশী লম্বা হ'লে কিছুটা শিকড়সহ গুঁড়ির অংশবিশেষ ছাঁটাই করে দেয়া যেতে পারে। সারি থেকে সারি ৬০ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছ ৪৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে চারা রোপণ করতে হয়। চারা রোপণে মাটির গভীরতা ৫ থেকে ৬ সেন্টিমিটার রাখতে হয়।

পরিচর্যা : গুঁড়ি থেকে চারা উৎপন্ন হওয়ার পর যদি মূল জমিতে চারা রোপণে দেরী হয়, তাহ'লে সেগুলো ভেজা মাটি ও ছায়া আছে এমন স্থানে রেখে দিতে হয়। চারাগুলো আঁটি বেঁধে বা কাছাকাছি রাখতে হয়। রোপণের সময় বা পরে কিছু দিন পর্যন্ত জমিতে বেশী পানি থাকার কারণে যাতে চারা হেলে না পড়ে সেজন্য মাটি কাঁদা করার সময় খুব বেশী নরম করা উচিত নয়। গাছ কিছুটা বড় হ'লে গোড়ার হলুদ হয়ে যাওয়া বা শুকিয়ে যাওয়া পাতা সরিয়ে ফেলতে হয়। ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে জমি পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। রোপণের এক থেকে তিন মাসের মধ্যে ক্ষেতে কোন প্রকার আগাছা যেন না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। পানি কচুর গাছে লতি আসার সময় ক্ষেতে পানি রাখা উচিত নয়। তবে একেবারে শুকনো রাখলেও আবার লতি কম বের হয় বা লতির দৈর্ঘ্য কম হয়। সেজন্য জো অবস্থা রাখতে হয়।

সার প্রয়োগ : হেক্টর প্রতি জৈবসার ১৫ টন, ইউরিয়া ১৫০ কেজি, টিএসপি ১২৫ কেজি, এমওপি ১৭৫ কেজি ব্যবহার করতে হয়। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া সার দুই কিস্তিতে রোপণের ৩০ দিন ও ৬০ দিন পর সারির মাঝে ছিটিয়ে দিয়ে হালকা সেচ দিতে হয়। জমিতে দস্তা ও জিংকের অভাব থাকলে জিংক সালফেট ও জিপসাম সার হিসাবে ব্যবহার করতে হয়।

সেচ ও নিকাশ : এটি একটি জলজ উদ্ভিদ হ'লেও দীর্ঘ সময় জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে লতি উৎপাদনের সময় পানি ধরে রাখা ঠিক নয়। পানি থাকলে কম বা না থাকলে (শুধু জো অবস্থা থাকলে) বেশী লতি বের হয়।

পেঁপের নতুন জাত উদ্ভাবন

খুব শিগগিরই বাজারে আসছে নতুন জাতের পেঁপে। প্রচলিত জাতগুলোতে কয়েক রকমের গাছ থাকে। যেমন পুরুষ উদ্ভিদ, স্ত্রী উদ্ভিদ ও উভলিঙ্গ উদ্ভিদ। পুরুষ উদ্ভিদে কোন ফল ধরে না। আবার শুধু স্ত্রী উদ্ভিদ লাগালেও কোন ফল আসে না। একটি স্ত্রী উদ্ভিদে ফল আসার জন্য পাশাপাশি অবশ্যই একটি পুরুষ উদ্ভিদ থাকতে হবে। অথবা ঐ উদ্ভিদে উভলিঙ্গ ফুল থাকতে হবে। যার ফলে অনেক চারা লাগালে মাত্র গুটিকয়েক গাছে ফল দেখা যায়। আবার কখনো কখনো দেখা যায়, পুরুষ উদ্ভিদের অভাবে কোন গাছেই ফল ধরে না। এ সমস্যার সমাধানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের অধ্যাপক ড. এমএ খালেক মিয়া দীর্ঘ ৪ বছর গবেষণা করে পেঁপের এমন একটি জাত উদ্ভাবন করেছেন যাতে কোন গাছ ফলহীন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এজাত থেকে পুরুষ উদ্ভিদ ছাড়াই পেঁপে পাওয়া সম্ভব। এ পেঁপের জাত বাংলাদেশে তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করছেন। নতুন এ জাতটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে বলা যায়, নতুন এ জাতটি দেশের মানুষের পুষ্টি ও খাদ্য চাহিদা মেটানোয় যেমন অবদান রাখবে, তেমনি লাভবান হবেন কৃষকরা।

[সংকলিত

কবিতা

হক-বাতিলের সংঘাত

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

খাঁটি ঈমান হয় যে বাছাই
হক-বাতিলের সংঘাতে,
নাও সাজানো দু'টি তীরে
উঠবে কে বা কোনটাতে?
চলতে গেলে হকের পথে
বাতিলকে ঠিক চিনতে হয়,
অজানা কেউ শত্রু হ'লেও
সেই দলেতে ভীড় জমায়।
লম্বা জামা পাগড়ি শিরে
রাসূল (ছাঃ)-এরই সুন্নাতী,
তবু তো সে জ্বালায় সদা
বাতিলদের ঐ মোমবাতি।
রব-এর পথে জীবন দিতে
যেজন রাযী এই ধরায়
সেই সেজনের মূল্য বহুত
কি হবে আর বেশ-ভূষায়?
হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব কালীন
বাতিলকে যে দেয় মদদ,
যেজন করে সত্য পথের
আল-কুরআনের কণ্ঠরোধ।
হোক না সেজন মুছল্লী আর
বেশ ভূষাতে মুত্তাক্বী,
আল্লাহ্র কাছে পড়বে ধরা
থাকবে না তার কোন নেকী।
রেসালাতের সবটুকু যে
মোটেই নাহি মানতে চায়,
আল্লাহ্র দ্বীনের বললে কথা
দীল-কলিজায় জ্বলন হয়।
কেমনে সেজন টিকবে বল
হক-বাতিলের সংঘাতে?
বাতিলকে সে লইবে বেছে
জিহাদকালীন দিনটাতে।

কর্মফল

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আমার মাঝে আমি আছি
এটাই আমার আত্মবল,
সঙ্গী আমার ভবের মাঝের
আমার যত কর্মফল।
সৃষ্টি যাহা ধ্বংস তাহা
ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়া,
দেখি জানি মানছি না তা
এমন কথা শুনিয়া।
সৃষ্টি যাঁহার আহার তাঁহার
তাঁহার প্রেমে কেন নেই এ মন,
আমার আমার আমি যে কার
ভাবিনি তা একটু ক্ষণ।
অহংকার তোমার কিসের দম্ভ
কিসের বাহাদুরী
মিত্যুর কাছে সবাই পরাজিত
কেউ আসেনি ফিরি।
কু-কর্মের ফল কত ভয়াবহ
মরলে তা টের পাবে,
একটি নেকী লক্ষ টাকায়
কিনতে নাহি পাবে।
থাকতে সময় সঠিকভাবে
ছালাত-ছিয়াম ধর,
আল-কুরআনের পথে চলে
সুশীল সমাজ গড়।

আল্লাহ্র সৈনিক

মুহাম্মাদ মাক্বছুদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা (পশ্চিম), বাকাল, সাতক্ষীরা।

আল্লাহ্র দাসত্বে যত নিবেদিত প্রাণ
ইনশাআল্লাহ সফলকামী
হবে না বিফল সাধনা তাদের
'অহি' প্রচারে যারা অগ্রগামী।
লেখা যা আছে কুরআন-হাদীছে
এটাই তাদের জীবন-সম্বল,
হাসিমুখে তাই করে প্রচার
ভূঁইফোড় মতবাদ পিষে পদতল।
দীপ্ত কণ্ঠ হবে না রুদ্ধ
আল্লাহ্র সৈনিক চির নির্ভীক,
ছহীহ দলীল দিক নির্দেশনা
কলমী-জিহাদ চির নৈতিক।
যুক্তি নহে, ক্ষমতায় বসে
অঙ্গুলী হেলনে রাজ্য শাসন,
বক্ষে শুধু জাগ্রত সদা
তাওহীদ-রেসালাতে সমাজ গঠন।
সংঘাত-সন্ত্রাস প্রাণঘাতী নহে
দাওয়াত অহি-র আলোকে,
ঘরে ঘরে তাই পৌঁছাতে হবে
আহলেহাদীছ আন্দোলনকে।

ওগো মুসলিম

মুহাম্মাদ আমীর হোসাইন
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ওগো মুসলিম ভাই!
একটি বার ভেবে দেখ
কোথায় ছিলে কোথায় এলে,
কোথায় তোমার ঠাঁই?
আল্লাহ্র হুকুম মানতে হবে,
এটাই তোমার ওয়াদা,
কিসের নেশায় মত্ত হয়ে
ভুললে তাঁরে সদা।
আল্লাহ্র তুমি সেরা সৃষ্টি
সেরা মাখলূকাত,
তোমার কাজের হিসাব হবে
রোজ হাশরের মাঠ।
যতই তুমি বড়াই কর
কর দম্ভ আজ,
ফিরতে তোমায় হবে একদিন
আল্লাহ তা'আলার কাছ।
অন্যায় যদি কর তুমি
হও নাফরমান,
তোমার কোন নেইকো ক্ষমা
নেইকো পরিত্রাণ।
আল্লাহ্র হুকুম মানলে সবে
মানলে তাঁর বিধান
আল্লাহ্র ক্ষমা পাইবে তুমি
মিলবে অশেষ সম্মান।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. যে অহী ছালাতে বা অন্য সময়ে পাঠ করা হয়, অর্থাৎ কুরআন মাজীদ; এর ভাব ও ভাষা মহান আল্লাহ্‌র।
২. যে অহী সাধারণভাবে পাঠ করা হয় না, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ; এর ভাব আল্লাহ্‌র। কিন্তু ভাষা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর।
৩. দু'টি। যথা- (ক) স্বপ্নযোগে *(ছাফফাত ৩৭/১০২-১০৫)*, (খ) জাগ্রত অবস্থায় পর্দার আড়াল থেকে *(আ'রাফ ৭/ ১৪৩)*।
৪. ৬ (ছয়) টি।
৫. (ক) ঘন্টার ধ্বনির ন্যায় *(ছহীহ বুখারী হা/২)*, (খ) ফেরেশতার মনুষ্য আকৃতিতে আগমন (ঐ), (গ) ফেরেশতার নিজস্ব আকৃতিতে আগমন *(ছহীহ বুখারী হা/৩৮৮৭; ছহীহ মুসলিম হা/৪৩৩)*, (ঘ) সত্য স্বপ্ন *(ছহীহ বুখারী হা/৩)*, (ঙ) আল্লাহ তা'আলা থেকে সরাসরি অহী লাভ *(আল-ইতকান ১/৪৪ পৃঃ)*, (চ) অন্তরে নিক্ষেপ করা *(মিশকাত হা/৫৩০০)*।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)-এর সঠিক উত্তর

১. বৃষ্টির কণা। ২. সাতটি। ৩. সবুজ।
৪. সবুজ ও কমলা। ৫. সকালে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. পবিত্র কুরআনে মোট কয়টি সূরা রয়েছে?
২. পবিত্র কুরআনের সূরা সমূহ কয় শ্রেনীতে বিভক্ত ও কি কি?
৩. পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত সূরা হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে কি বলে?
৪. পবিত্র কুরআনের যে সকল সূরা হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে কি বলে?
৫. মক্কা ও মদীনায় অবতীর্ণ মোট সূরা কয়টি?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১. মহাসাগর কাকে বলে? ২. সাগর কাকে বলে?
৩. উপসাগর কাকে বলে? ৪. হ্রদ কাকে বলে?
৫. পৃথিবীতে কয়টি মহাসাগর রয়েছে ও কি কি?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সৃষ্টিকর্তা

সাজ্জাদ বিন সাইফুল
হারাগাছ, রংপুর।

হে আল্লাহ! তুমি মালিক
তুমি বিধাতা,
তুমি মোর জীবনদাতা
তুমি সৃষ্টিকর্তা।
তোমার হাতে জীবন-মরণ
তোমার হাতে সব,
তোমার নামে পাখ-পাখালী
করে কলরব।
তোমার নামে ছালাত পড়ি
রামাযান এলে ছিয়াম,
তোমার তরে রাত্রিকালে
করি আমি কিয়াম।
গ্রীষ্ম এলে দাও গো রোদ
বর্ষা এলে পানি,
তোমার নামে দেই যে যাকাত
তোমায় সদা মানি।

রাসূলের পথে

মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
চককীর্ত্তি, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

আল্লাহ্‌র পথের পথিক মোরা
ভয় করি না কাউকে
কুরআন ও হাদীছের দাওয়াত
দিব মোরা সবাইকে।
এস সবে ছহীহ হাদীছ পড়ি
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ি।
রাসূলই সঠিক পথের দিশারী
তিনিই মোদের নেতা,
তাঁর দেখানো পথেই মোদের
চলতে হবে সদা।

আত-তাহরীক পড়ি

ইলিয়াস আল-জাবের
সপুরা, মিয়াপাড়া, রাজশাহী।

প্রতি মাসে মনোযোগ দিয়ে
আত-তাহরীক পড়ি ভাই
এরই মাঝে সদা আমি
সঠিক দ্বীনী শিক্ষা পাই।
প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত
পড়ি সকল বাণী,
ভাল লাগে তাইতো আমি
আত-তাহরীক কিনি।

মজার দেশ

ইউসুফ আলী
ভেলাবাড়ী, আদিতমারী, লালমনিরহাট।

এক যে ছিল মজার দেশ!
সব রকমের ভাল।
কুরআন-হাদীছ আঁধার যেন,
ফেকাহই তাদের আলো।
ছালাত-ছাওমে হয় না মুক্তি
পীর ও মাযার পূজায় পার।
নারীরা সব চাকরি করে,
পুরুষরা থাকে বেকার।
অহি-র কথা বলে যারা,
জঙ্গী বলে তাদের ধরে।
চোর-ডাকাত-খুনি যারা
তাদেরই সমাদর করে।
অধিকাংশ মুসলিম থাকতে
আইন এখানে চলে কার?
অহি-র বিধান হয় না কায়েম
আইন চলে সব জনতার।
মজার দেশের মজার কথা,
বলব কত আর?
শিক্ষাকে সংস্কার করলে
হবে পরিষ্কার।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী ছাত্রের বিরল সম্মাননা

যুক্তরাজ্যের মাটি কাঁপিয়ে এভারেস্ট বিজয়ী তিন রত্নের মতো বাংলাদেশের জন্য আরও একটি বিরল সম্মান বয়ে এনেছে হবিগঞ্জের দক্ষ এক প্রশাসনিক কর্মকর্তার সন্তান ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিবিএ ১ম বর্ষের ছাত্র মাশাহেদ হাসান সীমান্ত। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ৮-৯ নভেম্বর বিশ্বের ১২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যে অত্যন্ত সম্মানজনক ও মর্যাদামণ্ডিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারকদের একটি প্যানেলের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে সীমান্ত। অপরদিকে ক্যামব্রিজ ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ১৫-১৮ নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের আরেকটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যামব্রিজে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায়ও বিচারক হিসাবে সে দায়িত্ব পালন করে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়ও একাধিক বির্তকে শ্রেষ্ঠ বক্তা, বক্তৃতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া ও স্বর্ণপদক লাভসহ নানা সম্মানে ভূষিত হয়ে সীমান্ত এক অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এরই মধ্যে সে মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করারও সুযোগ পেয়ে যায়। সেই সুবাদেই সীমান্তকে লন্ডনের অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারক হয়ে দেশের জন্য আরও একটি বিরল সম্মান বয়ে আনার সুযোগ পায়।

ওয়ালটন তৈরি করছে বিশ্বমানের মোল্ড ও ডাই

ওয়ালটন বাংলাদেশেই তৈরি করছে বিশ্বমানের মোল্ড ও ডাই। বিভিন্ন মেকানিক্যাল প্রোডাক্টের পাশাপাশি ফ্রিজ, টিভি ও মোটরসাইকেল তৈরিতে এই মোল্ড ও ডাইয়ের প্রয়োজন হয়। ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ বছরে তৈরি করছে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের মোল্ড ও ডাই। দেশের চাহিদা মিটিয়েও এসব মোল্ড ও ডাই বিদেশে রপ্তানির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। কোম্পানী সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুরের চন্দ্রায় অবস্থিত ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজে রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন ও মোটরসাইকেল উৎপাদন শুরু হয় ২০০৮ সালে। শুরুর দিকে মোল্ড ও ডাই আমদানী করতে হ'ত। এতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হ'ত। আবার অর্ডার দেওয়ার পর সরবরাহ পেতে লেগে যেত ছয়মাসেরও অধিক সময়। ফলে স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হ'ত।

এ অবস্থায় স্বতন্ত্র একটি বিভাগের আওতায় ওয়ালটন মোল্ড ও ডাই উৎপাদন শুরু করে। এখানে বছরে ১৩০ থেকে ১৮০টি মোল্ড তৈরী হচ্ছে। একই কারখানাতে তৈরি হচ্ছে ৩৫০ থেকে ৪০০ টির বেশি ডাই। এখান থেকে এপর্যন্ত ৬ শতাধিক মোল্ড এবং দুই হাযারের বেশি ডাই তৈরী হয়েছে। এসব মোল্ড দক্ষতা ও শতভাগ কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশেই এসব যন্ত্রাংশ তৈরীর ফলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, একসেট নতুন মোল্ড আমদানীতে খরচ পড়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। ফ্রিজের একসেট নতুন মোল্ডের সাহায্যে ৫ লাখ ইউনিট পণ্য উৎপাদন সম্ভব। একইভাবে একসেট ডাইয়ের সাহায্যে তিন লাখ মোটর সাইকেল উৎপাদন করা যায়।

বিশ্ব হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে মক্কায় গেছেন অন্ধ হাফেয তানভীর হুসাইন

১৭৩টি দেশের প্রতিযোগীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর মারকাযুত তাহফীয ইন্টারন্যাশনালের অন্ধ হাফেয তানভীর হুসাইন ও সা'আদ সুরাইল। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সারা দেশ থেকে বাছাই পরীক্ষার চূড়ান্ত পর্বে তারা নিজ নিজ গ্রুপে ১ম স্থান লাভ করে। অতঃপর গত ২৭ নভেম্বর তারা উস্তাদসহ সঊদী আরবের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে। উল্লেখ্য, এ বছর আলজেরিয়ায় ৬০টি দেশের প্রতিযোগীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় এ মাদরাসারই ছাত্র হাফেয মুহিউদ্দীন দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে।

দেশে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী ৫৬ হাযার

দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলায় মাটির নীচে পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে। ভবিষ্যতে আর্সেনিক জনিত স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকিতে রয়েছে সাড়ে ৩ কোটি থেকে ৭ কোটি মানুষ। দেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সর্বশেষ জরিপে দেশে ৫৬ হাযার ৭৫৮ জন আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশী। বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্সেনিকে ত্বকে কালো-সাদা দাগ, বৃষ্টির ফোঁটার মতো দাগ ও শক্ত আঁচিলের মতো দাগ থেকে শুরু করে ত্বকের ঘা, গ্যাংগ্রিন এবং ত্বকের ক্যান্সার তৈরি হয়ে থাকে। ত্বক ছাড়াও কিডনী, লিভার, পরিপাকতন্ত্র, ফুসফুস, মূত্রথলী, স্নায়ুতন্ত্র, হৃৎপিণ্ডে আর্সেনিকজনিত সমস্যা হ'তে পারে। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রথম করণীয় হ'ল আর্সেনিক দূষণমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ও তা পান করা।

মালয়েশিয়ায় পাঁচ লাখ শ্রমিক পাঠাবে সরকার

মাত্র ৪০ হাযার টাকা খরচে একজন বাংলাদেশী শ্রমিক মালয়েশিয়া যেতে পারবে। সেখানে তারা মাসে ২৫ হাযার টাকা বেতন পাবেন। এভাবে পাঁচ লাখ শ্রমিককে মালয়েশিয়া পাঠাবে সরকার। এ বিষয়ে মন্ত্রীপরিষদ সচিব বলেন, শ্রমিকরা মালয়েশিয়ায় ৫ বছর থাকতে পারবে। তাদের কর্ম সময় ৮ ঘণ্টা হবে। তাছাড়া সপ্তাহে তারা একদিন ছুটি পাবে। আর আসা-যাওয়ার বিমান ভাড়া দেবে নিয়োগকারী কোম্পানী। তারাই সেখানে ওয়ার্ক পারমিট দেবে, বিমানবন্দরে রিসিভ করবে। ওয়ার্কপারমিট শেষ হওয়ার তিন মাস আগে তা নবায়ন করা যাবে। এছাড়া সেখানে শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা ও স্বাস্থ্য বীমা সুবিধা থাকবে বলে জানান সচিব। মালয়েশিয়া যেতে আগ্রহীরা ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যকেন্দ্র থেকে ডাটাবেজে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে যেলা কোটা ও অন্যান্য কোটার প্রতি লক্ষ্য রাখাণ হবে।

দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় এবারও বাংলাদেশ ১৩ নম্বরে

টিআইবি প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় গত বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশের অবস্থান ১৩। কিন্তু গত বছর বিশ্বের ১৮৩টি দেশের মধ্যে দুর্নীতির সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশের সূচক ধরা হয়েছিল ১২০ নম্বরে। আর এবার, ১৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৪তম। তাই সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশে দুর্নীতি গত বছরের তুলনায় বেড়েছে এবং আদতে বাংলাদেশ আরো ২৪ ধাপ পিছিয়েছে। এবারের রিপোর্টে বিশ্বের সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড এবং নিউজিল্যাণ্ড। আর সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত আফগানিস্তান, সোমালিয়া ও কোরিয়া।

বিদেশ

সবচেয়ে দীর্ঘাঙ্গী নারী ও প্রবীণতম ব্যক্তির মৃত্যু

বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘকায় নারী চীনের ইয়াও দেফেন ও প্রবীণতম ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নারী বেস কুপার মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় চীনের পূর্বাঞ্চলীয় অ্যানহুই প্রদেশের সুচা এলাকার বসাবসকারী ইয়াওয়ের বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। ইয়াও ২০১০ সালে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে দীর্ঘতম নারীর স্থান লাভ করেন। এদিকে বিশ্বের প্রবীণতম ব্যক্তি বেস কুপার জর্জিয়ার আটলান্টার একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে মারা যান। তার বয়স হয়েছিল ১১৬ বছর। বেসের মৃত্যুর পর বর্তমানে বিশ্বের প্রবীণতম ব্যক্তি আইওয়া অঙ্গরাজ্যের ১১৫ বছর বয়সী নারী দিনা ম্যানফ্রেদিনি।

শি জিনপিং চীনের নতুন নেতা

চীনের নতুন প্রেসিডেন্ট, ক্ষমতাসীন 'সিপিসি'র সর্বোচ্চ নেতা এবং শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসাবে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১৪ নভেম্বর দলের ১৮তম সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটি পলিটব্যুরো, পলিটব্যুরো স্ট্যাণ্ডিং কমিটি ও দলের সর্বোচ্চ নেতার নাম ঘোষণা করে। উপপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচন করা হয় লি কেকিয়াংকে। উভয়ে আগামী মার্চে তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সাবেক প্রেসিডেন্ট হু জিনতাওয়ের সপ্রশংসা শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, স্বেচ্ছায় সকল শীর্ষপদ থেকে অবসর নেওয়ার মাধ্যমে তিনি দেশ, পার্টি ও সেনাবাহিনীর প্রতি গভীর বিবেচনাবোধের পরিচয় দিয়েছেন, যার মাধ্যমে একজন মহৎ ও আদর্শস্থানীয় রাষ্ট্রনেতা হিসাবে তার দূরদর্শিতাও প্রকাশ পেয়েছে।

দীর্ঘ ৩ দশক যাবৎ ধাপে ধাপে দলের শীর্ষে নেতৃত্বে উঠে আসা সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য ৫৯ বছর বয়সী শি'র পিতাও ছিলেন সিপিসি'র একজন শীর্ষস্থানীয় ত্যাগী নেতা। উল্লেখ্য যে, প্রতি দশ বছর পর পর চীনে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য এ সম্মেলন আয়োজিত হয়। এখানে প্রায় ২৩শ দলীয় প্রতিনিধি গোপন ব্যালটে ভোট দিয়ে ২০৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিই ২৪ সদস্যবিশিষ্ট পলিটব্যুরো, ৭ সদস্য বিশিষ্ট পলিটব্যুরো স্ট্যাণ্ডিং কমিটি, দলীয় প্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করে।

যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে

যুক্তরাষ্ট্রের জন্মহার গত ৯২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। অর্থনৈতিক মন্দা, অভিবাসী ও হিস্প্যানিক নারীদের পারিবারিক সম্পত্তি হারানোর আশঙ্কা এ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে বলে মনে করা হচ্ছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'পিউ রিসার্চ সেন্টার' এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, কেবল ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত জন্মহার কমেছে ৮%। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান ধারণে সক্ষম প্রতি এক হাযার নারীর মধ্যে সন্তান জন্ম দিচ্ছেন ৬৩.২ জন। ১৯৫৭ সালে এ হার ছিল ১২২.৭ জন।

বিশ্বের দরিদ্রতম প্রেসিডেন্ট

বিশ্বের দরিদ্রতম প্রেসিডেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন উরুগুয়ের রাষ্ট্রপ্রধান হোসে মুজিকা। অনাড়ম্বর জীবনধারার এ রাষ্ট্রনায়ক তাঁর বেতনের (১২ হাযার মার্কিন ডলার) বেশীর ভাগই দুস্থদের মধ্যে দান করে দেন। স্ত্রীর একটি খামারবাড়ি, নিরাপত্তার জন্য দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা ও তিনপেয়ে একটি কুকুর তার সম্বল। প্রকৃতিপ্রেমী প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রী নিজ খামারে চাষ করেছেন হরেক রকমের ফুল। তিনি সম্পদের বিবরণীতে তাঁর নিজস্ব সম্পদ দেখান ১৮০০ মার্কিন ডলার। মুজিকা বলেন, 'আমাকে বলা হয়, দরিদ্রতম প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আমি তা মনে করি না। বরং দরিদ্র হ'লেন তাঁরাই, যারা ভোগবিলাসের জন্য কাজ করেন এবং সবসময়ই বলে বেড়ান 'আরও চাই, আরও চাই'। তিনি আরও বলেন, 'এটা ইচ্ছার ব্যাপার। আপনার অনেক সম্পদ না থাকলে তা রক্ষার জন্য আপনাকে জীবনভর ক্রীতদাসের মতো খাটতে হবে না। ফলে আপনি প্রচুর সময় পাবেন।' গেরিলা বাহিনীর সাবেক সক্রিয় সদস্য মুজিকা জীবনে ছয়বার গুলিবিদ্ধ হন। ১৪ বছর কাটান কারাগারে। ১৯৮৫ সালে উরুগুয়ে গণতন্ত্র ফিরে এলে মুজিকার কারাজীবনের অবসান ঘটে। তবে দীর্ঘ এ কারাজীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর জীবনদর্শন পাল্টে দেয়।

ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থায় প্রথম মুসলিম প্রধান

ভারতের কেন্দ্রীয় আন্তঃগোয়েন্দা সংস্থা (আইবি)-এর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন মুসলমান সংস্থাটির প্রধান হ'তে চলেছেন। চলতি মাসে আইবি'র পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ১৯৭৭ ব্যাচের আইপিএস (ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস) অফিসার সৈয়দ আসিফ ইব্রাহীম। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার মতো স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে একজন মুসলমানকে নিয়োগ দেয়ায় দেশটিতে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া সৈয়দ আসিফ ইব্রাহীমকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির চারজন বর্তমান সিনিয়র অফিসারকে টপকে, যারা তার চেয়ে বড় পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছেন। এই পদে নিয়োগ চূড়ান্ত হবার আগে সৈয়দ ইব্রাহীম আইবিতে স্পেশাল ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। প্রতিষ্ঠানটিতে তার চাকুরীর অভিজ্ঞতা প্রায় ২০ বছর। সৈয়দ ইব্রাহীম ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

জর্দা ও পান মশলা নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে ভারত সরকার

ভারত সরকার জর্দা, পান মসলা এবং গুটখা নামে পরিচিত তামাকজাত পণ্যের ওপর দেশব্যাপী নিষেধাজ্ঞা আরোপের উদ্যোগ নিয়েছে। পানের সঙ্গে তামাক থেকে তৈরি জর্দা ও নানা ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদানে তৈরি পান মসলার ব্যবহারসহ ভারতে গুটখা খাওয়ার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। সেখানে প্রতি তিন জনের একজন গুটখায় আসক্ত এবং প্রতি বছর দেশটিতে ৮০ হাযার মানুষের মুখের ক্যান্সার দেখা দেয়ার জন্য এ অভ্যাসকে দায়ী করা হয়। এছাড়া খাদ্যনালী, পাকস্থলী ও মূত্রথলিতে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এসবের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়।

রোহিঙ্গাদের সমাজভুক্ত করতে ওবামার আহ্বান

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা রোহিঙ্গা মুসলমানদের রাষ্ট্রীয়ভাবে মূল সমাজে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার জন্য মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ২৯ নভেম্বর মিয়ানমার সফরকালে এ আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মুসলমানদের ওপর উৎপীড়ন চালানোর কোন অজুহাত থাকতে পারে না। যেকোন মূল্যে সেখানে চলমান সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, আপনার এবং আমার যে রকম আত্মসম্মান আছে; ঠিক একইভাবে রোহিঙ্গাদেরও আত্মসম্মান আছে।' তিনি বলেন, মিয়ানমারের উচিত রোহিঙ্গাদের সামাজিকভাবে মেনে নেওয়া। উল্লেখ্য যে, রোহিঙ্গা মুসলমানদের মিয়ানমার সরকার সে দেশের নাগরিক হিসাবে মনে করে না।

মুসলিম জাহান

ফিলিস্তীনের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পক্ষে জাতিসংঘে রায়

ফিলিস্তীনীদের সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতির দাবীর প্রতি বিপুল সমর্থন জানিয়ে ফিলিস্তীনকে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র করে নেয়ার পক্ষে রায় দিয়েছে সদস্য দেশগুলো। গত ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের 'জন্ম সনদের' এই দাবীর বিষয়ে ভোটাভুটিতে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে ১৩৮টি সদস্য দেশ। ১৯৩ দেশের এই সংঘের মাত্র নয়টি রাষ্ট্র ফিলিস্তীনীদের দাবীর বিরোধিতা করেছে। এর মধ্যে ইসরাঈল ও যুক্তরাষ্ট্রও রয়েছে। এই ভোটাভুটিতে ৪১টি সদস্য দেশ ভোট দানে বিরত ছিল। ফিলিস্তীনীদের দাবীর প্রতি এই বিপুল সমর্থনকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাঈলের 'কূটনৈতিক পরাজয়' বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ফিলিস্তীন এতদিন এই বিশ্ব ফোরামের অধিবেশনে যোগ দেয়ার সুযোগ পেত 'পর্যবেক্ষক অঞ্চল' হিসাবে। পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা পাওয়ায় ফিলিস্তীনের প্রতিনিধি সাধারণ অধিবেশনের বিতর্কে অংশ নিতে পারবেন। ফিলিস্তীনের সীমানার দাবীও এক ধরনের স্বীকৃতি পাবে। ভোটাভুটির পর জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়ার অধিকার ফিলিস্তীনীদের রয়েছে। আর ইসরাঈলেরও রয়েছে নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন সাধারণ পরিষদের ভোটকে দুর্ভাগ্যজনক ও নেতিবাচক হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন, এটা শান্তির পথে আরও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এদিকে ক্ষুব্ধ ইসরাঈল পাল্টা পদক্ষেপ হিসাবে অধিকৃত পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে তিন হাযার নতুন বাড়ি নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আবারও সংকটের আবর্তে মিসর

রাজনৈতিক সংকট আবারও ঘনীভূত হ'তে শুরু করেছে মিসরে। হাযার হাযার জনতা প্রেসিডেন্ট মুরসীর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে এসেছে। মুরসীর পক্ষ ও বিপক্ষ দলের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে এ পর্যন্ত ৭ জন নিহত ও কয়েক'শ লোক আহত হয়েছেন। এরপূর্বে মুরসীর নেতৃত্বাধীন পার্লামেন্ট দেশের খসড়া সংবিধান অনুমোদন করে এবং এর উপর গণভোটের আয়োজন করে। যেখানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম এবং ইসলামী শরী'আতকে সকল আইনের মূল উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। একই সাথে মুরসী তার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে এক সাংবিধানিক ডিক্রি জারী করেন। ডিক্রি অনুযায়ী কোন বিচারিক প্রতিষ্ঠান দেশটির সংসদ বিলুপ্ত করতে পারবে না। প্রেসিডেন্ট যে সাংবিধানিক ডিক্রি, আইন কিংবা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন, তা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং তার বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে না। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি পরবর্তীতে বাতিল করা হ'লেও আসন্ন গণভোটকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে মিসর।

পরমাণু অস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান

পাকিস্তান গত ৫ ডিসেম্বর বুধবার পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম একটি তরল জ্বালানীচালিত ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। এটি ১৩০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। চলতি বছরে এ পর্যন্ত এটি পাকিস্তানের অষ্টম ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা। সবশেষ ৭০০ কি.মি. পাল্লার হাতফ-৭ পরীক্ষা চালানোর দু'মাস পর তারা এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাল। গত এপ্রিল মাসে ভারত সফলভাবে তাদের অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানোর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইসলামাবাদ পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

৪২ আলোকবর্ষ দূরে সুপার আর্থ!

দ্বিতীয় পৃথিবীর খোঁজে চালানো গবেষণায় আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। পৃথিবী থেকে ৪২ আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র 'এইচডি ৪০৩০৭' ঘিরে ঘুরতে থাকা গ্রহগুলো নক্ষত্রটির এতই কাছে, যা জীবনধারণের উপযোগী হ'তে পারে। 'এইচডি ৪০৩০৭' নক্ষত্রটি ঘিরে ঘুরতে থাকা তিনটি গ্রহ আগেই খুঁজে পেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি ঐ নক্ষত্রটিকে আবর্তনকারী আরও তিনটি গ্রহ খুঁজে পান তারা। আর ঐ তিন গ্রহেই থাকতে পারে তরল পানি। তবে সূর্যের চেয়ে আকারে ছোট 'এইচডি ৪০৩০৭' নক্ষত্রটি। চিলিতে ইউরোপীয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরীর লা সিলা ফ্যাসিলিট হার্প ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে 'এইচডি ৪০৩০৭' এবং এর চারপাশে ঘুরতে থাকা ছয়টি গ্রহের সন্ধান পান বিজ্ঞানীরা।

উন্নত প্রযুক্তির প্লাস্টিক বাল্ব উদ্ভাবন

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ড. ডেভিড ক্যারোল বর্তমানে প্রচলিত ইলেকট্রিক বাল্বের চেয়ে উন্নত প্রযুক্তির বাল্ব উদ্ভাবন করেছেন। প্লাস্টিকের কয়েকটি লেয়ারের সমন্বয়ে তৈরি নতুন বাল্বটি সিইউএফএ বাল্বের চেয়ে দ্বিগুণ কার্যক্ষম বলে দাবী করেছেন তিনি। বর্তমানে জনপ্রিয় কম্প্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট বাল্ব (সিইউএফএ)-এর তুলনায় এটি বেশি উজ্জ্বল ও কম্পন বিহীন। সিইউএফএল বাল্ব মানুষের চোখের উপযোগী নয়। এর কম্পনের কারণে অনেকে মাথাব্যথায় ভোগেন। তিনি বলেন, এ প্রযুক্তির বাল্ব তাপ উৎপাদন না করেই আলো দেবে এবং এগুলো আগের বাল্বের তুলনায় সস্তা ও প্রায় ১০ বছর স্থায়ী হবে। ২০১৩ সালেই এ প্রযুক্তির বাল্ব উৎপাদন শুরু হবে। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর বিদ্যুৎ শক্তির প্রায় ১৯% আলো জ্বালাতে ব্যবহার হয়। অল্প শক্তিসম্পন্ন বাল্ব ব্যবহার করলে পৃথিবীর প্রায় ৬শ' বিদ্যুৎকেন্দ্রের সমান পরিবেশ দূষণ কমানো সম্ভব।

৯০ দিনে ২২০ তলা ভবন বানাবে চীন!

মাত্র ৯০ দিনেই পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ভবন নির্মাণ করার ঘোষণা দিয়েছে চীন। স্কাই সিটি নামের ২২০ তলা এ ভবনের নির্মাণ শুরু হচ্ছে জানুয়ারীতে। ২৭৪৯ ফিট উচু স্কাই সিটি টাওয়ারটিতে একটি স্কুল, একটি হাসপাতাল, ১৭টি হেলিপ্যাডসহ ৩০ হাযার মানুষের আবাসন ব্যবস্থা থাকবে। বিল্ডিংটির নির্মাণকাজ করবে চীনের 'ব্রড সাসটেইনেবল বিল্ডিং কর্পোরেশন'। মাত্র ৯০ দিনেই এ নির্মাণকাজ শেষ করার ঘোষণা দিয়েছে তারা। উচ্চতায় এটি হবে বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন 'বুর্জ খলীফা'র চেয়েও ৩৬ ফিট বেশী। এছাড়া নির্মাণ কাজেও বুর্জ খলীফার চেয়ে ২৪ ভাগের এক ভাগ কম সময় লাগবে বলে জানিয়েছে ব্রড। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি চীনে ব্রড একই পদ্ধতিতে একটি ১৫ তলা হোটেল তৈরি করেছে মাত্র ২ দিনে। উল্লেখ্য, প্রিফ্যাব্রিকেশন নামে এ পদ্ধতিতে নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে অন্তত ৯৫ ভাগ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

দশ বছরের মধ্যে চাঁদে বেড়াতে যাবে মানুষ

আগামী ১০ বছরে আবার চাঁদের মাটিতে পা পড়বে মানুষের। তবে এবার কোন গবেষণা বা পরীক্ষা নয়, গাঁটের টাকা খরচ করে স্রেফ বেড়াতে যাবে মানুষ। এমন আয়োজনের জন্য কাজ শুরু করেছে নাসার কয়েকজন সাবেক কর্মকর্তা মিলে গড়ে ওঠা 'গোল্ডেন স্পাইক' নামে যুক্তরাষ্ট্রের এক ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৪০ কোটি মার্কিন ডলার দামের টিকিটের বিনিময়ে চাঁদে পাঠাবে মানুষ। তারা বলেন, আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি মহাকাশ যানের মাধ্যমে চলতি দশকের মধ্যেই চাঁদে মানুষ পাঠানো হবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

হে মানুষ! তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সিরাজগঞ্জ, ২৩ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী রহমতগঞ্জ সুতাকল ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। আর কুরআন ও হাদীছ ব্যতীত কোথাও ইসলাম নেই। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সেদিকেই মানুষকে আহ্বান জানায়।

রহমতগঞ্জ পঞ্চায়েত কমিটির সদস্য জনাব মুহাম্মাদ মঈনুদ্দীন তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী আনোয়ারুল হক ও যেলা নেতৃবৃন্দ।

আমীরে জামা'আতের সাতক্ষীরা সফর :

(ক) ২৫শে নভেম্বর রবিবার : অদ্য দুপুরে রাজশাহী থেকে সাতক্ষীরা পৌঁছলে যেলা নেতৃবৃন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। বাদ আছর তিনি দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মারকাযে 'সালাফিইয়াহ ট্রাষ্টে'র বৈঠক করেন। অতঃপর বাদ মাগরিব 'মাদরাসা কমিটি'র বৈঠক করেন ও শিক্ষকদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেন।

(খ) দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মহিলা মাদরাসার ঘোষণা : বাদ মাগরিব মাদরাসা কমিটির বৈঠকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সকলের সাথে পরামর্শ ক্রমে উপরোক্ত নামে মারকাযের পশ্চিম দিকের নিজস্ব জমিতে মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং এজন্য নগদ অনুদান প্রদান করেন। অতঃপর উপস্থিত সকলে অনুদানের ওয়াদা দেন।

(গ) রাস্তা উদ্বোধন : পরদিন ২৬শে নভেম্বর সোমবার সকাল ১০-টায় তিনি স্বগ্রাম বুলারাটি ঈদগাহ থেকে মাহমূদপুর যাওয়ার রাস্তা উদ্বোধন করেন। এ সময় বুলারাটি, মাহমূদপুর, তালবেড়ে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাস্তায় জমি দাতাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন এবং এই ছাদাক্বায়ে জারিয়ার কাজে সকলকে উদারভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং প্রথমে নিজস্ব অনুদান ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে, গত বছর ৯ই নভেম্বর বুধবার তিনি বুলারাটি থেকে ঈদগাহে আসার রাস্তা উদ্বোধন করেছিলেন এবং তা ইতিমধ্যে সুসম্পন্ন হয়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, উক্ত তিন গ্রামের আহলেহাদীছগণ বহু পূর্ব থেকে স্ব স্ব গ্রামেই পৃথকভাবে ঈদের জামা'আত আদায় করতেন। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পিতা মাওলানা আহমাদ আলী (১৮৮৩-১৯৭৬ খৃঃ) শিক্ষাজীবন শেষে দেশে ফিরে এই তিন গ্রামকে একত্রিত করে বর্তমান স্থানে বৃহদাকারে ঈদের জামা'আত কায়েম করেন। তিনি আজীবন ঈদগাহের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বর্তমান মুতাওয়াল্লী মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সময়ে ঈদগাহ সম্প্রসারিত হয় ও জরাজীর্ণ পুরাতন চুন-সুরকির দেওয়াল ভেঙ্গে ১৯৯১ সালে চারপাশে নতুন পাকা দেওয়াল নির্মাণ করা হয়। অতঃপর গত বছর বুলারাটি থেকে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা করা হয় এবং এ বছর মাহমূদ পুরের রাস্তার কাজ শুরু হ'ল। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

দেশের উত্তরাঞ্চলে তিনদিনের সফরে আমীরে জামা'আত

২৮-৩০শে নভেম্বর : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় কর্মসূচী অনুযায়ী গত ২৮-৩০ নভেম্বর বুধবার হ'তে শুক্রবার পর্যন্ত তিনব্যাপী দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি যেলা সফর করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ। রাজশাহী হ'তে ২টি, মেহেরপুর হ'তে ১টি, বগুড়া হ'তে ২টি ও দিনাজপুর হ'তে ৩টি, মোট ৮টি মাইক্রো যোগে ৮১ জনের টিম নিয়ে তিনি গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় যেলা সফর করেন। এ সময়ে যেলা ও এলাকা সম্মেলন ছাড়াও পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে দাওয়াতী কাজ করা হয় এবং 'আন্দোলন'-এর পরিচিতি লিফলেট বিতরণ করা হয়। অতঃপর ১লা ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৭-টায় তিনদিনের সফর শেষে তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে সুষ্ঠুভাবে রাজশাহী মারকাযে ফিরে আসেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।* বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

সার্বিক জীবনে ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে থাকুন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা সম্মেলন ॥ ২৮ নভেম্বর বুধবার: অদ্য বেলা ৩-ঘটিকায় স্বীয় সফরসঙ্গীদের নিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তিনদিনের সফরের উদ্দেশ্যে রাজশাহী ত্যাগ করেন। অতঃপর বাদ আছর হ'তে গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ উপযেলা সদরের বি.পি.এড. কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে সকলের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যতদিন আমাদের ঈমান সঠিক না হবে, ততদিন আমাদের আমল সঠিক হবে না। তিনি বলেন, এ দেশে তিনটি ঈমানের অনুসারী লোক রয়েছে। শৈথিল্যবাদী, চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী। আহলেহাদীছগণ সর্বদা মধ্যপন্থী ঈমানের অনুসারী। তিনি সূরা আছরের ব্যাখ্যা পেশ করে সকলকে চারটি গুণের অধিকারী হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম ও যেলা নেতৃবৃন্দ। আমীরে জামা'আতের বক্তব্যের পূর্বে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর ছাত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে অর্থ সহ তেলাওয়াত করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মাবূদ ও যেলা 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ।

মাদরাসা উদ্বোধন : পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা ২৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার : গাইবান্ধা যেলা সম্মেলন শেষে পরদিন ২৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ৮-টায় রংপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত গাইবান্ধা যেলার পলাশবাড়ী থানাধীন নিশ্চিন্তপুর মতিজান মহিলা সালাফিয়া হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং উদ্বোধন উপলক্ষে স্বীয় সফরসঙ্গীদের নিয়ে সেখানে যাত্রাবিরতি করেন। গাইবান্ধা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে

সমবেত সুধীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আল্লাহ্র রহমানিয়াতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হ'ল এই যে, তিনি মানবজাতিকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন ও তাকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন। তিনি বলেন, মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে যথাযথভাবে কুরআন শিক্ষার উপরে। তিনি বলেন, আমাদের সন্তানদের কুরআনের আলোকে চরিত্র গঠন করতে না পারলে অচিরেই সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি অজ পাড়াগাঁয়ে একক প্রচেষ্টায় একটি কুরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠাতাকে ধন্যবাদ জানান এবং সকলকে এই মহতী উদ্যোগে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। সাথে সাথে তিনি নিজে ও সাথীরা অনুদান প্রদান করেন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম ও অত্র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইহসানুর রহমান প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, নিশ্চিন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা ইহসানুর রহমান সরকারের উদ্যোগে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি মাদরাসার জন্য ১৪ শতাংশ জমি দান করেন এবং নিজ অর্থে চার কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাকা টিনশেড ভবন নির্মাণ করেন। প্রাথমিকভাবে সেখানে হিফয বিভাগ চালু করা হ'ল।

আহলেহাদীছের আদর্শমূলে ঐক্যবদ্ধ হৌন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রংপুর যেলা সম্মেলন ২৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার উদ্যোগে হারাগাছ পৌরসভার দরদী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সকলের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর শাখা হিসাবে 'আঞ্জুমানে আহলে হাদিস বাঙ্গালা ও আসাম' নামে সংগঠন থাকা সত্ত্বেও অখণ্ড ভারতে ১৯৪৬ সালের ২০শে এপ্রিল মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ছাহেবের নেতৃত্বে এই হারাগাছেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ'। যা পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস' নামে পরিচিত হয়েছে। সেদিন যে লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে এই সংগঠন গড়ে উঠেছিল, আজ কি উক্ত সংগঠনের সেই লক্ষ্য, আদর্শ ও চরিত্র বজায় আছে? আমাদেরকে 'জমঈয়ত' ভাঙ্গার জন্য দায়ী করা হয়। অথচ এটা স্রেফ মিথ্যাচার ব্যতীত কিছুই নয়। জমঈয়ত ভাঙ্গার জন্য দায়ী ছিল সে সময়ের আত্মম্ভরী নেতৃত্ব। আমরা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র মাধ্যমে লক্ষ্যহীন আহলেহাদীছ তরুণদেরকে তাদের লক্ষ্যপথে ফিরিয়ে আনার ও ঐক্যবদ্ধ জামা'আতী শক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলাম মাত্র। এটা যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তাহ'লে এ অপরাধ আমরা সারা জীবন করে যাব এবং এ অপরাধ করা থেকে কোন শক্তি আমাদের ফিরাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, আহলেহাদীছের মহান আদর্শ নিয়ে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না। বিজাতীয় কুফরী মতাদর্শ এবং শৈথিল্যবাদী, চরমপন্থী ও বিদ'আতীদের দলভুক্ত হয়ে ও ঐসব বাতিল মতবাদের জন্য জীবনপাত করে কেউ 'আহলেহাদীছ' থাকতে পারে না। আমরা রংপুরবাসীকে বলব, সকল তন্ত্র-মন্ত্র ছেড়ে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসুন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার যে আপোষহীন আন্দোলন চলছে তাতে যোগ দিন এবং আহলেহাদীছের আদর্শমূলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেকে জান্নাত লাভের যোগ্য করে গড়ে তুলুন।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাধা : রংপুর যেলা সম্মেলনের পূর্ব নির্ধারিত স্থান ছিল যেলা শহরের ঐতিহ্যবাহী কালেক্টরেট ঈদগাহ ময়দান। সে লক্ষ্যে একমাস পূর্বেই প্রশাসনের লিখিত অনুমতিপত্রও হাতে পেয়েছিল যেলা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ। সেভাবে মঞ্চ, প্যাণ্ডেল, পোষ্টারিং, মাইকিং, দাওয়াতপত্র বিতরণ ইত্যাদি সকল ধরনের প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়। কিন্তু এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে সম্মেলনের পূর্ব রাত ১২-টায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পত্র দিয়ে সম্মেলনের অনুমতি বাতিল করা হয়। মৌখিকভাবে জানানো হয় যে, যেলা সদর ব্যতীত অন্যত্র সম্মেলন করতে কোন বাধা নেই। অতঃপর তাৎক্ষণিকভাবে রংপুর শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী হারাগাছ হাইস্কুল ময়দানে সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং চারিদিকে মাইকিং শুরু হয়। কিন্তু স্থানীয় কাউনিয়া থানা পুলিশ প্রশাসন সেখানেও বাধা প্রদান করে। অবশেষে আগত কর্মী ও সুধীদেরকে স্থানীয় দরদী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সমবেত হ'তে বলা হয়। অপরদিকে দূর-দূরান্তের কর্মী ও সুধীদেরকে সম্মেলনে না আসার জন্য মোবাইলে জানিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বহু রিজার্ভ গাড়ী রাস্তা থেকে ফিরে যায়। অতঃপর বাদ আছর থেকে দরদী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। এখানেও মাইক ব্যবহার করতে বাধা দেওয়া হয়। অবশেষে সাউণ্ড বক্স এবং মসজিদের নিজস্ব মাইকের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। বিপুল সংখ্যক সুধীর উপস্থিতি ও মুহুর্মুহু শ্লোগান সম্মেলনকে প্রাণবন্ত করে তুলে। মসজিদের ভিতর, বাহির ও রাস্তায় তিল ধারনের জায়গা ছিল না। সম্মুখের পাকা রাস্তায়, দোকানে, গাড়ীতে ও বাড়ীর ছাদে শত শত নারী-পুরুষকে বক্তব্য শুনতে দেখা যায়।

সম্মেলন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্বীয় সফরসঙ্গীদের নিয়ে রংপুর শহরের মেডিকেল মোড় সংলগ্ন হারাগাছ ক্লিনিকের মালিক ডা. মুহাম্মাদ শাহজাহান ছাহেবের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর রাত ১০-টায় সেখান থেকে দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

তেঁতুলিয়া ও বাংলাবান্ধায় আমীরে জামা'আত :

রংপুর থেকে রওয়ানা হয়ে রাত সাড়ে বার টায় আমীরে জামা'আত দিনাজপুর শহরের নিকটবর্তী তের মাইল গড়েয়া পৌঁছেন। সেখানে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইদরীস আলী ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। পরদিন শুক্রবার সকাল ৭-টায় তিনি বাংলাদেশের সর্বউত্তর-পশ্চিমে পঞ্চগড় যেলার তেঁতুলিয়া ও বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর পরিদর্শনের জন্য রওয়ানা হন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল ক্বাহহার, প্রাথমিক সদস্য হাবীবুর রহমান, ডা. শাহজাহান আলী ও আব্দুল ক্বাইয়ূম দিনাজপুর থেকে ২টি মটরসাইকেল যোগে এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইদরীস আলীর জামাতা ইসলামী ব্যাংক পঞ্চগড় শাখায় কর্মরত নূরে আলম ছিদ্দীকী ও তার সহকর্মী ফিরোজ হোসাইন মটরসাইকেল যোগে পঞ্চগড় শহর থেকে গাইড হিসাবে উক্ত কাফেলার সাথে যোগ দেন এবং বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে সার্বিক সহযোগিতা করেন। আমীরে জামা'আত প্রথমে তেঁতুলিয়া সীমান্ত নদী মহানন্দা ও পর্যটন কেন্দ্র, অতঃপর বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর পরিদর্শন করেন। এ সময়ে তিনি বিজিবি সদস্যদের সাথে কথা বলেন ও বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। সেখানে নতুন আহলেহাদীছ ও বাংলাবান্ধা গ্রামের বাসিন্দা ও পঞ্চগড় এম. আর. সরকারী কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ নাছীরুল ইসলাম ও স্থানীয় তরুণ ব্যবসায়ী হোসেন আলী মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাত করেন। তারা আমীরে জামা'আতের নিকটে তাদের আহলেহাদীছ হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন এবং বর্তমান সংকটাবস্থা তুলে ধরেন। আমীরে জামা'আত তাদেরকে সান্ত্বনা দেন ও হক-এর উপর দৃঢ় থাকার উপদেশ দেন। পরে তিনি নাছীরুল ইসলামের পিতাকে ডেকে ছেলের উপর নির্যাতন না করার ও তাকে আহলেহাদীছ হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। অতঃপর গাড়ীতে উঠে তিনি কর্মীদের বলেন, ***'টেকনাফ হ'তে তেঁতুলিয়া, আহলেহাদীছ আছে দেশ জুড়িয়া'***। কর্মীরা খুশীতে 'আমীন'

বলেন। অতঃপর আমীরে জামা'আত বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর সংলগ্ন বিওপি জামে মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করেন এবং মসজিদ কমিটির কয়েকজন নেতা ও মুছল্লীকে ডেকে নিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে মসজিদের মেহরাবের উপর বড় করে আরবীতে 'আল্লাহ' লেখাটি মুছে ফেলতে বলেন। এ সময়ে 'আন্দোলন'-এর পরিচিতি লিফলেটও বিতরণ করা হয়।

অতঃপর ফেরার পথে পঞ্চগড় সদর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরবর্তী ভিতরগড় গ্রামে ১২০ বিঘা জমির উপর খননকৃত বর্তমানে সরকারীভাবে সংরক্ষিত প্রাচীন ও বিশাল 'মহারাজার দীঘি' পরিদর্শন করেন। অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে মাগরিবের ছালাতের সময় তাঁরা পুনরায় দিনাজপুরের তের মাইল গড়েয়া ফিরে আসেন।

উল্লেখ্য যে, এখানেও পঞ্চগড় শহর সংলগ্ন ফুলতলা বাজারে পূর্ব নির্ধারিত পঞ্চগড় যেলা সম্মেলন প্রশাসনের বাধার কারণে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

হে মানুষ! ক্বিয়ামত দিবসকে ভয় কর

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কাহারোল, ৩০ নভেম্বর শুক্রবার : তেঁতুলিয়া থেকে ফিরে আমীরে জামা'আত দিনাজপুর যেলার কাহারোল উপযেলা সদরের রামচন্দ্রপুর দারুস সুন্নাহ আরাবিইয়াহ মাদরাসা ময়দানে আয়োজিত ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন। রামচন্দ্রপুর পাইলট হাইস্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক জনাব আশরাফুল হক -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে সমবেত সুধীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, হে মানুষ! তোমরা ভয় কর সেদিনকে যেদিন পিতা পুত্রের বা পুত্র পিতার কোন কাজে আসবে না। তিনি বলেন, সেদিন বাঁচতে গেলে আমাদেরকে সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হ'তে হবে।

তিনি স্থানীয় আলেমদের বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে পরস্পর বিভেদে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আলেমদের কর্তব্য সমাজে ঐক্য ও ভালবাসা সৃষ্টি করা। এমনকিছু করা উচিত নয়, যা সমাজকে বিভক্ত করে এবং মানুষে মানুষে হানাহানি সৃষ্টি করে; যেভাবে এখন রাজনৈতিক নেতারা করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি কামনা করে। অতএব আসুন আমরা হিংসা ভুলে পরস্পরে ভাই-ভাই হয়ে যাই।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম ও আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান জনাব শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, গড়েয়া থেকে কাহারোল যাওয়ার পথে তিনি উচিৎপুর বাজারে নির্মানাধীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ পরিদর্শন করেন ও জনাব আবুল হোসাইনসহ অন্যান্যদের সাথে মতবিনিময় করেন।

রাজশাহী প্রত্যাবর্তন : কাহারোল সম্মেলন শেষে রাত ১২-টার দিকে আমীরে জামা'আত তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে সকাল সাড়ে ৭-টায় রাজশাহী পৌঁছেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

উল্লেখ্য যে, ৩০ নভেম্বর সন্ধ্যায় আমীরে জামা'আত গড়েয়া তের মাইলে মাগরিবের ছালাত আদায়ের পর সাথীদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ পেশ করেন। তিন দিনের এই সফরে যোগদানের জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সফরের কষ্ট ও দ্বীনে হক-এর এই দাওয়াতের বিনিময়ে মহান আল্লাহর নিকটে সকলের জন্য উত্তম বদলা কামনা করেন।

তিনদিন ব্যাপী সফরে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগের ম্যানেজার হাফেয আব্দুল বারী, রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সদস্য অধ্যাপক গিয়াছুদ্দীন, আশরাফুল হক ও মীযানুর রহমান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল লতীফ, অর্থ সম্পাদক দুররুল হুদা, দফতর সম্পাদক জনাব ঈছারুল হক, চাপাই- উত্তর যেলা যুবসংঘের সভাপতি মোখতার হুসাইন, সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল বারী, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুযযাম্মিল হক, অর্থ সম্পাদক ও আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি আমীনুল ইসলাম, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম, সহ-সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান, প্রচার সম্পাদক ছহীমুদ্দীন, উপদেষ্টা মাওলানা রামাযান আলী, সদস্য জনাব রফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুর রাযযাক, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহ, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কেতাবুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা রুস্তম আলী, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল হক, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আবূ তাহের, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুযযামান, মেহেরপুর সদর উপযেলা সভাপতি আলহাজ্জ আযীমুদ্দীন ও গাংনী উপযেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘের সভাপতি আওরঙ্গযেব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উপযেলা সম্মেলন

কুরআন থেকে আলো নিয়ে জীবন পরিচালনা করুন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২৬শে নভেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলারোয়া উপযেলার উদ্যোগে কলারোয়া পাইলট হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত উপযেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কুরআন বিশ্ব মানবতার জন্য আলোকস্তম্ভ স্বরূপ; যা জীবন পথে মানুষকে কল্যাণের নির্দেশনা দেয়। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সামনে মাথা নত করার ও সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ও যশোর সরকারী এম.এম. কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ প্রফেসর নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষণের পূর্বে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেন। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন

যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুযযামান ও কাকডাংগা এলাকার সভাপতি আনোয়ার এলাহী।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলনে যোগদানের পূর্বে কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্যান্য মুরব্বীদের নিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পার্শ্ববর্তী ব্রজবাকসা সফর করেন। এ সময় তিনি তাঁর আব্বার ও তাঁর অতীব আপনজন আলহাজ্জ আব্দুল হামীদ ও তাঁর মা আছিয়া বেগম, আলহাজ্জ আযীযার রহমান, তাঁর ছোট বেলার শিক্ষক মাষ্টার আতিয়ার রহমান ও কলেজ জীবনের বন্ধু চেয়ারম্যান আবু তালেবের মৃত পুত্রের কবর সমূহ যেয়ারত করেন। তিনি 'আছিয়া বেগম হাফেযিয়া মাদরাসা' পরিদর্শন করেন, যা তাঁর পিতার হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মৃত শওকত আলীর বাড়ীতে যান ও তার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও সমবেদনা জানান। তিনি তাঁর হিতাকাংখী ও আত্মীয় আলহাজ্জ আব্দুর রহীমের সাথে তাঁর রোগ শয্যায় শায়িতা স্ত্রীকে দেখতে যান ও রোগমুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন।

ফিরে আসুন নির্ভেজাল সত্যের পথে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

তেরখাদা, খুলনা ৫ই ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তেরখাদা উপযেলার উদ্যোগে স্থানীয় ইখড়ি কাটেঙ্গা হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত উপযেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সকলের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পৃথিবীতে বর্তমানে কোন ইলাহী গ্রন্থ নেই কুরআন ব্যতীত। যা নিজেকে 'সন্দেহমুক্ত' বলে তার বক্তব্য শুরু করেছে। পৃথিবীর সকল মানুষ এখন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত। তাঁকে অস্বীকারকারী কোন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। অতএব সকলকে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকেই ফিরে আসতে হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মানুষকে সেদিকেই আহ্বান জানায়। তিনি বলেন, এই আন্দোলনের বিরোধীরা নানাবিধ অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। অকথ্য ভাষায় নেতৃবৃন্দকে গালি দিয়ে মিথ্যা নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে চটকদার বই ছাপিয়ে বিলি করছে। যার একটি কপি আজ এখানে এসে পেলাম। ২০০৫ সালে তারা একইভাবে মিথ্যাচার চালিয়েছিল। এরা প্রশাসনের মধ্যে ঘাপটি মেরে থেকে আমাদের সম্মেলন সমূহ পণ্ড করার চেষ্টা করছে। তিনি জনগণকে এদের ব্যাপারে সাবধান থাকার আহ্বান জানান।

খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

হিন্দু-মুসলিম সবাই এক আদমের সন্তান। সকলকে আমরা আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানাই

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

চিতলমারী, বাগেরহাট ৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চিতলমারী উপযেলার উদ্যোগে চিতলমারী আহলেহাদীছ মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত উপযেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কুরআন-হাদীছ বিশ্বমানবতার কল্যাণে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত অহী। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মানুষের সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন সকল মানুষের পরকালীন নাজাতের আন্দোলন। এ আন্দোলন বিশ্ব মানবতার মুক্তির আন্দোলন। অতএব সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলে এ আন্দোলনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হৌন।

তিনি এদিন বাগেরহাট খানজাহান আলীর মাযার পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তাঁর সফরসঙ্গী কনিষ্ঠ পুত্রের ভাষা নকল করে বলেন, 'আজ হাতে-নাতে শিরক দেখলাম'। প্রায় ছয়শো বছর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী একজন বিজয়ী সেনাপতির কবরকে পীরের কবর বানিয়ে স্বার্থান্ধ মানুষ সেখানে ব্যবসা খুলেছে। লোকেরা গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করছে। জনকল্যাণে তাঁর খননকৃত বিশাল দীঘিতে পুণ্যস্নান করে পাপমুক্ত হচ্ছে। সন্তানকে কবরের গেলাফের মধ্যে ঢুকিয়ে বের করে এনে তাকে রোগমুক্ত ও বিপদমুক্ত ধারণা করছে। কোটিপতি লোকেরা বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানে যাচ্ছে ও নোংরা জটাধারীদের কাছে মিনতি করছে। ওরসের জন্য গরু ও পীরের কুমীরের জন্য মোরগ কিনে দিচ্ছে। পানি ও তৈল পড়া, তাগা ও মাদুলী নিচ্ছে। একদিকে কবরে প্রার্থনা ও কান্নাকাটি হচ্ছে ও সাথেই মসজিদে ছালাত হচ্ছে। অথচ এরাই এদেশে খাঁটি দ্বীনদার মুসলমান বলে পরিচিত। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সকলকে এসব শিরকী কর্মকাণ্ড থেকে তওবা করার ও এসব হ'তে দূরে থাকার আহ্বান জানান। সাথে সাথে সাংগঠনিকভাবে নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষকে জান্নাতের পথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা যোরদার করার পরামর্শ দেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী রহমানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের আলী প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, এদিন সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে মংলা সমুদ্রবন্দর পরিদর্শন করেন ও সেখান থেকে সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সুন্দরবনের অভ্যন্তরে 'করমজল' পর্যটন কেন্দ্রে গমন করেন।

এলাকা সম্মেলন

হানাহানি না করে দুই নেত্রী পরপর দেশ শাসন করুন অথবা ইসলামের বিধান মেনে দল ও প্রার্থীবিহীন নির্বাচন দিন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বাদুড়িয়া, রাজশাহী ১লা ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাসুণ্ডী এলাকা সংগঠনের উদ্যোগে বাদুড়িয়া হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত এলাকা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দেশের দুই নেত্রীর প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের নামে হরতাল-অবরোধ, গুম-খুন, চাঁদাবাজি, মিথ্যা মামলা কখনোই জনকল্যাণ নয়। তিনি বলেন, নেতারা তওবা না করলে দেশে আল্লাহ্র গযব অবশ্যম্ভাবী। তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম ও মাওলানা রফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

॥ প্রবাসী সংবাদ ॥

জেদ্দা, সঊদী আরব ১৯শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জেদ্দা শাখার উদ্যোগে শহরের গুলাইল সেন্টার পয়েন্ট জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মসজিদের বাংলা বিভাগের দাঈ শায়খ বশীরুদ্দীন (সিলেট)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হজ্জ সফরে আগত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান ও কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াহহাব। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জেদ্দা শাখার সভাপতি সাঈদুল ইসলাম ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শতাধিক প্রবাসী বাঙ্গালী ভাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রধান অতিথি বলেন, প্রবাসে আপনারা আমাদের আদর্শিক রাষ্ট্রদূত। আপনাদের আমলে ও আচরণে, দাওয়াত ও তাবলীগে অন্যদের মধ্যে ছহীহ দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটুক এটাই আমাদের একান্ত কামনা। তিনি বলেন, সংগঠন ব্যতীত একাকী প্রচেষ্টা আল্লাহ্র কাম্য নয় এবং তা ফলপ্রসূও নয়। অতএব আপনারা সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ করুন।

মক্কা, সঊদী আরব ৫ই নভেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ এশা মক্কার হোটেল হিল্টনে কর্মরত বাংলাদেশী ভাইদের উদ্যোগে আযীযীয়ার হিল্টন ভিলায় এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তাঁর হজ্জ সফরের সাথী ও 'আন্দোলন'-এর শুভানুধ্যায়ী ইঞ্জিনিয়ার এমরান হোসাইন (ঢাকা)। প্রবাসী ভাইদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্যে প্রধান অতিথি বলেন, মানুষের পার্থিব জীবনের আমলের উপরে তার আখেরাত নির্ধারিত হয়। আমল বিশুদ্ধ ও সুন্দর হ'লে আখেরাত সুন্দর হবে। আর আমল ত্রুটিযুক্ত হলে আখেরাত বিভীষিকাময় হবে। সেকারণ অবশ্যই আমাদেরকে আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকমুক্ত তাওহীদপন্থী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আত মুক্ত সুন্নাতপন্থী হ'তে হবে। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোল উক্ত লক্ষ্যে সমাজে কাজ করে চলেছে। এই 'আন্দোলন'-এর মৌলিক দাওয়াত হচ্ছে- 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'। তিনি জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। আলোচনা শেষে তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

উল্লেখ্য যে, হোটেল হিল্টনে কর্মরত বাংলাদেশের মাগুরা যেলা সদরের পারনান্দুয়ালী গ্রামের হাসানুল ইসলাম প্রায় দেড় বৎসর আগে ল্যাপটপের মাধ্যমে তার সহকর্মীদেরকে আহলেহাদীছ আলেম-ওলামার বক্তব্য শুনাতে শুরু করেন। প্রতি সোমবার রাতে তিনি তাদের ভিলায় এই আয়োজন করেন। বক্তব্য শোনার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করা হয়। প্রথম দিকে প্রচণ্ড বাধার মুখে পড়লেও তার এই দাওয়াতী কর্মসূচীর মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় ৪০ জন ভাই হক-এর দাওয়াত কবুল করে আহলেহাদীছ হয়ে গিয়েছেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

জেদ্দা, সঊদী আরব ৯ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জেদ্দা শাখার উদ্যোগে শহরের বাব মক্কা সংলগ্ন কান্দুরা মাদরাসা ওরওয়া সাঈদ বিন জুবাইর মিলনায়তনে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' জেদ্দা শাখার সভাপতি সাঈদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক জনাব মনীরুযযামান (সিলেট)। অনুষ্ঠান শেষে সাঈদুল ইসলাম (বি-বাড়িয়া)-কে সভাপতি, মুহাম্মাদ শাহজাহান (নারায়ণগঞ্জ)-কে সহ-সভাপতি ও কাযী বেলাল হোসাইন (কুমিল্লা)-কে সাধারণ সম্পাদক করে দশ সদস্য বিশিষ্ট 'আন্দোলন'-এর জেদ্দা শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

ইয়াম্বু', সঊদী আরব ১৬ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ মদীনা থেকে প্রায় দু'শো কিলোমিটার দূরবর্তী ইয়াম্বু' শহরের নিকটবর্তী ইয়াম্বু' ছানা'ঈয়াহ রয়েল কমিশন ইসলামিক সেন্টারে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেন্টারের বাংলা বিভাগের দাঈ জনাব আব্দুল্লাহিল কাফী (ঠাকুরগাঁও)-র পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাফেয আব্দুল মতীন (রাজশাহী)। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন উক্ত সেন্টারের সমন্বয়কারী জনাব ফায়যুল্লাহ কাযী (খুলনা)। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জনাব মনীরুল ইসলাম (নোয়াখালী), আমজাদ হোসাইন (ঢাকা), আব্দুল আউয়াল (বাগেরহাট), ফযলুল করীম (মুন্সীগঞ্জ), আব্দুন নূর (মেহেরপুর) ও দেলোয়ার হোসাইন (কুমিল্লা)। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে সূরা আছরের শিক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন এবং সকলকে জামা'আতবদ্ধভাবে দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করার উদাত্ত আহ্বান জানান। বক্তব্য শেষে তিনি শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

একই দিন বাদ মাগরিব তিনি উক্ত দা'ওয়াহ সেন্টারের উদ্যোগে স্থানীয় কৃষি খামার (মাযরা'আহ) 'আরামকো রিক্রেশন সেন্টারে' প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকদের নিয়ে আয়োজিত দাওয়াতী কর্মশালায় যোগদান করেন। সেখানে সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তিনি সকলকে তাক্বওয়াশীল জীবন যাপনের আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানের অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উক্ত সেন্টারের দাঈ জনাব আব্দুল্লাহিল কাফী। অনুষ্ঠান শেষে বক্তব্যের উপরে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে রাত ৯-টায় উক্ত সেন্টার সংলগ্ন গেস্ট রুমে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি জনাব মনীরুল ইসলাম (নোয়াখালী)-কে আহ্বায়ক ও জনাব আব্দুন নূর (মেহেরপুর)-কে যুগ্ম আহ্বায়ক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ইয়াম্বু' শাখা গঠন করেন।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব ২১শে নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২নং ছাত্রাবাসের ৩য় তলায় হাফেয আব্দুল মতীনের কক্ষে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে দাওয়াতী কাজ যোরদার করার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাতিল চারিদিকে সংঘবদ্ধ হয়ে হক-এর গলা টিপে ধরার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আর আমরা কি করব তা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি। এটি মোটেও সমীচীন নয়। তিনি বলেন, যেকোন মূল্যে আমাদেরকে হক-এর পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সুসংগঠিত হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১): সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চোখের ভ্রু উঠিয়ে ফেলা বা কাটছাঁট করা কি শরী'আত সম্মত?

-নাহিদা, কুমিল্লা।

উত্তর : শরী'আত সম্মত নয়। এধরনের ব্যক্তির উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৪১৬৮-৭০; মিশকাত হা/৪৪৬৮)*। এতে সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে, যা নিষিদ্ধ *(বুখারী হা/৪৮৮৬; মিশকাত হা/৪৪৩১, 'পোষাক' অধ্যায়, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যদি ভ্রু বেশী হয় আর চোখ পর্যন্ত নেমে আসে এবং দৃষ্টির উপর প্রভাব ফেলে তবে যে পরিমাণ তার সমস্যা সৃষ্টি করে সেই পরিমাণ কেটে ফেলাতে কোন দোষ নেই *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১১/১৩৩, প্রশ্ন নং ৬২)*।

প্রশ্ন (২/১২২) : দাঁতের ব্যথার জন্য গুল ব্যবহার করা যাবে কি?

-সবুজ খান
হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ

উত্তর : গুল তামাক থেকে তৈরি। আর নেশা জাতীয় দ্রব্য হিসাবে তামাক হারাম। এর দ্বারা চিকিৎসা নেয়া জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে আরোগ্য রাখেননি, যা তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন *(ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৩৯১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৩৩)*।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : মৃত্যু বা জন্ম দিবস উপলক্ষে সভা, সমিতি, সম্মেলন করা যাবে কি?

-মুহসিন
হাতিরপুল, ঢাকা।

উত্তর : জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন করা এবং সে উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদি করা বিধর্মীয় সংস্কৃতি। এগুলোর সাথে ইসলামের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কখনো এসব পালন করেননি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বিধর্মীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। অতএব এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ও সহযোগিতা করা অন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ২)*।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : কুরআন তেলাওয়াত ও খতম শেষে কি দো'আ পড়তে হবে? কুরআন খতম করলে সূরা যোহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত তাকবীর দিতে হয় মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?

-হারূনুর রশীদ
পাজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : মজলিস শেষে এবং কুরআন তেলাওয়াত শেষে রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তেন سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ *(তিরমিযী হা/৩৪৩৩, নাসাঈ কুবরা হা/১০১৪০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৬৪)*। উক্ত দো'আ বৈঠক শেষের দো'আর ন্যায় *(নাসাঈ হা/১৩৪৪)*। তবে বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানের মধ্যে কুরআন খতমের যে লম্বা দো'আ বর্ণিত হয়েছে, উক্ত হাদীছের সনদ জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১৩৫; ৬৩২২)*। এছাড়া বিভিন্ন প্রেস থেকে প্রকাশিত কুরআনের শেষে 'ছাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলে যে দো'আ যোগ করা হয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই। এই দো'আ অবশ্যই পরিত্যাজ্য *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ফৎওয়া নং ৩৩০৩)*।

উল্লেখ্য যে, কুরআন খতম করার সময় সূরা যোহা থেকে নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার শেষে 'আল্লাহু আকবর' বলতে হবে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য *(হাকেম, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১৩৩)*।

***প্রশ্ন (৫/১২৫) :* কিয়ামত দিবসে কে কে শাফা'আত করার সুযোগ লাভ করবেন?**

-মুহসিন আলী
পানিশাইল, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ক্বিয়ামতের দিন যারা শাফা'আত করার সুযোগ লাভ করবেন, তারা হলেন (১) নবী-রাসূলগণ (২) ফেরেশতাগণ (৩) মুমিনগণ *(মুসলিম হা/১৮৩; মিশকাত হা/৫৫৭৯)*। (৪) ছিয়াম (৫) কুরআন *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া (৬) শহীদগণ নিজ পরিবারের ৭০ জনের জন্য শাফা'আত করতে পারবেন *(আবুদাঊদ হা/২৫২২)*। তবে হাজী এবং আলেমগণ শাফা'আত করার সুযোগ পাবেন মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলি মওযূ' *(যঈফাহ হা/৫০৯১, ১৯৭৮, ২১১১)*। উল্লেখ্য যে, ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করার পর মুসলিম কবীরা গোনাহগারদের জান্নাতে নেওয়ার জন্য শাফা'আত হবে'। 'যারা শিরক না করে মৃত্যুবরণ করেছেন' *(তিরমিযী হা/২৪৩৫,২৪৪১, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/৫৫৯৮-৫৬০০)*।

প্রশ্ন (৬/১২৬) : আগুনের সৃষ্টি জ্বিন জাতির দেহ জাহান্নামের আগুনে পুড়বে কি?

-আব্দুল করীম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : পাপিষ্ঠ জ্বিন অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে *(আ'রাফ ৭/১২-১৮, হিজর ১৫/৩২-৪৪, ছোয়াদ ৩৮/৮৪-৮৫, জিন ৭২/১৪-১৫)*। এক্ষেত্রে তারা আগুনের সৃষ্টি বলে আগুনে পুড়বেনা কথাটি ঠিক

নয়। যেমন মানুষ মাটি থেকে সৃষ্টি হলেও মাটির ঢেলা দিয়ে আঘাত করলে সে ব্যাথা পায়। তাছাড়া জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৭০ গুণ অধিক দাহিকাশক্তি সম্পন্ন *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৫৬৬৫)*।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : বর্তমানে অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠানে মেহমানরা দামী উপহার সামগ্রী নিয়ে যায়, যা দাওয়াত দাতাদের নিকটে কাংখিত ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে দাওয়াতের সাথে উপহার কামনা করা কি শরী'আতসম্মত? এরূপ দাওয়াত গ্রহণ না করলে কি মুসলমানের হক নষ্ট করা হবে?

-ইমামুল হক
মিশনপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : বিয়েতে উপহার কামনার বিষয়টি শরী'আতসম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ প্রথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া এতে গরীব আত্মীয়-স্বজনকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিকৃষ্ট খানা হ'ল ওয়ালীমার ঐ খানা, যাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরীবদের বাদ দেওয়া হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২১৮)*। এরূপ অবস্থায় সেখানে যাওয়াই উত্তম। কারণ দাওয়াতের ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক হক। তাছাড়া এর ফলে উপদেশ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। 'হাদিয়া' বিনিময় পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা হাদিয়া বিনিময় কর ও মহব্বত বৃদ্ধি কর' *(ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪)*।' সে হিসাবে কোনরূপ শ্রুতি ও প্রদর্শনী ছাড়াই হাদিয়া দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন (৮/১২৮): অদ্ভুত আকৃতির ৪ জন ফেরেশতা কাঁধে করে আরশে আযীম বহন করছেন। ১ম জনের আকৃতি শকুনের মত, ৪র্থ জনের আকৃতি গাভীর মত। এ কাহিনী কি সত্য?

-আমীনুল ইসলাম
সীতাকুণ্ডু, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত কাহিনী সঠিক নয়। এ মর্মে ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ থেকে যে বর্ণনা এসেছে তা যঈফ *(তাফসীরে দুর্রে মানছূর, ইবনে হাজার আসক্বালানী, মাত্বালিবুল 'আলিয়াহ হা/৩৮৬১)*। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, আরশ বহনকারী ফেরেশতার সংখ্যা ৮ জন *(হা-ক্বাহ ৬৯/১৭)*।

প্রশ্ন (৯/১২৯) : 'আছাবা কাকে বলে? আমার পিতার একটি বাড়ী এবং কিছু জমি রয়েছে। আমরা তিন বোন। আমাদের কোন ভাই নেই। এক্ষণে পিতার সম্পত্তিতে আমার চাচাতো ভাইয়েরা কতটুকু অংশ পাবে?

-রেবিনা খাতুন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মূল অংশীদারগণের নিজ নিজ অংশ নেয়ার পর যারা অবশিষ্টাংশ পাওয়ার হকদার, তাদেরকে 'আছাবা বলে। প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে মেয়েরা পাবে দুই তৃতীয়াংশ এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ পাবে চাচাতো ভাইয়েরা।

প্রশ্ন (১০/১৩০): বর্তমানে বিয়েতে বর-কনে উভয়ের পক্ষ থেকে বর্ণিল সাজে সজ্জিত হয়ে ডালি-কুলায় বিভিন্ন রকম সামগ্রী নিয়ে 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান করা হয়। এধরনের অনুষ্ঠান করা কি জায়েয?

-জামীলুর রহমান চৌধুরী
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : এগুলি কুসংস্কার মাত্র। যা বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*। অতএব এগুলি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (১১/১৩১): বিবাহের পূর্বে ছেলে-মেয়ে দেখা উপলক্ষে এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উভয়কে আংটি বা সোনার চেইন পরানো হয়। এ সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

-আযহারুল ইসলাম
পূর্ব রাজারবাগ, ঢাকা।

উত্তর : আংটি বা চেইন বিনিময় করার বিষয়টি প্রচলিত রীতি মাত্র। বিবাহের পূর্বে এরূপ কোন লেনদেনের প্রমাণ শরী'আতে পাওয়া যায় না। অতএব এগুলি থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : সূদী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, সকল ব্যাংকই যদি সূদযুক্ত হয়, তাহলে টাকা রাখার ব্যাপারে আমাদের জন্য করণীয় কি?

-মাসঊদ
তেঘরা, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : সূদ কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ থেকে যেকোন মূল্যে বেঁচে থাকতে হবে। আপনার জমাকৃত অর্থ দিয়ে শরী'আত অনুমোদিত মুযারাবা ও মুশারাকা সিস্টেমে *(মুযারাবা-একজনের অর্থে অপর জন ব্যবসা করবে। লভ্যাংশ চুক্তি অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে (আবুদাউদ হা/৪৮৩৬; সনদ ছহীহ)* মুশারাকা *(কয়েকজনের টাকা জমা করে ব্যবসা করা হবে। লভ্যাংশ জমাকৃত অর্থ অনুপাতে বণ্টিত হবে (দারাকুৎনী হা/৩০৭৭)* ব্যবসা করতে পারেন। আর নিরুপায় অবস্থায় ব্যাংকে অর্থ রেখে লভ্যাংশ ভোগ না করে ছওয়াবের আশা ব্যতীত কোন বৈধ খাতে দান করে দেওয়া যেতে পারে। সর্বোপরি অধিক সম্পদ জমা না করে বেশী বেশী দান-ছাদাক্বা করুন। পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে সৎ আমলে অধিক সময় ও সম্পদ ব্যয় করুন।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই রাতে ছালাত আদায় করা কষ্টকর কাজ। অতএব যখন তোমাদের কেউ বিতর পড়বে তখন যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়। যদি রাতে উঠতে পারে, তাহ'লে তাহাজ্জুদ পড়বে। নইলে এই দু'রাক'আত তার রাতের ছালাত হিসাবে গণ্য হবে' (দারেমী, মিশকাত হা/১২৮৬)। উক্ত হাদীছের উপর নিয়মিত আমল করা যাবে কি?

-আব্দুল হামীদ
হাকিমপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : এভাবে নিয়মিত আমল করা যাবে না। তবে যদি কেউ শেষ রাতে উঠার ব্যাপারে আশংকা করে এবং উঠতে না পারে, তাহ'লে উক্ত ছালাতই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে *(মির'আত ৪/২৯৮ পৃঃ)*। এছাড়া ঘটনাটি সফরের হ'তে পারে। কেননা অন্য হাদীছে السهر বা 'রাত'-এর স্থলে السفر বা সফর এসেছে *(ছহীহাহ হা/১৯৯৩, আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪): কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে আটরশী পীরের আক্বীদা কতটুকু ছহীহ জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : আটরশী পীর ছাহেবের মৌলিক বিভ্রান্তিগুলির অন্যতম হ'ল- (১) পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবশ্যকতা নেই। যেমন পীর ছাহেব বলেছেন, 'হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণ নিজ নিজ ধর্মের আলোকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে এবং তাহ'লেই কেবল বিশ্বে শান্তি আসতে পারে' *(আটরশীর কাফেলা, সংকলনে মাহফূযুল হক, আটরশীর দরবার থেকে প্রকাশিত, ৮৯ পৃঃ, সংস্করণ-১৯৮৪, তাসাউফ, তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, ১৪৭ পৃঃ, প্রকাশকাল-২০০০ খৃঃ)*। অথচ মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম *(আলে ইমরান ১৯)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম তালাশ করলে, তা কখনোই কবুল করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে-ইমরান ৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার শপথ করে বলছি, এ উম্মতের কেউ যদি আমার আনীত দ্বীন গ্রহণ ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে, সে ইহুদী হৌক বা খৃষ্টান হৌক, অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে *(মুসলিম হা/১৫৩, মিশকাত হা/১০)*।

(২) ভাল-মন্দ পীরের হাতে। পীর ছাহেব বলেছেন, এনায়েতপুরী ছাহেব তিরোধানের পূর্বে আমাকে বলে গেছেন, 'বাবা তোর ভাল-মন্দ উভয়টাই আমার হাতে রইল। তোর কোন চিন্তা নেই' *(শাহছুফী হযরত ফরিদপুরী ছাহেবের নসিহত, ৩/১১১ পৃঃ, প্রকাশক : পীরজাদা মোস্তফা আমীর মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর, ৩য় মুদ্রণ ১লা মে-১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ)*। এই আক্বীদা পীরকে সরাসরি আল্লাহ্র আসনে বসিয়ে দেওয়ার শামিল। অথচ আল্লাহ বলেন, '(হে নবী)! বলুন, সবকিছুই আল্লাহর তরফ থেকে হয়' *(নিসা ৭৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান, তবে প্রতিরোধের কেউ নেই' *(ইউনুস ১০৭)*।

এছাড়াও সকল পীরপূজারীই এ বিশ্বাস করে থাকে যে, পীর পরকালে তাদের মুক্তির অসীলা হবে। অথচ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) নিজ কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলছেন, হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না' *(মুসলিম হা/২০৪)*।

উক্ত আলোচনায় তাদের আক্বীদা সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা দেওয়া হ'ল। এছাড়াও তাদের আরো বিভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ রয়েছে, যা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫): টেস্টটিউবের মাধ্যমে সন্তান প্রজননের হুকুম কি?

- লতীফা, বাংলাফোন, ঢাকা।

উত্তর : পাঁচটি পদ্ধতিতে সন্তান প্রজনন হারাম। (১) স্ত্রীর ডিম্বানু সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হলে তার স্বামীর শুক্রানু ও অন্য এক মহিলার ডিম্বানু পরাগায়ন করে স্ত্রীর রেহেমে পুশ করা। (২) স্বামীর শুক্রানু সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হলে স্ত্রীর ডিম্বানু এবং অন্য এক পুরুষের শুক্রানু পরাগায়ন করে স্ত্রীর রেহেমে পুশ করা। (৩) স্বামীর শুক্রানু এবং স্ত্রীর ডিম্বানু পরাগায়ন করে অন্য কোন মহিলার রেহেমে পুশ করা। (৪) স্বামী-স্ত্রী নয় এমন কোন পুরুষের শুক্রানু এবং মহিলার ডিম্বানু পরাগায়ন করে স্ত্রীর রেহেমে পুশ করা। (৫) স্বামীর শুক্রানু এবং স্ত্রীর ডিম্বানু পরাগায়ন করে একই স্বামীর অপর স্ত্রীর রেহেমে পুশ করা।

পক্ষান্তরে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের শুক্রানু ও ডিম্বানু সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু কোন সমস্যার কারণে সহবাসের সময় স্ত্রীর রেহেমে প্রবেশ করে না। এমতাবস্থায় নিম্নের দু'টি পদ্ধতিতে সন্তান প্রজননে কোন বাধা নেই। (১) স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের শুক্রানু ও ডিম্বানু পরাগায়ন করে স্ত্রীর রেহেমে পুশ করা। (২) স্বামীর শুক্রানু নিয়ে ইনজেকশনের মাধ্যমে স্ত্রীর জরায়ু অথবা রেহেমে পুশ করা।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬): কোন ঘরে মক্কা-মদীনা কিংবা কোন মাযারের ছবি থাকলে সেই ঘরে ছালাত হবে কি?

-মামুন
বড় বামুন্দী, মেহেরপুর।

উত্তর : বরকত মনে করে মক্কা-মদীনার ছবি ঘরে ঝুলিয়ে রাখা নাজায়েয। আর মাযারের ছবি বরকতের উদ্দেশ্যে ঝুলিয়ে রাখা এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা শিরকের পর্যায়ভুক্ত মহাপাপ। এছাড়া ছালাতের স্থান যাবতীয় জাঁকজমকমুক্ত রাখাই সুন্নাত। সে হিসাবে মুছল্লীর দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারে এরূপ যাবতীয় বস্তু মসজিদ থেকে সরিয়ে ফেলা আবশ্যক *(বুখারী হা/৫৯৫৯; মিশকাত হা/৭৫৮, ৭৫৭; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭১৮)*।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭): কারো উপর রাগ করে কুরআন-হাদীছ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে সে কি মুসলিম থাকবে?

-আবুল খায়ের
রিয়াদ, সৌদীআরব।

উত্তর : যদি সে ঘৃণাবশতঃ এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পুড়িয়ে ফেলে, তাহলে সে কুফরী ও মুরতাদ হওয়ার পর্যায়ভুক্ত পাপী হবে। *(মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায ২৪/৩৯৫)*। তওবা না করলে ইসলামী রাষ্ট্র অবশ্যই তার শাস্তি বিধান করবে।

প্রশ্ন (১৮/১৩৮): ফেরেশতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাখন, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : ফেরেশতামণ্ডলী নূরের তৈরী আল্লাহ্র একটি বিশেষ সৃষ্টি *(মুসলিম হা/২৯৯৬)*। তাঁদের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের অন্যতম রুকন *(বাক্বারা ২/২৮৫; বুখারী হা/৫০)*। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্যের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবী পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রেখেছেন *(বুখারী হা/৩২৩৬; তিরমিযী হা/২৪৩১)*। আল্লাহ তা'আলার কোন আদেশ তাঁরা অমান্য করেন না *(তাহরীম ৬)*। তাঁদের পানাহারের প্রয়োজন পড়ে না। দিনে-রাত্রে ক্লান্তিহীনভাবে তাঁরা শুধু পবিত্রতা বর্ণনায়ই লিপ্ত থাকে *(আম্বিয়া ২০, ফুছছিলাত ৩৮)*। তারা আকৃতি পরিবর্তনে সক্ষম *(মারইয়াম ১৭, মুসলিম হা/১৬৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে তার নিজ আকৃতিতে দেখেছেন যে তার ৬০০ টি ডানা বা পাখা আছে *(বুখারী হা/৪৮৫৭)*। তাদের সংখ্যা এত বেশী যে, সপ্তম আসমানে বায়তুল মামুর নামক মসজিদে প্রতি ওয়াক্তে সত্তর হাযার ফেরেশতা একত্রে ছালাত আদায় করে। যারা একবার সেখানে শামিল হয়েছে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর সুযোগ পাবেনা *(বুখারী হা/৩৬৭৪, মুসলিম হা/৪২৯)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯): আমাদের আশেপাশে অনেক পীর-ফকীর আছে, যারা মানুষকে ঝাড়-ফুঁক করে থাকে এবং তাতে অনেক মানুষই আরোগ্য লাভ করে। ফলে মানুষ তাদের ক্ষমতার উপর আস্থা রাখে। যদি তাদের কোন ক্ষমতা না থাকে তাহলে কিভাবে আরোগ্য লাভ করছে? এদের থেকে মানুষকে বাঁচানোর পথ কি?

-সুমন, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: শয়তান মানুষকে শয়তানী কাজে সহযোগিতা করে। আল্লাহ বলেন, কতক জিন এবং মানুষ এমন আছে যারা একে অন্যকে মনোমুগ্ধকর ও চাকচিক্যময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। যেন তারা ধোঁকায় পতিত হয়। তোমার প্রতিপালকের ইচ্ছা হলে তারা এমন কাজ করতে পারত না। কিন্তু এ দ্বারা যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, তাদের অন্তরকে ঐ দিকে অনুরক্ত করে *(আন'আম ১১২-১১৩)*। জানা আবশ্যক যে, মানুষকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য শয়তান সর্বদা পিছনে লেগে থাকে। এজন্য সে অনেক সময় নিজেই মানুষের রূপ ধারণ করে অথবা অন্য মানুষের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হাছিল করে। এগুলি সবই শয়তানী কারসাজি। সাময়িকভাবে এরূপ করার ক্ষমতা আল্লাহ ইবলীসকে দিয়েছেন *(হিজর ১৫/৩৯; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮)*। তবে জীবিত শয়তানের ধোঁকার জাল ছিন্ন হ'লেও মৃত পীর পূজার শয়তানী ধোঁকার জাল বিস্তৃত থাকে যুগের পর যুগ ধরে। যেখান থেকে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই কেবল কদাচিৎ বেরিয়ে আসতে পারেন। আল্লাহ বলেন, يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوْرًا 'শয়তান তাদের মিথ্যা ওয়াদা দেয় ও আশার বাণী শুনায়। অথচ শয়তান তাদেরকে প্রতারণা ব্যতীত কোনই প্রতিশ্রুতি দেয় না' *(নিসা ৪/১২০)*। কিন্তু শত প্রতারণার জাল বিছিয়েও শয়তান আল্লাহ্র কোন মুখলেছ বান্দাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না *(হিজর ১৫/৪০)*।

শিরকমুক্ত হাদীছ সম্মত উপায়ে ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয। যেমন সূরা ফাতিহা, নাস ও ফালাক্ব দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮৫; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩২)*।

প্রশ্ন (২০/১৪০): অনেকে রুকূ থেকে উঠে দো'আ শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত উঠিয়ে রাখে। এটা কি সঠিক? কতক্ষণ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে রাখতে হবে?

-আব্দুল লতীফ
বিরল, কুমিল্লা।

উত্তর : রুকূ থেকে উঠে কওমার দো'আ শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত উঠিয়ে রাখা মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। ধীরস্থিরভাবে হাত উঠানো ও নামানোই সুন্নাত *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৭৯৫)*।

প্রশ্ন (২১/১৪১): কবরস্থানে ফসলাদী আবাদ করা কি শরী'আতসম্মত?

-বেলাল, দিনাজপুর।

উত্তর : কবরস্থানের যে অংশে কবর রয়েছে সেখানে ফসলাদী আবাদ করা ও গাছ লাগানো ঠিক নয়। কারণ তা কবরের অবমাননার মধ্যে পড়ে যায় *(মাজমূ'উ ফাতাওয়া শাইখ বিন বায ১৩ খঃ, পৃঃ ৩৬১ 'জানাজা' অধ্যায়)*। তবে যে স্থানে কবর হয়নি বা বহু পুরাতন হওয়ায় যদি কোন চিহ্ন না থাকে তবে এমন জায়গায় আবাদ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (২২/১৪২): ঈসা (আঃ)-এর উপর ইঞ্জীল কত বছর বয়সে, কখন ও কিভাবে নাযিল হয়েছিল?

-ডা. গোলাম রহমান
৭৮/বি, শিরোইল, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণতঃ সকল নবীই ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছেন। তবে ঈসা (আঃ) সম্ভবতঃ তার কিছু পূর্বেই নবুঅত ও কিতাব প্রাপ্ত হন। কেননা বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশে তুলে নেবার সময় তাঁর বয়স ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে ছিল *(নবীদের কাহিনী ২/১৯৭)*। ইঞ্জীল ১৩ই রামাযান এক সাথেই নাযিল হয়েছিল *(আহমাদ হা/১৭০২৫, আরনাঊত্ব যঈফ বলেছেন ও আলবানী 'হাসান' বলেছেন; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৭৫; ফুরক্বান ২৫/৩২)*।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩): মুনাজাত চালু হওয়ার ইতিহাস জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছামাদ
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : সুনির্দিষ্টভাবে কোন সময়কাল পাওয়া যায় না। তবে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হিঃ) এই প্রথাকে বিদ'আত বলেছেন *(মাজমূঊ ফাতাওয়া ২২/৫১৯ পৃঃ)*। তাতে বুঝা যায় ৭ম শতাব্দী হিজরীর দিকে এটির অস্তিত্ব ছিল । কারণ তার পূর্বের বিদ্বানগণ এ সম্পর্কে পক্ষে বা বিপক্ষে কোন আলোচনা করেছেন বলে জানা যায় না।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪): অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে ইয়াহূদী-নাছারাদের অধীনে চাকুরী করা যাবে কি? অমুসলিমদের অধীনে কাজ করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের কোন আমল পাওয়া যায় কি?

-মুখলেছুর রহমান
রানীসংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ইয়াহূদী-নাছারাদের অধীনে চাকুরী করা যাবে, যদি কর্মটি হারামের সাথে সম্পৃক্ত না হয় এবং ইবাদতে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটে। কারণ আলী (রাঃ), কা'ব বিন উজরা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ খেজুরের বিনিময়ে ইয়াহূদীদের অধীনে পানি উত্তোলনের কাজ করেছেন *(ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২৭১; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১১৪৩০)*। উপরোক্ত শর্ত বিদ্যমান থাকলে অমুসলিম রাষ্ট্রে গিয়েও উপার্জন করা যাবে।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫): আমার সন্তান নিঃসন্তান বড় ভাইয়ের নিকটে পালক সন্তান হিসাবে লালিত পালিত হওয়ায় সে তাদেরকেই পিতা-মাতা এবং আমাদেরকে কাকু-বৌমা বলে ডাকে। উল্লেখ্য যে, সে ১০ দিন ভাইয়ের স্ত্রীর দুধ পান করেছিল। এক্ষণে পিতা-মাতাকে অন্য নামে ডাকা যাবে কি?

-সাঈদুযযামান
কাটিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সন্তান তার পিতা-মাতার নামেই পরিচিত হবে। জেনেশুনে নিজ পিতা-মাতাকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে পিতা-মাতা হিসাবে ডাকা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনেশুনে অন্যকে পিতা-মাতা বলে, তার জন্য জান্নাত হারাম' *(বুখারী হা/৪৩২৬; মুসলিম হা/৬৩; মিশকাত হা/৩৩১৪)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে যে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ *(তিরমিযী হা/২১২১)*। কেউ চাচীর দুধ পান করলে চাচী তার দুধমাতা হবেন।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬): ওযূ করার পর হাত-পা মুছতে হবে মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

-মাহমূদ, বগুড়া।

উত্তর : ওযূ করে হাত-পা মোছা যাবে *(ইবনু মাজাহ হা/৪৬৮, দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬১)*।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭): শাদ্দাদ সম্পর্কে সমাজে বহু ঘটনা ছড়িয়ে আছে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলতাফ
হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ।

উত্তর : শাদ্দাদ সম্পর্কে যত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এগুলো ইহুদীদের বানানো গালগল্প মাত্র *(তাফসীরে ইবনে কাছীর সূরা ফজর ৭ আয়াত; তারীখে ইবনে খালদূন ১/১৩-১৫)*।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮): বর্তমানে স্কুল-কলেজগুলোও অশ্লীলতায় ভরপুর হওয়ার কারণে পিতা ১২-১৩ বছর বয়সেই মেয়েকে বিবাহ দিতে চায়। অতঃপর সে পড়াশুনা করবে। এক্ষেত্রে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? দ্বীনদারী বাদ দিয়ে অন্যকিছু দেখে বিবাহ দিলে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহী করতে হবে কি?

-ড. মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান
রাজশাহী।

উত্তর : যে কোন বয়সে বিবাহ দিতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। বিয়ের পরে পড়াশুনা করতেও কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নারীকে বিবাহ করা হয় চারটি কারণে : (১) তার সম্পদ (২) বংশ মর্যাদা (৩) সৌন্দর্য এবং (৪) তার দ্বীনদারীর কারণে। এর মধ্যে তোমরা দ্বীনদার নারীকে অগ্রাধিকার দাও। নইলে ধ্বংস হও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮২, 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অতএব দ্বীনদারী না দেখে অন্য কিছু দেখে বিবাহ দিলে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকটে জওয়াবদিহী করতে হবে। ছেলেদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯): জনৈক আলেম বলেন, ইমাম ফজর এবং আছর ছালাতে সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীর দিকে ঘুরে বসবেন আর বাকী তিন ওয়াক্তে 'তাবারাকতা... ওয়াল ইকরাম' বলে উঠে আসবেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-হারূনুর রশীদ
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তর : উক্ত দাবী সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই ছালাত আদায় করতেন তখনই তিনি ডান কিংবা বাম দিক হয়ে ছাহাবীদের দিকে ফিরে বসতেন *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৯৪৪, ৯৪৭)*। অতএব সব ছালাতেই ঘুরে বসতে হবে। শুধু ফজর ও আছর ছালাতে নয়। 'তাবারাকতা... ওয়াল ইকরাম' পর্যন্ত পড়ে রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো উঠে গেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০)*। কিন্তু অধিকাংশ সময় দীর্ঘক্ষণ ধরে তাসবীহ পাঠ করেছেন। 'সুন্নাত নেই বলে ফজর ও আছরের পরে ফিরে বসা এবং সুন্নাত আছে বলে অন্য সময় ফিরে না বসা' এই প্রথার কোন ভিত্তি হাদীছে নেই।

প্রশ্ন (৩০/১৫০): সূরা আ'রাফ ১৯০ আয়াতের তাফসীর জানতে চাই।

-ইকবাল, কুমিল্লা।

উত্তর : অনুবাদ : 'যখন তিনি তাদের উভয়কে একটি সুঠামদেহী সন্তান দান করেন, তখন তাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তাতে তারা অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক বানিয়ে নেয়। অথচ যাদেরকে তারা শরীক বানায়, তাদের থেকে আল্লাহ অনেক ঊর্ধ্বে'। এখানে 'উভয়কে' অর্থ মুশরিক দম্পতি। উল্লেখ্য যে, আহমাদ ও তিরমিযী সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে মরফূ' সূত্রে এবং হাকেম ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে মওকূফ সূত্রে যে হাদীছগুলি এনেছেন তা যঈফ *(যঈফাহ হা/৩৪২)*। সেখানে বলা হয়েছে যে, আদম-দম্পতি তাঁদের সন্তানদের নাম আব্দুল্লাহ এবং ওবায়দুল্লাহ রাখলে তারা মারা যায়। পরে ইবলীস মানুষের বেশ ধরে এসে বলে যে, তোমরা আমার নামে নাম রাখলে সন্তান বাঁচবে। তখন তার কথা অনুযায়ী পরবর্তী সন্তানের নাম রাখা হয় 'আব্দুল হারেছ'। তাতে সন্তান বেঁচে যায় *(ইবনু কাছীর)*। এতে বুঝা যায় যে, আদম-হাওয়া উভয়েই শিরক করেছিলেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন যে, আদম-হাওয়া সরাসরি হারেছকে 'রব' বলেননি। বরং হারেছকে তাঁদের সন্তান বেঁচে যাওয়ার অসীলা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। যেমন লোকেরা মেহমানের সামনে নত হয়ে নিজেকে তার গোলাম বলে থাকে। যদিও মেহমান তার প্রকৃত প্রভু নয় *(কুরতুবী)*। ইমাম কুরতুবী বলেন, উক্ত তাফসীর যে সঠিক নয় তার বড় প্রমাণ এই যে, আয়াতের শেষে আল্লাহ বহুবচনের ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। উদ্দেশ্য আদম-হাওয়া হ'লে সেখানে দ্বিবচনের ক্রিয়া হ'ত। অতঃপর তিনি বলেন, এরূপ বহু ইস্রাঈলী কাহিনী রয়েছে। যার কোন ভিত্তি নেই *(কুরতুবী)*। হাসান বছরী বলেন, এর অর্থ আদম-হাওয়া নয়। বরং মুশরিক দম্পতিগণ *(ইবনু কাছীর)*। আর শিরকের উৎপত্তি হয়েছে আদম (আঃ)-এর হাযার বছর পরে নূহ (আঃ)-এর যুগে *(বুখারী হা/৪৯২০; সূরা নূহ ৭১/২৩-২৪)*।

প্রশ্ন (৩১/১৫১): ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কি কাফের? ইসলামের কোন একটি রুকনকে অস্বীকার করলে সে কি হত্যাযোগ্য? এক্ষেত্রে তাকে হত্যা করার দায়িত্বশীল কে? এ বিষয়ে দলীল সহ সুস্পষ্ট বক্তব্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-দুর্রুল হুদা
রহনপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত তরককারী অথবা ছালাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হ'তে বহিষ্কৃত *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/৬১, ৫৮০; ছহীহাহ হা/৯১৪, ইরওয়া হা/২০২৬ ৭/৯১)*। তবে সাধারণভাবে ছালাত তরক করাকে হাদীছে 'কুফরী' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৭৪, ৫৮০)*। ছাহাবায়ে কেরামও একে 'কুফরী' হিসাবে গণ্য করতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯)*। তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। তবে এই ব্যক্তিগণ যদি খালেছ অন্তরে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয় এবং ইসলামের হালাল-হারাম ও ফরয-ওয়াজিব সমূহের অস্বীকারকারী না হয় এবং শিরক না করে, তাহ'লে তারা 'কালেমায়ে শাহাদাত'কে অস্বীকারকারী কাফিরগণের ন্যায় ইসলাম থেকে খারিজ নয় বা চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। কেননা এই প্রকারের মুসলমানেরা কর্মগতভাবে কাফির হ'লেও বিশ্বাসগতভাবে কাফির নয়। বরং খালেছ অন্তরে পাঠ করা কালেমার বরকতে এবং কবীরা গোনাহগারদের জন্য শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শাফা'আতের ফলে শেষ পর্যায়ে এক সময় তারা জান্নাতে ফিরে আসবে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৭৩-৭৪; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৫৯৮-৫৬০০)*। তবে তারা সেখানে 'জাহান্নামী' (اَلْجَهَنَّمِيُّوْنَ) বলেই অভিহিত হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৮৫)* যেটা হবে বড়ই লজ্জাকর বিষয়।

যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আদালতের মাধ্যমে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড বাস্তবায়নের অধিকারী হ'ল রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ। অন্য কেউ নয়। রাসূল (ছাঃ) নিজে এবং পরবর্তীকালে খুলাফায়ে রাশেদীন এ দায়িত্ব পালন করেছেন। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত যে কেউ এ দণ্ড বাস্তবায়নের অধিকার রাখে না। আল্লাহ বলেন, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার শাসন কর্তৃপক্ষের *(নিসা ৫৯)*।

প্রশ্ন (৩২/১৫২): কতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম শাসকের আনুগত্য করতে হবে? কখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে? শাসক লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করে তাহ'লে কি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে?

-মুজাহিদুল ইসলাম, রংপুর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপরে ভালো ও মন্দ দু'ধরনের শাসক আসবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে সে দায়িত্বমুক্ত হবে। যে ব্যক্তি তাকে অপসন্দ করবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তার উপর রাযী থাকবে ও তার অনুসারী হবে। তখন ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা কি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে' *(মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১)*। অন্য হাদীছে এসেছে 'প্রমাণ ভিত্তিক সুস্পষ্ট কুফরী না দেখা পর্যন্ত শাসকদের আনুগত্যমুক্ত হওয়া যাবে না' *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩৬৬৬)*। কিন্তু এর অর্থ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয তা নয়। কারণ যুদ্ধ করার বিষয়টি শর্ত সাপেক্ষ। অন্যথায় তা আত্মহননের শামিল হবে। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ... শাসকের কথা শুনো এবং তার আনুগত্য কর। যদিও তারা তোমার পিঠে আঘাত করে এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয় *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৫৩৮২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৩৬৭২)*। 'কেননা তাদের পাপ তাদের উপর এবং তোমাদের পাপ তোমাদের উপর বর্তাবে' *(মুসলিম; মিশকাত হা/৩৬৭৩)*। তবে আল্লাহ্র নাফরমানীতে তার আনুগত্য করা যাবে না *(তিরমিযী; মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

শাসক লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করছে কিনা তা বাহ্যিকভাবে বুঝা সম্ভব নয়। কেননা কালেমা পড়ার পরও এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) উসামা বিন যায়েদকে ধমক দিয়ে বলেন, তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছ? *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩৪৫০)*। সুতরাং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করলেও শাসকের আনুগত্য ত্যাগ করা যাবে না।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩): তাবলীগ জামা'আতের জনৈক ব্যক্তি দাবী করেছেন যে, পেশাব করার পর ৪০ কদম হাঁটতে হবে। কারণ পানি ব্যবহার করে উঠে দাঁড়ালে ফোঁটায় ফোঁটায় পেশাব পড়ে কাপড় নাপাক হয়ে যায়। ফলে ছালাত হবে না। তাদের উক্ত দাবী কি সঠিক?

-শাহীন, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত দাবী সঠিক নয়। পেশাব-পায়খানা করার পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। পানি না থাকলে ঢেলা বা টিস্যু ব্যবহার করতে হবে। সূরা তওবার ১০৯ আয়াতে পবিত্রতা অর্জনের কারণে আল্লাহ যাদের প্রশংসা করেছেন,

তারা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতেন *(আবুদাঊদ হা/৪৪, সনদ ছহীহ)*। ওযূর পর কাপড়ের উপর থেকে লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে *(আবুদাঊদ হা/১৬৬ ও ২১০)*। এর বাইরে কিছু করার হুকুম নেই। উল্লেখ্য যে, আগে ঢেলা বা টিস্যু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে, তারপর পানি ব্যবহার করতে হবে মর্মে মুসনাদে বাযযারে যে বর্ণনা এসেছে, তা মওযূ' *(ইরওয়াউল গালীল হা/৪২-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪): ঈদের ময়দানে ছওয়াবের উদ্দেশ্য ছাড়াই শামিয়ানা টানানো ও সাজ-সজ্জা করার ব্যাপারে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? থাকলে তা কোন দলীলের ভিত্তিতে, জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলম, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : ঈদের ময়দানে মুছল্লীদের জন্য শামিয়ানার মাধ্যমে ছায়ার ব্যবস্থা করার কোন বিধান নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণ মসজিদে নববী থেকে ৫০০ গজ পূর্বে বাত্বহান প্রান্তরে খোলা ময়দানে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন *(মির'আত ৫/২২)*। সেখানে কোন ছায়ার ব্যবস্থা ছিল না। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) এক নেযা (সাড়ে ছয় হাত) পরিমাণ সূর্যোদয়ের পর ঈদুল আযহা এবং দুই নেযা পরিমাণ সূর্যোদয়ের পর ঈদুল ফিৎরের ছালাত আদায় করতেন *(মির'আত ৫/৬২, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮)*। অতএব সুন্নাত মেনে ছালাত আদায় করলে শামিয়ানার কোন প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫): একজন ইমাম ঈদের দিন ১ ঘন্টার ব্যবধানে একাধিক জামা'আতে ইমামতি করতে পারে কি? ছাহাবায়ে কেরামের জীবনে এরূপ কোন আমল আছে কি? শরী'আতে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশনা আছে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম,
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর: একই ইমাম একাধিক বার একই ছালাত পড়িয়েছেন মর্মে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের কোন আমল পাওয়া যায় না। তবে একই ছালাত একাধিকবার পড়ার বিষয়টি প্রমাণিত। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে এশার ছালাত পড়তেন এবং নিজ সম্প্রদায়ে গিয়ে আবার তাদের ইমামতি করতেন *(বুখারী হা/৭১১, মুসলিম হা/৪৬৫)*। এক্ষণে ইমামের অভাবের কারণে যদি এরূপ করতে হয়, তাহলে তা শরী'আতে গ্রহণযোগ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬): বর্তমানে একদল লোক বলছে, আমাদের পরিচয় হবে কেবল 'মুসলিম'। আহলেহাদীছ বলাটা বিদ'আত। এ সম্পর্কে সঠিক বক্তব্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : হকপন্থী মুসলমান কেবলমাত্র 'আহলেহাদীছ' নামেই অভিহিত হবেন। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' বলতেন। ইমাম আহমাদ সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিছ বিদ্বান কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত নাজী ফেরকা হিসাবে কেবলমাত্র আহলেহাদীছ জামা'আতকেই নির্দিষ্ট করেছেন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০ আলোচনা দ্রঃ)*। হাদীছের বক্তব্য অনুযায়ী, মুসলিম উম্মাহ ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে। যার মধ্যে ৭২ ফেরকাই জাহান্নামী হবে। মাত্র একটি ফেরকা জান্নাতী হবে। আমাদের সকলের ধর্মীয় পরিচয় মুসলিম। তার মধ্য নাজী ফেরকার বৈশিষ্ট্যগত নাম হ'ল 'আহলেহাদীছ'। অতএব প্রত্যেক মুসলমানেরই আক্বীদা ও আমলে প্রকৃত 'আহলেহাদীছ' হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭): বিভক্তি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এখন বহু দলে বিভক্ত কেন? যেমন আওয়ামী লীগ, বি.এন.পি, জাতীয় পার্টি, জামা'আতে ইসলামী, তাবলীগ জামা'আত, জমঈয়তে আহলেহাদীস, আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রভৃতি।

-যুবায়ের আহমাদ
রোতৈল, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : এ বিভক্তি আল্লাহর পরীক্ষা মাত্র। এর কারণ দু'টি। (১) দুনিয়া (২) আখেরাত। যেসব দলের উদ্দেশ্য দুনিয়া, তাদের নিকট দুনিয়া অর্জনের পথ যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন, সে কারণ তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দুনিয়া অর্জন করছে। এ কারণে তারা তাদের দলের শিরোনামে ইসলাম শব্দটি যোগ করে না। আর যাদের উদ্দেশ্য আখেরাত, তারা মূলতঃ দু'কারণে বিভক্ত হয়। ১- আক্বীদাগত মতভেদ এবং ২- ব্যাখ্যাগত মতভেদ। এসব মতভেদ দূর করার একটাই পথ হ'ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যাওয়া *(নিসা ৪/৫৯)*। রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে হাতে-দাঁতে কামড়ে ধরা *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৫)* এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আতের ব্যাখ্যা প্রদান করা। কিন্তু ইহুদী-নাছারা ধর্মনেতাদের ন্যায় মুসলিম ধর্মনেতাদের অনেকে উপরোক্ত নিয়মের বাইরে গিয়ে নিজেদের রায়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। সেজন্য বিভক্তি সৃষ্টি হয়। অতঃপর 'জমঈয়তে আহলেহাদীস' এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর মধ্যে পার্থক্য হ'ল আদর্শিক। আর তা হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করে এবং সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আতের ব্যাখ্যা দেয়। তারা জাতীয় ও বিজাতীয় সকল প্রকার তাক্বলীদকে অস্বীকার করে এবং কোন অবস্থাতেই শিরক ও বিদ'আতের সঙ্গে আপোষ করে না। কিন্তু অন্যেরা তা করেন না। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এক উম্মতভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। এই কারণে যে, যে দ্বীন তোমাদেরকে তিনি দান করেছেন, তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন। অতএব তোমরা কল্যাণসমূহের দিকে ধাবিত হও। আল্লাহর নিকটেই তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য ৭৩টি মুসলিম ফেরকার মধ্য হ'তে নাজী ফেরকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮): জনৈক ব্যক্তির ছয় বোন এবং ৩ ভাই। ছোট ছেলের চাকুরীর জন্য তার মা জমি বিক্রয় করে তাকে টাকা দিচ্ছে। উক্ত টাকা দেয়া তার জন্য বৈধ হবে কি?

-সুজন চৌধুরী
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন করা পিতার দায়িত্ব, তাই বিশেষ প্রয়োজনে যদি কোন ছেলে বা মেয়ের ক্ষেত্রে খরচাদি কম-বেশী হয়, তাতে কোন দোষ নেই। ইমাম আহমাদ বলেন, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এরূপ করাতে কোন দোষ নেই *(ইবনু কুদামা ৬/২৭২)*। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় সকল সন্তানের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখাই কর্তব্য *(বুখারী হা/২৫৮৭, ফৎহ সহ)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : আমি সরকারী কোম্পানীতে চাকুরী করি। আমাদের প্রতিষ্ঠান যে আয় করে তার ১০-১৫% অর্থ ব্যাংক সূদ থেকে অর্জিত। এই অর্থ থেকেই আমাদের বেতন-বোনাস প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষণে এ বেতন গ্রহণ করা কি আমার জন্য হারাম হবে? নাকি মজুরী হিসাবে উৎস যাই হৌক গ্রহণ করা যাবে?

-মুহাম্মাদ মোস্তফা
তিতাস গ্যাস কোম্পানী, ঢাকা।

উত্তর : সরকারী প্রায় সকল অর্থেই সূদের মিশ্রণ রয়েছে। চাকুরীর ক্ষেত্রে ইসলামে মূলনীতি হ'ল, (১) অন্যায়কাজে সহায়তা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘন কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদা ২)*। (২) সূদের হিসাব করা হয় এমন কোন কর্মে অংশগ্রহণ করা যাবে না। কেননা রাসূলল্লাহ (ছাঃ) যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লেখে, এবং সূদের বিষয়ে সাক্ষী থাকে তাদের সবার উপর লানত করেছেন *(মুসলিম হা/১৫৯৮)*। এ ব্যতীত বৈধ কোন কাজে অংশগ্রহণ করা যাবে, যদিও তার মজুরী সূদী অর্থ দিয়ে প্রদান করা হয়। আর এজন্য দায়ী হবে উক্ত সূদের গ্রহীতা কোম্পানীর মালিক।

প্রশ্ন (৪০/১৬০): আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন, আমি ছয় দিনে আসমান, যমীন ও এর মাঝে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছি। প্রশ্ন হল, দিন বলতে ২৪ ঘণ্টার দিন না ছয়টি যুগ?

-ওসামা, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর : অধিকাংশ মুফাসসির ছয় দিনের তাফসীরে ছয় দিনই বলেছেন। কেননা উক্ত দিনগুলি কত সময়ের হবে সে বিষয়ে কিছু বর্ণিত হয়নি। যেমন ক্বিয়ামতের ১ দিনের সময়কাল হবে দুনিয়ার ৫০ হাযার বছরের সমান *(মা'আরেজ ৭০/৪, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩)*। ইবনে আব্বাস বলেন, 'সেদিন কেমন হবে সে ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। অতএব যে বিষয়ে আমি জানি না, সে বিষয়ে বলাটা আমি অপসন্দ করি' *(কুরতুবী)*।

সংশোধনী

ডিসেম্বর/১২ সংখ্যা ৮ পৃষ্ঠা ২য় কলামে প্রকাশিত 'পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল' প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, 'নফল ছালাতের নিয়তে তায়াম্মুম করলে ফরয ছালাত আদায় করা যাবে না'। কিন্তু সঠিক কথা হ'ল, তায়াম্মুম যে নিয়তেই করা হৌক না কেন, তা দ্বারা ফরয-নফল সকল প্রকার ছালাত আদায় করা যাবে। অসাবধানতাবশতঃ উক্ত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।-*সম্পাদক*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৩৪ ॥ খৃষ্টাব্দ ২০১৩ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪১৯

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জানুয়ারী	১৮ ছফর	১৮ পৌষ	৫ঃ১৭	১২ঃ০৫	৩ঃ০৩	৫ঃ২৩	৬ঃ৪৬
০৫ ,,	২২ ,,	২২ ,,	৫ঃ১৮	১২ঃ০৭	৩ঃ০৫	৫ঃ২৫	৬ঃ৪৯
১০ ,,	২৭ ,,	২৭ ,,	৫ঃ১৮	১২ঃ০৮	৩ঃ০৭	৫ঃ২৯	৬ঃ৫২
১৫ ,,	০২ রবীঃ আউঃ	০২ মাঘ	৫ঃ১৮	১২ঃ১০	৩ঃ০৯	৫ঃ৩২	৬ঃ৫৪
২০ ,,	০৭ ,,	০৭ ,,	৫ঃ১৯	১২ঃ১১	৩ঃ১১	৫ঃ৩৬	৬ঃ৫৮
২৫ ,,	১২ ,,	১২ ,,	৫ঃ১৮	১২ঃ১২	৩ঃ১৩	৫ঃ৩৯	৭ঃ০২

সাইমুম
ডিজিটাল সাইন
SYMUM DIGITAL SIGN

আমাদের কার্যক্রম
- ডিজিটাল ব্যানার
- ডিজিটাল সাইন
- পিভিসি প্রিন্ট
- প্যানাফ্লেক্স প্রিন্ট
- বিলবোর্ড এর প্রিন্ট
- ভিনাইল স্টিকার
- ক্লিয়ার স্টিকার
- ফ্রসটেপ স্টিকার
- ইনকজেট স্টিকার
- ডিজিটাল প্রিন্টের সকল সমাধান

নিউ মার্কেট রোড, চাঁন এন্ড সন্স শপিং কমপ্লেক্স (LG শো-রুমের পিছনে), গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। Mobile : 01718 625500, 01746 406712, E-mail: symumdg@gmail.com